তৃতীয় অধ্যায় রূপতত্ত্ব (Morphology)

পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, মালদহ জেলার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে (হবিবপুর , বামনগোলা, গাজোল থানার সম্পূর্ণ এবং পুরাতন মালদহ থানার কিছু অংশ) বসবাসকারী বাংলাভাষী জনসমষ্টিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একটি স্থানীয় অপরটি অভিবাসিত। স্থানীয়দের আবার দুটি উপবিভাগে ভাগ করা যেতে পারে - হিন্দু এবং মুসলমান, যাঁরা দীর্ঘদিন যাবৎ পাশাপাশি সহাবস্থান করছেন। অভিবাসিত জনসমস্টি বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত । ফরিদপুর , ময়মনসিংহ, পাবনা, বরিশাল , টাংগাইল, রাজশাহি ইত্যাদি অঞ্চল থেকে আসা অভিবাসিত বাচকগোষ্ঠীর কথ্যভাষায় পূর্বের অঞ্চলের কিছু বৈশিষ্ট বর্তমান। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে পাশাপাশি অবস্থানের ফলে স্থানীয় এবং অভিবাসিত উভয় বাচকগোষ্ঠীর বাক্ ব্যবহারের একটি মিশ্ররীতি লক্ষ করা যাচ্ছে। ভাষিক অঞ্চলটির কথ্যবাংলার রূপতাত্ত্বিক আলোচনায় রূপিমের সাহায্যে বাচকগোষ্ঠীর উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দের গঠনপ্রক্রিয়া এবং রূপিমের পরিপ্রেক্ষিতে ক্রিয়ার কাল, পুরুষ, কারক, লিঙ্গ, বচন প্রভৃতির মূল বৈশিষ্টগুলি বিশ্লেষণ ও আলোচনা করা হল।

মুখের ভাষার সর্বাপেক্ষা মৌলিক ওক্ষুদ্রতম একক হল ধ্বনি । সাধারণ ভাবে ধারণা করা হয় যে, একাধিক ধ্বনির সংযোগে গঠিত ধ্বনির বৃহত্তর অর্থপূর্ণ রূপই শব্দ ; কিন্তু আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা মনে করেন ধ্বনির ঠিক পরবর্তী বৃহত্তর এককটিকে শব্দ না বলে সেটাকে Morpheme বা রূপিম বা রূপমূল বা মূলরূপ বলা যেতে পারে। আধুনিক বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা লিওনার্ড ব্লুমফীল্ড (Leonard Bloomfield) এর সমসাময়িক ভাষাবিজ্ঞানীরা Morpheme এর আলোচনায় সরব হন ।

১. রূপিমের (Morpheme) সাহায্যে এ অঞ্চলের উভয় বাচক গোষ্ঠীর কথ্যভাষার শব্দ গঠন প্রক্রিয়া

রূপিমের দ্বিবিধ উপায়েই এই অঞ্চলের কথ্যভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলি গঠিত হয়ে থাকে । যেমন - ক) একটি মাত্র রূপিমের সাহায্যে ও খ) একাধিক রূপিমের সাহায্যে ।

১.১. একটি মাত্র রূপিমের সাহায্যে শব্দগঠন।

বহিন (বোন), বুন (বোন),অয় (সে),হে (সে),ব্যাটা (ছেলে),পোলা (ছেলে),বাপ (বাবা) , মরিচ (লঙ্কা) , বুঢ়া (বুড়ো) , গামোচ (লঙ্কা) , কুটুম / কুডুম (আত্মীয়) ।

১.২. একাধিক রূপিমের সাহায্যে শব্দ গঠন ।

একাধিক রূপিমের সমবায়ে শব্দগঠনকে চার ভাবে দেখানো যেতে পারে । যেমন -

১.২.১.

মুক্ত রূপিম (Free Morpheme) + বদ্ধ রূপিম (Bound Morpheme)

মানুশ + গুলা /গালা (মানুষগুলো) ,	চেংড়ি + গিলা (মেয়ে গুলো)
খা + বার (খাওয়ার)	ছোড়া + টা (ছেলেটি)
মিশিং + টা (মেশিনটি)	পোক্‌খি + লা (পাখি গুলো)
আড়া + টা (এড়েটি)	বেচ্ছল + টা (স্ত্রীলোকটি)
কুত্তা + ডা (কুকুরটি)	স্যামরা + গুলান (ছেলেগুলি)
ছোয়াল + কোনা (ছেলেটি)	কাচুয়া + খান (শিশুটি)
পোলা + পান (ছেলে পেলে)	ছোল + পোল (ছেলেপেলে)

১.২.২.

বদ্ধ রূপিম (Bound Morpheme) + মুক্ত রূপিম (Free Morpheme)

ও + শুক (অসুখ)	আ + কাল (আকাল)
কু + কথা (কুকথা)	কু + কাম (কুকর্ম)
বা + গুন (বেগুন)	আ + কতা (কুকথা)
বে + হুদ্দা (বেহুদা)	ব্যা + লাচ (ব্লাউজ)
অ + শন্দ (সন্দেহ)	ব্যা + ঢং (বেমানান)
অ + চিনার (অচেনা)	

১.২.৩.

বদ্ধ রূপিম (Bound Morpheme) + বদ্ধ রূপিম (Bound Morpheme)

কু + ড়িয়া (কুঁড়ে)	অ্যা +মাক (এদেরকে)
আ + লশা (অলস)	অ্যা + মার (এদের)
এ + ঠি (এখানে)	অ্যা + গো (এদের)
আ + ছো (আছি)	আ + নু (এলাম)
আ + জু (মাতা মহ)	অ + মাক (ওদের)
ও + দিগি (ওদিকে)	এ + পাকে (এদিকে)
ও + ৎতি (ওদিকে)	ও + পিলে (ওভাবো)
ও + লা (ওগুলো)	

১.২.৪.

মুক্ত রূপিম (Free Morpheme) + মুক্ত রূপিম (Free Morpheme)

গাও + ভারি (অন্তঃ সত্ত্বা)	পোজা + পতি (প্রজাপতি)
নোজ্জা + শরম (লাজ- লজ্জা)	মধু + মাচ্ছি (মৌমাছি)
টাহা + ফয়শা (টাকা পয়সা)	মদু + বোল্লা (মৌমাছি)
ব্যাটা + বেটি (ছেলে মেয়ে)	ঘর + জাওই (ঘরজামাই)

শব্দ গুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে রূপিমের গঠনগত ও প্রকৃতিগত পরিবর্তনের মাধ্যমে এগুলির অর্থেরও পরিবর্তন হয়। তবে এপর্যায়ে বদ্ধ রূপিম অর্থাৎ প্রত্যয় ও বিভক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যকরণগত সম্পর্ক প্রকাশের ক্ষেত্রে মুক্ত রূপিমের সঙ্গে বদ্ধ রূপিম ওতোপ্রোৎ ভাবে জড়িয়ে থাকে। এই যোগসূত্রের দ্বারা ক্রিয়ার কাল, কারক, পুরুষ, বচন ইত্যাদির ব্যকরণগত সম্পর্ক নিম্নে আলোচনা করা হল। এই অঞ্চলের কথ্যবাংলায় স্থানীয় এবং অভিবাসিত উভয় বাচক গোষ্ঠীর যে যে ক্ষেত্রে শব্দ বা ক্রিয়া পদের রূপ গত ভিন্নতা রয়েছে সেসব ক্ষেত্র পৃথক ভাবে বিশ্লেষণ করা হল।

২. ক্রিয়ার কাল

এই অঞ্চলের কথ্যবাংলায় চলিত বাংলা ভাষার মতোই ক্রিয়া পদের তিনটি কাল এবং ভাব ও অনুজ্ঞা রয়েছে। তবে স্থানীয় বাচক গোষ্ঠীর কথ্যবাংলায় কাল ও পুরুষ ভেদে উভয় বচনের কিছু ক্ষেত্রে পৃথক ক্রিয়া বিভক্তির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। অভিবাসিত কথ্যের ক্ষেত্রে অঞ্চল ভেদে ক্রিয়াপদের রূপ ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। ক্রিয়া বিভক্তির ক্ষেত্রে কিছু বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায় আপাত দৃষ্টিতে সেগুলিকে বিসদৃশ মনে হয় ; কিন্তু এখানে কখনও সম্প্রদায় ভিত্তিক কখনও বা অঞ্চল ভিত্তিক কথ্যভাষায় ক্রিয়াপদের রূপ বৈচিত্র্য রয়েছে। বচন ভেদে ক্রিয়াপদের রূপভেদ এখানে স্পষ্ট ভাবে রয়েছে, তবে তা শুধুমাত্র স্থানীয় বাচকগোষ্ঠীর আঞ্চলিক ভাষায় লক্ষ করা যায়। আবার এ অঞ্চলে

বসবাসকারী বাচকগোষ্ঠীর মধ্যে বাংলা যাঁদের মাতৃভাষা নয় বিশেষত যাঁরা আদিবাসী সম্প্রদায়, তাঁরা দীর্ঘ দিন ধরে পাশাপাশি বসবাসের ফলে হাটে বাজারে বা কর্ম ক্ষেত্রে নিজেদের বাইরে কথা বলবার সময় বাংলা ক্রিয়াপদগুলি ব্যবহার করে থাকেন। তবে তা স্থানীয় বা অভিবাসিত বাংলা নয়, তা এক মিশ্র বাকরীতির বাংলা। 'কর'-এই ধাতুর সংগে বিভক্তি যোগে তাঁরা যে ক্রিয়াপদ গুলি ব্যবহার করে থাকেন তার দৃষ্টান্ত গুলি হল-(বর্তমান কালে) -কুরি, কুরছি, কুরিশ, কুরিছু , কুরুক, (অতীত কালে) কোরলোম,কুরছিলোম, কুরলি, কুরন হয় , কুরতোম , (ভবিষ্যৎ কাল) -কুরবি,কুরবঅ, কুরিশ , কোরমু ইত্যাদি।

স্থানীয় এবং অভিবাসিত কথ্যের ক্রিয়াপদের রূপ ভেদ পৃথক পৃথক সারণিতে দেখান হল।

কাল ও পুরুষ (উভয় বচনে) ভেদে উপভাষার ক্রিয়া- বিভক্তির রূপ

কাল	জনগোষ্ঠী	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ			প্রথম পুরুষ	
বর্তমান			তুচ্ছার্থে	সাধারণার্থে	সম্মানার্থে	সাধারণার্থে	সম্মানার্থে
সাধারণ	স্থাঃ হিঃ ,, মুঃ	-ও/ ই ,,	-ইশ/আশ ,,	- এন/আন ,,	-এন/আন ,,	-এ ,,	-এ ,,
	অভিঃ	-ই	-ইশ/ আশ	-অ	-এন	-এ	-এন
ঘটমান	স্থাঃ হিঃ ,, মুঃ	-ছো/ছি ,,	-ছি/ইছি ,,	-ছেন/এছেন ,,	- ছেন/এছেন ,,	-ছে/এছে ,,	-ছে/এছে ,,
	অভিঃ	-তাছি/তিছি	- তা/তি+ছিশ তা/তি+ছোশ	- তা/তি/তে+ছ	-তা/তি/ তে+ছেন	-তা/তি/ তে +ছে	-তা/তি/ তে+ছেন
পুরাঘটিত	স্থাঃ হিঃ ,, মুঃ	- ছু/ইছি/ইছু/ছি ,,	-ছি/ইছি ,,	-ছেন/ইছেন ,,	- ছেন/ইছেন ,,	- ছে/ছ্যা/ইছে -ইছে	-ছে/ছ্যা/ -ইছে
	অভিঃ	-ছি / সি	-ছিশ/ছোশ	-ছো	-ছেন	-ছে	-ছেন
অনুজ্ঞা	স্থাঃ হিঃ ,, মুঃ	ব্যবহার নেই	-০ -০	-ও/এন ,,	-এন ,,	-উক ,,	-ও ,,
	অভিঃ	ব্যবহার নেই	-0	-অ/ও	-এন	-উক	-উক

এই অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষায় বচন ভেদে ক্রিয়া পদের রূপের পরিবর্তন হয়। বিশেষত উত্তম পুরুষ এবং মধ্যম পুরুষে এই পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। কিন্তু অনুজ্ঞা এবং প্রথম পুরুষের ক্ষেত্রে এপরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। তবে শুধুমাত্র স্থানীয় কথ্যবাংলার ক্ষেত্রেই বচন ভেদে ক্রিয়া পদের

এমন পরিবর্তন হয়ে থাকে। প্রতিটি কালের সারণীর শেষে বিশেষ সারণীর সাহায্যে 'কর্' ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি যোগে বচন ভেদে ক্রিয়া পদের তিন কালের এই রূপান্তর দেখানো হল।

কাল ও পুরুষ (উভয় বচনে) ভেদে উপভাষার ক্রিয়া - বিভক্তির রূপ

কাল	জন-গোষ্ঠী	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ			প্রথম পুরুষ	
অতীত			তুচ্ছার্থে	সাধারণার্থে	সম্মানার্থে	সাধারণার্থে	সম্মানার্থে
সাধারণ	স্থাঃ হিঃ	-ই+নু/ন	-লু/ইলু	-ল্যান /-ইল্যান	-ল্যান/ - ইল্যান	-লি/লো/	-লি/লো
	,, মুঃ	,,	,,	,,	,,	,,	,,
	অভিঃ	-লাম	-লি	-লো	-লেন	-লো	-লেন
ঘটমান	স্থাঃ হিঃ	-ছি+ন/নু/ ইছি+ন/নু	-ছিলু/ ইছিলু	-ছিল্যান/ ইছিল্যান	-ছিল্যান/ ইছিল্যান	-ছিল/ইছিল	ছিল/ইছিল
	,, মুঃ	,,	,,	,,	,,	,,	,,
	অভিঃ	-তেছি/তিছি +লাম +ছেলাম	-তে/তি +ছিলি	-তে/তি +ছিলা/ছেলা	-তে/তি +ছিলেন	-তে/তি +ছিল/ ছেলো	-তে/তি +ছিলো/ ছেলো
পুরাঘটিত	স্থাঃ হিঃ	-ছি+ন/নু/ ইছি+ন/নু	-ছিলু/ ইছিলু	-ছিল্যান/ ইছিল্যান	-ছিল্যান/ ইছিল্যান	-ছিল/	-ছিল/
	,, মুঃ	,,	,,	,,	,,	,,	,,
	অভিঃ	ছি/ইছি/ছে +লাম/	-ছিলি	-ছিলা /-ইছিলা	-ছিলেন/ -ইছিলেন	-ছিলো/ -ইছিলো	-ছিলো/ -ইছিলো
নিত্যবৃত্ত	স্থাঃ হিঃ	-ত/নুহয়/ ন+হয়	-তু/লু +হয়	তেন/লেন +হয়	তেন/লেন +	তেন/লেন+হয়	তেন/লেন +হয়
	,, মুঃ	নুহয়/ন- হয়	লুহয়	লেন+হয়	হয়	লেন+হয় ,,	লেন+হয়
	অভিঃ	-তাম/ইতাম	- তি/ইতি	-তা/ইতা	-তেন/ ইতেন	-তো/ইতো	-তো/ ইতো

কাল ও পুরুষ (উভয় বচনে) ভেদে উপভাষার ক্রিয়া- বিভক্তির রূপ

কাল	জনগোষ্ঠী	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ			প্রথম পুরুষ	
ভবিষ্যৎ			তুচ্ছার্থে	সাধারণার্থে	সম্মানার্থে	সাধারণার্থে	সম্মানার্থে
সাধারণ	স্থাঃ হিঃ	-ইম/ইমঅ	-বু/ইবু	-বেন/ইবেন	-বেন/ইবেন	-ইবে/বে/ইবি/	-ইবে/বে/ইবি/
	,, মুঃ	,,	,,	,,	,,	,,	
	অভিঃ	-মু/বো/ইবো	-বি	-বা/ইবা	-ইবেন/বেন	-বে/ইবো	ইবো/বে
ঘটমান	স্থাঃ হিঃ	-তি/বা+থাকি+ম/মঅ	-তি/বা+থাকিশ	-তি/বা+থাক+বেন/ইবেন	-তি/বা+থাকি+বেন/ইবেন	-তি/বা+থাকি+বি/ইবি	-তি/বা+থাকি+বি/ইবি
	,, মুঃ	,,	,,	,,	,,	,,	,,
	অভিঃ	-তি/তে/ইবার+থাক+পো/বো	-তি/তে/বার+থাকিশ	-তি/তে/বার+থাক+পা/বা	- তি/তে/বার+থাক+পেন/বেন	- তি/তে/বার +থাক+পে/বে	-তি/তে/বার+থাক+পেন/বে
পুরাঘটিত	স্থাঃ হিঃ	-ই+থাক+ইম্+ইমঅ	- ই+থাক+বু/	- ই+থাক+ইবেন/	- ই+থাক+ইবেন/	-ই+থাক+বে	- ই+থাক+বে
	,, মুঃ	,,	,	,,	,,	,,	,,
	অভিঃ	-ইয়া+থাকবো	-ইয়া+থাক+বি/পি	-ইয়া+থাক+বা/পা	-ইয়া+থাক+পেন/বেন	-ইয়া+থাক+বো/পো	ইয়া+থাক+বে/পে
অনুজ্ঞা	স্থাঃ হিঃ	-ব্যবহার নেই	-ইশ/বেন/এন/	-বেন/আন/এন/ইবেন	-বেন/আন/এন/ইবেন	-বা+হোবি/হবে	-বা+হোবি/হবে
	,, মুঃ						
	অভিঃ	-ব্যবহার নেই	-ইশ/ বি/তে+ওইবো	-বা/ইবা/তে+ওইবো	-বেন/ইবেন তে+ওইবো	-বে তে+ওইবো	-বেন/তে+ওইবো

ক্রিয়া বাচক রূপিম গঠনে মুক্ত রূপিমের সঙ্গে বদ্ধ রূপিমের সংযুক্তি দৃষ্টান্তসহযোগে দেখানো হল -

(কর্ ধাতু)

কাল	জন গোষ্ঠী	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ			প্রথম পুরুষ	
বর্তমান			তুচ্ছার্থে	সাধারণার্থে	সম্মানার্থে	সাধারণার্থে	সম্মানার্থে
সাধারণ	স্থাঃ হিঃ ও মুঃ	করো/করি	করিশ	করেন	করেন	করে	করে
	অভিঃ	করি	কোরিশ/ করোশ	করঅ	করেন	করে	করেন
ঘটমান	স্থাঃ হিঃ ও মুঃ	করছো/ কোরছি	কোরছি	করছেন/ করেছেন	করছেন/ করেছেন	করছে	করছে
	অভিঃ	করতাছি/ কোত্তিছি করবার নাকছি	করতাছিশ/ কোত্তিছিশ করবার নাকছিশ	করতাছো কোত্তিছো করবার নাকছো	করতাছেন/ কোত্তিছেন করবার নাকছেন	করতাছে/ কোত্তিছে করবার নাকছে	করতাছে কোত্তিছে করবার নাকছে
পুরাঘটিত	স্থাঃ হিঃ ও মুঃ	কোরিছু/ কোরছু	কোরিছি / কোরছি	কোরিছ্যান / কোরছ্যান	কোরিছ্যান / কোরছ্যান	কোরিছ্যা/ কোরছ্যা	কোরিছ্যা/ কোরছ্যান
	অভিঃ	কোরছি/ কোরিছি	কোরছিশ/ করছোশ	কোরছো / কোরিছো	কোরছেন / কোরিছেন	কোরছে / কোরিছে	কোরছে/ কোরিছে
অনুজ্ঞা	স্থাঃ হিঃ ,, মুঃ	ব্যবহার নেই	কর্ ,,	করো ,,	করেন /করো ,,	করুক ,,	করুক ,,
	অভিঃ	ব্যবহার নেই	কর্	করঅ / করো	করেন	করুক	করুক

কাল	জনগোষ্ঠী	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ			প্রথম পুরুষ	
অতীত			তুচ্ছার্থে	সাধারণার্থে	সম্মানার্থে	সাধারণার্থে	সম্মানার্থে
সাধারণ	স্থাঃ হিঃ ও মুঃ	কোরনু/ কোরিনু/ কোন্ন	কোর+লু/ ইলু	কোরল্যান/ কোরিল্যান	কোরল্যান/ কোরিল্যান	কোরলি	কোরলি
	অভিঃ	কোরলাম/ করলাম	কোরলি	করলা/ কোরলা	কোরলেন/ করলেন	করলো/ কোরলো	করলো/ কোরলো
ঘটমান	স্থাঃ হিঃ ও মুঃ	কোর+ছিন/ ছিনু/ইছিনু	কোর+ছিলু/ইছিলু	কোর+ছিল্যান/ইছিল্যান	কোর+ ছিল্যান/ ইছিল্যান	কোরছিল/ কোরিছিল	কোরছিল/ কোরিছিল
	অভিঃ	কর+তে/ তি+ছিলাম /ছেলাম	কর+তে/ তি+ছিলি	কর+তে/তি +ছিলা	কোর+তে/ তি+ছিলেন/ ছেলন	কোর+তি/ তে+ছেলো	কর+তে/ তি/ছেলো ছিলো
পুরাঘটিত	স্থাঃ হিঃ ও মুঃ	কোর/কোরি +ছিনু/ ছিন	কোরছিলু/ কোরিছিলু	কোর+ ছিল্যান /ইছিল্যান	কোর+ ছিল্যান /ইছিল্যান	কোরছিল/ কোরিছিল	কোরছিল/ কোরিছিল
	অভিঃ	কোর/কর +ছে/ছি/ইছি + লাম	কোরছিলি	কোরছিলা/ করছিলা	করছিলেন/ কোরছিলেন	কোরছিল/ করছিল	করছিলো/ কোরছিলো
নিত্যবৃত্ত	স্থাঃ হিঃ ও মুঃ	কোরত / কোর+ন/ নু/ইনু+হয়	কোরতু / কোর+লু/ ইলু +হয়	কোরত্যান/ কোর+ ল্যান/ ইল্যান+ হয়	কোরত্যান/ কোর+ ল্যান/ ইল্যান+ হয়	কোরত / কোর+ইলে /লে+হয়	কোরত / কোর+ ইলে /লে+হয়
	অভিঃ	করতাম/ কোরিতাম	কোরতি	কোরতা/ করতা	করতেন/	করতো	করতো

ভবিষ্যৎ কাল	জনগোষ্ঠী	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ			প্রথম পুরুষ	
			তুচ্ছার্থে	সাধারণার্থে	সম্মানার্থে	সাধারণার্থে	সম্মানার্থে
সাধারণ	স্থাঃ হিঃ ও মুঃ	কোর +উম/ ইম /মু/ইমঅ ,,	কোরিশ ,,	করেন/ কোর+ ব্যান/ইব্যান ,,	করেন/কোর+ ব্যান/ইব্যান ,,	কোরবি/ কোরব্যা ,,	কোরবি/ কোরব্যা ,,
	অ ভিঃ	কোরমু/উম করবো /	কোরবি/ কোরিশ	করবা/ কোরবা	করবেন/ কোরবে	করবে/ কোরবে	করবে
ঘটমান	স্থাঃ হিঃ ও মুঃ	কোর+তি/বা +থাকিম/ থাকিমঅ	কোর+তি /বা+থাকি +শ/অ ,,	কোর+তি /বা+ থাকেন থাকব্যান	কোর+তি/বা+ থাকেন/ থাকব্যান	কোর+তি/বা+ থাকবি/ থাকব্যা	কোর+তি /বা+ থাকবি/ থাকব্যা
	অ ভিঃ	কোর+তি/ তে+থাকপো করবার+থাক +পো/বো	কোত্তিথাকিশ করবার থাকিশ করবার থাকপি	কোত্তি/কর বার +থাকপা / থাকবা	কোত্তি/করবার +থাকপেন/ থাকবেন	কোত্তি/করবার +থাকপে/ থাকপি	কোত্তি/ করবার+ থাক+পে /বে
পুরাঘটিত	স্থাঃ হিঃ ও মুঃ	কোরিথাকিম কোরে থাকমঅ	কোরি থাকবু কোরি থাকপু ,,	কোরি থাকব্যান ,,	কোরি থাকব্যান ,,	কোরি থাকবি ,,	কোরি থাকবি ,,
	অ ভিঃ	কোইরা থাকপো	কোইরা+ থাকপি/থাকবি	কোইরা+ থাকপা/থা কবা	কোইরা+ থাকপেন/ থাকবেন	কোইরা+ থাকপে/থাকবে	কোইরা+ থাকপে /থাকবে
অনুজ্ঞা	স্থা হিঃ ও ,,মুঃ	ব্যবহার নেই ব্যবহার নেই	কোরিশ / কোরবা হোবি ,,	কোরিয়/ কোরিব্যান কোরবা হোবি ,,	কোরিয়/ কোরিব্যান কোরবা হোবি ,,	কোরবা হোবি ,,	কোরবা হোবি ,,
	অ ভিঃ	ব্যবহার নেই	কোইরা+নিশ/ হ্যালাশ /নিবি, কোরবি, কোর+তি/তে +অবে, করতেইবো	কোইরা+ নিবা /হ্যালাইবা / নিও	কোইরা+নি+ এন/বেন /হ্যালাইবেন/	করতে ওইবো	করতে ওইবো

তিনটি সারণীতে তিনটি কালের বচন ভেদে ক্রিয়া পদের রূপের পরিবর্তন দেখানো হল -

সাধারণ বর্তমান ঘটমান বর্তমান পুরাঘটিত বর্তমান

পুরুষ	এক বচন	বহুবচন	এক বচন	বহুবচন	এক বচন	বহুবচন
উত্তম	মুই করো	হামরা কোরি	মুই করছো	হামরা কোরছি	মুই কোরছু	হামরা কোরছি
মধ্যম	তুই কোরছি	তোমরা করছেন	তুই কোরছি	তোমরাকরছেন	তুই কোরিছি	তোমরা কোরিছ্যান

সাধারণ অতীত ঘটমান অতীত পুরাঘটিত অতীত

পুরুষ	এক বচন	বহুবচন	এক বচন	বহুবচন	এক বচন	বহুবচন
উত্তম	কোরনু/কোরিনু	কোরন/কোরিন	কোর+ছিনু/ই কোরিছিনু	কোরছিন/ কোরিছিন	কোরছিনু/ কোরিছিনু	কোরছিন/ কোরিছিন
মধ্যম	কোরলু/কোরিলু	কোর/কোরি+ল্যান	কোর/কোরি+ ছিলু	কোর/কোরি+ছিল্যান	কোর/কোরি+ ছিলু	কোর/কোরি+ছিল্যান

সাধারণ ভবিষ্যৎ ঘটমান ভবিষ্যৎ পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ

পুরুষ	এক বচন	বহুবচন	এক বচন	বহুবচন	এক বচন	বহুবচন
উত্তম	কোরিম্ / কোরুম্	কোরিমঅ	কোর+তি/বা+ থাকিম্	কোর+তি/বা+ থাকিমঅ	কোর+ই/এ+ থাকিমঅ	কোর+তি/ বা+ থাকিশ
মধ্যম	কোরিশ	করেন/ কোরব্যান	কোর+তি/বা+ থাকিশ	কোর+তি/বা+ থাকিঅ/থাকব্যান	কোর+ই/এ+ থাকবু	কোর+ই/এ + থাকব্যান

৩. অসমাপিকা ক্রিয়া

মান্য চলিত বাংলার মতো এখানেও স্থানীয় হিন্দু-মুসলিম এবং অভিবাসিত বাচক-গোষ্ঠীর কথ্যবাংলায় অসমাপিকা ক্রিয়ার বহুল প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। অঞ্চল ভেদে অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রত্যয়

গুলির পার্থক্য রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে মিশ্র বাকরীতির ফলে অসমাপিকা ক্রিয়া-বিভক্তি গুলি পৃথক বৈচিত্র্যএনেছে। অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রত্যয় গুলি হল -'ই', 'অ্যা', 'আ ', 'তি', 'তে', 'ইয়া', 'এয়া', 'আতি','বার', 'বা' ইত্যাদি।

অসমাপিকা ক্রিয়ার গঠন নিম্নরূপ

ক্রিয়া + বিভক্তি বাক্যে প্রয়োগ

কর্ +ই>কোরি-ক্যামন করি চলি জাশ তায় দ্যাখেছো। (কেমন করে চলে যাও তাই দেখছি)
+ইয়া - এর্কম্ কোরিয়া নাচলি হবেনা। (এরকম করে নাচলে হবেনা)
+এ -কোন্নি কোরে জাবা হোবি। (কাজ করে যেতে হবে)
+বার - কাম করবার নাপারলি পর ন্যায় কেডা। (কাজ করতে না পারলে কে কাজে নেবে)
+তি-দ্যাহা কোরতি কলাম তা দ্যাহা তো কর লানা। (দেখা করতে বললাআম দেখা তো করলে না)
+গা- কাম কোরগা তার হ্যাশে জামু। কাজ করে তার পরে যাবো)
+এয়া-অক দিয়া কাম করেয়া খালি মাথা কাইচাল।(ওকে দিয়ে কাজ করালে মাথা খারাপ করে দেবে)
+আতি- হ্যারে ভালো কোইরা চিকিশ্শা করাতি পারলি পর বাঁচতো। (তাকে ভালো করে চিকিৎসা করাতে পারলে বাঁচতো)
+বা- কোন্নি কোরবা জাছি গ্যা হারা। (আমি/আমরা কাজ করতে যাচ্ছি গো)

ধর+ই- ছোয়ালটাক ধরি আশিছু ভায়া। (ছেলেটাকে সাথে নিয়ে এসেছি)
+ইয়া - মাচ ধরিয়া নিয়া আল ভায়া। (মাছ ধরে নিয়ে এলো ভাই)
-সুডু মিশিং গুলান দুই জোন মানশে ধইরা নিয়া জাওন জায়।(ছোটো মেশিন গুলো দুই জন মানুষে ধরে নিয়ে যাওয়া যায়)
+বা - ধোরবা কোহে চোলে গেলি আর তো আলিনা ভাই।(ধরতে বলে চলে গেল আর তো এলোনা)
+এ - জাইয়ে শয় অক ধরে নিয়ে আহিচু। (গিয়ে ওকে ধরে নিয়ে এসেছি)
+বার - তোরে ধরবার কইয়াও হুনলি না তো। (তোকে ধরতে বলেও শুনলি না তো)
+তি - ধোরতি ধোরতি বকরিটা পালে গ্যালো। (ধরতে ধরতে ছাগল টি পালিয়ে গেল)
-তুই ধোরতি পারবিনা হেয়া আমারে আগে কোবি তো। (তুই ধরতে পারবিনা সে আমাকে আগে বলবি তো)
+গা- মাচ ধোরগা আর প্যাডের বাত অবেনানে। (মাছ ধরে আর পেটের ভাত হবেনা মনে হয়)
+এয়া-মোর হাতোত কাগোচ কোনা ধরেয়া কুঠি জে চোলিগেল বাফু কবায় পামনা।
(আমার হাতে কাগজটি ধরিয়ে দিয়ে কোথায় যে চলে গেল বলতে পারবনা বাপু)
+আতি - আখা ধরাতি ধরাতি ঢেট্টা ব্যালা হয়া গ্যালো শয়। (উনুন জ্বালাতে জ্বালাতে অনেকটা বেলা হয়ে গেল)

কহ্ + ই >কোহি- কোহি দিবা হোত বো। (বলে দিতে হত)
কহ্ >ক/ কো+ ইয়া/য়া-কয়া যাবা পালু হয়। (বলে যেতে পারতে)

+এ>কোহে-হামার ছোরাটাক কোহে দ্যান তো বো মানুশটা। (আমার ছেলেটাকে বলে দিও তো গো)
+বার - কবার তো আর মানা নাই। (বলতে তো আর মানা নেই)
+য়া - কয়া যাবা পারলি কয়া জান। (বলে যেতে পারলে বলেযান)
+তি- কোতি পারলি খালি অয়না, কোইরা দ্যাহাতি অয় বোজলেন। (শুধু বলতে পারলেই হয়না করে দেখাতে হয় বুঝেছো)
+ইতে - হক্কালেরতা কইতে কইতে ব্যালা বারোডায় থামসে। (সকাল থেকে বলতে বলতে বেলা বারোটার সময় থেমেছে)
+বা- তোমরায় তো কোহিবা পাতেন বো। (তুমিই তো বলতে পারতে)

চল্ +ই-কোতি কোতি চোলি গ্যালো কিচ্ছু বুজা পানুনা।(বলতে বলতে চলে গেল কিছুই বোঝা গেলনা)
+ইয়া- তুই অহনি চোইলা জা নাইলে দ্যাহা পাবিনা। (তুই এখনই চলে যা তানা হলে দেখতে পবিনা)
+এ-হামার ছোরাটা চোলে জাবা চাহে ফের গেলিনা।(আমার ছেলেটি চলে যেতে চেয়ে গেলনা)
+বার- ভারি ওশুক আটপার চলবার পারেনা। (ভীষণ অসুখ হাটতে চলতে পারেনা)
+তি - মিশিংটা চোলতি চোলতি বন্দ হয়া গ্যালো। (নেশিনটি চলতে চলতে বন্ধ হয়ে গেল)
+গা- আমারা এহান্তা চোলগা জাইতে কয়। (আমাকে এখান থেকে চলে যেতে বলছে)
+এয়া- ভ্যান চলেয়ায় তো চারটা প্যাট চালাছো।(ভ্যান চালিয়েই চার জনের দিনাতিপাত হচ্ছে)
+আতি- আমি আর ছারকেল চলাতি পারবোনা। (আমি আর সাইকেল চালাতে পারবোনা)

দেখ্ +ই-দেখি থাকলি হোবিনা কামোত হাত দিবা হোবি।(দেখে থাকলে হবেনা কাজে হাত দিতে হবে)
+ইয়া - বেটির বাত জায়া অমাক দেখিয়া আন বো। (মেয়ের বাড়িতে গিয়ে ওদের দেখে এলাম)
- পাকোয়া জাইয়া ঠাহুর দেহিয়া আইলাম। (পাকুয়া গিয়ে ঠাকুর দেখে এলাম)
+বার- হিনামা দ্যাকবার নাইগা আডে জাই। (সিনেমা দেখার জন্য হাটে যাই)
+তি- মেয়ার নাইগা জামাই দেকতি গেসিলাম। (মেয়ের জন্য ছেলে দেখতে গিয়েছিলাম)
+এয়া- ওলা টাকার গরম হামাক দ্যাখেয়া কুনঅ নাপ নাই। (ওসব টাকার গরম আমাদের দেখিয়ে লাভ নেই)
+আতি- দ্যাহাতি কলাম দ্যাহালিনাতো। (দেখাতে বললাম দেখালেনাতো)
- দ্যাখাতি দ্যাখাতি দোকানিটা ঢাল্ল কাপোড় দ্যাখালি তাহো মাগীটা নিলিনা বো। (দেখাতে দেখাতে দোকানদারটি অনেক গুলি কাপড় দেখালো তবুও স্ত্রীলোকটি নিল না)

অসমাপিকা ক্রিয়া গঠনে 'তি'এবং 'বা'- বিভক্তিগুলি স্থানীয় কথ্যবাংলায় লক্ষ করা যায়। অভিবাসিত বাচক-গোষ্ঠীর মধ্যে শুধু মাত্র যশোর, পাবনা এবং দক্ষিণ ফরিদপুর অঞ্চল থেকে আসা জনসমষ্টির কথ্যেও অসমাপিকা গঠনে 'তি'-বিভক্তির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন -জাতি, খাতি, কোরতি, বোশতি, হাটতি, দেকতি, চাতি , কোতি, মারতি, আবার'বার'-বিভক্তি যোগে অসমাপিকা গঠিত হয় ময়মনসিংহ, টাংগাইল এবং উত্তর ফরিদপুর থেকে অভিবাসিত হয়ে যাঁরা এঅঞ্চলে বসবাস করছেন তাদের কথ্য ভাষায়। যেমন - করবার, দ্যাকবার, হোনবার, কোইবার,(বার>পার)- থাকপার, কাটপার,বশপার। অভিবাসিত বাচক-গোষ্ঠীর মধ্যে যাঁরা বরিশাল থেকে আগত তাঁদের আঞ্চলিক ভাষায় অসমাপিকা ক্রিয়া গঠনে 'গা' বিভক্তিটির প্রয়োগ দেখা যায়।

৪. যৌগিক ক্রিয়া

যৌগিক ক্রিয়ার বহুল প্রয়োগ এ অঞ্চলের উভয় বাচক গোষ্ঠীর কথ্যবাংলায় লক্ষ করা যায় । এই যৌগিক ক্রিয়াটি দুই,তিন,চার পদি ক্রিয়া বাক্যাংশ নিয়ে গঠিত।

দুই পদী ক্রিয়া-বাক্যাংশ

ক) অ্যাক ধামা মুড়ি খায়া নেল। (এক ধামা মুড়ি খেয়ে নিল)
খ) এই ভুইটা ক দিনে গাড়বা পাবু।(ওএ জমিটা কত দিনে রোপন করতে পারবে)
গ) ব্যাবাকলায় নিবা চাহেচে। (সমস্তই নিতে চাচ্ছে)
ঘ) শাকেল চালে আহিচি। (সাইকেল চালিয়ে এসেছি)
ঙ) চ গে হাটি জামঅ। (চলো হেটেই যাবো)
চ) বাচ থেকে ন্যাবে দেখি কি আদার। (বাস থেকে নেমে দেখি কি অন্ধকার)
ছ) ক্যাবোলই বাত খাইয়া আইলাম। (কেবলই ভাত খেয়ে এলাম)
জ) পাইপের জল খুইলা গ্যাসে। (পাইপের জল খুলে গেছে)
ঝ) আডেততা কিনা আনশি। (হঅট থেকে কিনে এনেছি)
ঞ) আমাগে অহন আইতে জাইতে বিফৎ। (আমাদের এখন আসতে যেতে বিপদ)
ট) আমি অহনই খাইয়া জামু। (আমি এখনই খেয়ে যাবো)
ঠ) হেলে কোইতে ওইবো। (তাকে বলতে হবে)
ড) অহন মাডে চোইলা জামু। (এখন মাঠে চলে যাবো)

তিন পদী ক্রিয়া-বাক্যাংশ

ক) কামের কথা শুনি বশি পড়িল। (কাজের কথা শুনে বসে পড়লো)
খ) টপকোরি খায়া আয়। (শীঘ্র খেয়ে আয়)
গ) ওই ফের হাটি চলি গ্যালো।(ও আবার হেটে চলে গেল)
ঘ) তোলাটা ধুয়ে নিয়ে আয়। (হাড়িটা ধুয়ে নিয়ে আয়)
ঙ) বকড়িটাক বান্দ্যে দিয়া আয়। (ছাগলটাকে বেঁধে দিয়ে আয়)
চ) ওই জাগা হাইডা জাওনের ইস্সা আসে। (ও স্থানে চলে যাবার ইচ্ছা রয়েছে)
ছ) মশল্লা দিয়া চিড়া ভাইজা নাম দিসো খাস্তা।(মশলা দিয়ে চিড়া ভেজে নাম দিয়েছো খাস্তা)
জ) বাত খাইয়া গুন করার না পারলে হেয়াতে কি ? (ভাত খেয়ে গুন করতে না পারলে খেয়ে কিলাভ)
ঝ) তাইলে খালি ডেনে হ্যালাই দিলেই হোইতো। (তাহলে শুধু ড্রোনে ফেলে দিলেই হত)
ঞ)ওই মেয়া আবারো আশকা গুদুর মুদুর করবার নাকসে।(মেয়েটি এসে আবার গুদুর মুদুর করছে)
ট) বাড়ি জাইয়া তরতরি চঙ্গোডা নিয়া আবি। (বাড়িতে গিয়ে তাড়াতাড়ি মইটি নিয়ে এসো)
ঠ) তোমারে জাতি কোইয়াও তুমি কিন্তু হোনলানা। (তোমাকে যেতে বলেও তুমি কিন্তু শুনলেনা)
ড) কয়ডা ঘাস কাইডা নোইয়া আশপি। (কিছু ঘাস কেটে নিয়ে এসো)

চার পদী ক্রিয়া বাক্যাংশ

ক) হামাক নিয়া চালে জাবা পাবু। (আমাদেরকে নিয়ে চালিয়ে যেতে পারবি)
খ) মাচটাক ধোরে মারে ফ্যালে দিনু। (মাছটাকে ধরে মেরে ফেলে দিলাম)
গ) দৌড়ে চলে আশবা চাহিচিন। (দৌড়ে চলে আসতে চেয়েছিলাম)
ঘ) মোর টাকাকোনা কন্‌নি করি শোত করি দিবা চাহিচিল। (আমারট টাকাটা কাজ করে শোধ করে দিতে চেয়েছিলো)
ঙ) অ্যাঙকা খাতে বোশলে আর জাতে পাবুনা। (এখন খেতে বসলে আর যেতে পারবিনা)
চ) অ্যম্‌বালে ধরবে আর টানগা নিয়া জাবে। (এরকম করে ধরবে আর টেনে নিয়ে যাবে)
ছ) পারগা নিয়া আইতে কোইসিলাম। (পেরে নিয়ে আসতে বলেছিলাম)
জ) মাটি কাটগা জাইয়া নাইয়া হাডে জামু। (মাটি কেটে গিয়ে নেয়ে হাটে যাবো)
ঝ) ক্ষ্যাতে জল দিয়া চোইলা আশপার চাইসিলাম। (জমিতে জল দিয়ে চলে আসতে চেয়েছিলাম)
ঞ) হাটগা জাইয়া কোইয়া চোলগা আশপি। (হেটে গিয়ে বলে চলে আসবি)
ট) হক্তির কাম করতে ওইলে বালো বালো খাইবার নাকবো। (শক্তির কাজ করতে হলে ভালো ভালো খেতে হবে)
ঠ) আপনার আওনের কতা হুইনা চোইলা আইলাম। (আপনার আসার কথা শুনে চলে এলাম)
ড) হোশকা উডাইয়া ক্ষ্যাতে জল দিয়া টাকটারে চাশ কোইরাই দান লাগানু নাগে। (সর্ষে উঠিয়ে জমিতে জল দিয়ে ট্রাক্টরে চাষ করেই ধান লাগানো হয়)

৫.সংযোগ মূলক ক্রিয়া

বিশেষ্য /বিশেষণ পদের সংগে ক্রিয়া পদের সংযোগে যে সংযোগ মূলক ক্রিয়াপদের সৃষ্টি তা এখানের আঞ্চলিক ভাষায় লক্ষ করা যায়। বাক্যে প্রযুক্ত সংযোগ মূলক ক্রিয়া পদগুলি হল -

স্হানীয় কথ্যবাংলায় সংযোগ মূলক ক্রিয়া পদ গুলি হল -

ক) অয় বুজিন গাও ধুবা গিচ্যা। (ও সম্ভবত স্নান করতে গিয়েছে)
খ) কান্দুরু গাল পাড়ছে। (কান্দুরু গ;আলি দিচ্ছে)
গ) এধান গালা করছেন ক্যানে। (এরকম চ্যাঁচামেচি কোরছো কেন)
ঘ) হাই ভাই অ্যাকখারে ব্যাজাই প্যাচাল পাড়ছে শয়।(আরে ভাই ভীষণ বকছে)
ঙ) কুন কথা কোহিচি ত্যা। (কিরকম কথা বলছ তো)
চ) টপকোরি চোলি আশিবু। (শীঘ্রই চলে এসো)
ছ) তোমরা অ্যানা মানুশ হও। (তোমরা একটু মানুষ(ভালো) হওয়ার চেষ্টা করো)
জ) তোমা পাড়ার শুটকি মাগীটা হাইরে ঝগড়া কোরবা পারে। (তোমাদের পাড়ার খিটখিটে স্ত্রীলোকটি ভীষণ ঝগড়া করতে পারে)
ঝ) হামার চ্যাঙড়া গুলা কেউ হিলবা পারেনা। (আমার ছেলেরা কেউ সাঁতার কাটতে পারেনা)
ঞ) কাচুয়াটা ব্যাজাই নিন পাড়ছে গ্যা। (শিশুটি ভীষণ ঘুমোচ্ছে)
ট) তোমরা ব্যাজাই বাড়ি গিছ্যান বো ! (তোমার খুব বাড় বেড়েছে !)
ঠ) শনিবার মঙ্গোলবার কিশের ওটা টুয়া-ভুলকি মারবি। (শনিবার মঙ্গল বার কেন উঁকি মারবে)

অভিবাসিত কথ্যে সংযোগ মূলক ক্রিয়া পদ গুলি হল-

ক) অ্যাহারে কতা কোইবানা। (একদম কথা বলবেনা)
খ) গাঙগের তা চান কোইরা আহো। (নদী থেকে স্নান করে আসো)
গ) আমার ছোডো পোলায় হাতার কাটপার পারেনা।(আমার ছোটো ছোলে সাতার কাটতে পারেনা)
ঘ) ভারি গপ্প মারতাছো। (বেশ গল্প মারছো)
ঙ)অঙ্ক করার পারলে কি আর তোমারে জিগাই।(অঙ্ক করতে পারলে কিআর তোমাকে জিজ্ঞেস করি)
চ) ভারি ব্যাতা পাইসি রে ভাই। (বেশ ব্যথা পেয়েছি রে ভাই)
ছ) হাতার কাটপার না পারলে পর ভারি বিপৎ। (সাঁতার কাটতে না পারলে বিপদ)
জ) অলুচুনা কোইরা ঠিক করোন নাকবো। (আলোচনা করে ঠিক করতে হবে)
ঝ) পহিরের জল খেইচা হুগাই দিমু। (পুকুরের জল সেঁচে শুকিয়ে দেবো)
ঞ) ব্যায়াকটি ওজোন কোইরা আটে নিয়া জামু। (সমস্তটাই ওজন করে হাটে নিয়ে যাবো)
ট) আপনেরে আর কষ্ট কোইরা কাম নাই। (আপনাকে আর কষ্ট করার প্রয়োজন নেই)
ঠ) তোরে বালো ওইতে ওইবো। (তোকে ভালো হতে হবে)

৬. অস্ত্যর্থক ক্রিয়া

এঅঞ্চলের উভয় শ্রেণির কথ্যভাষায় যা, হ, আছ্, থাক্ প্রভৃতি ধাতু থেকে অস্ত্যর্থক ক্রিয়ার রূপ সৃষ্টি হয়েছে। এই সব মুক্ত ও বদ্ধ রূপিমের সঙ্গে -ও , -ই, -ইম্, -উম , -বি, -বু -ম্, -মঅ, -ত, -নু, -লু, -লো প্রভৃতি বদ্ধ রূপিম বা ক্রিয়া বিভক্তির সংযুক্তির ফলে অস্ত্যর্থক ক্রিয়ার রূপ গঠিত হয় । এ অঞ্চলের উভয় বাচক-গোষ্ঠীর আঞ্চলিক ভাষায় অস্ত্যর্থক ক্রিয়ার রূপ হল-

মুক্ত রূপিম / বদ্ধরূপিম	+	**বদ্ধরূপিম**	=	**অস্ত্যর্থক ক্রিয়া**
আছ্		+ও	=	আছো
		+ই	=	আছি
		+ইশ্	=	আছিশ্ (অভি)
		+ইন	=	আছিন (স্থা)
		+ইনু	=	আছিনু (স্থা)
		+ইলু	=	আছিলু (স্থা)
		+ইলো	=	আছিলো
		+লো	=	আছলো
		+ইলা	=	আছিলা (অভি)
		+ইলাম	=	আছিলাম(অভি)
		+এন	=	আছেন
থাক্		+ইম্	=	থাকিম্ (স্থা)
		+ইমঅ	=	থাকিমঅ (স্থা)
		+বি	=	থাকবি

মুক্ত রূপিম / বদ্ধরূপিম	+	বদ্ধরূপিম	=	অন্ত্যর্থক ক্রিয়া
		+বো / পো/	=	থাকবো / থাকপো / (অভি)
		+বু	=	থাকবু (স্থা)
		+লি	=	থাকলি
		+ইলি	=	থাকিলি (স্থা)
		+ইলু	=	থাকিলু (স্থা)
		+লু	=	থাকলু (স্থা)
		+নু	=	থাকনু (স্থা)
		+ইনু	=	থাকিনু (স্থা)
		+ইন	=	থাকিনঅ (স্থা)
		+ত	=	থাকত
		+লাম	=	থাকলাম (অভি)
		+এন	=	থাকেন
		+ইশ্	=	থাকিশ্
		+বা	=	থাকবা / থাকপা (অভি)
যা >জা		+ম্	=	জাম্
		+মঅ	=	জামঅ (স্থা)
		+বি	=	জাবি
		+বু	=	জাবু (স্থা)
		+ইঅ	=	জাইঅ (স্থা)
		+তঅ	=	জাতঅ (স্থা)
		+লে-হয়	=	জালে হয় (স্থা)
		+ইবো	=	জাইবো (অভি)
		+বো	=	জাবো (অভি)
		+বা	=	জাবা
		+মু	=	জামু
		+শ্	=	জাশ্
		+ছি	=	জাছি

মুক্ত রূপিম / বদ্ধরূপিম	+	বদ্ধরূপিম	=	অন্ত্যর্থক ক্রিয়া
যা > গে		+নু	=	গেনু (স্থা)
		+নঅ	=	গেনঅ (স্থা)
		+তঅ	=	গেতঅ (স্থা)
		+ছু	=	গেছু (স্থা)
		+ছি	=	গেছি
		+ছিনঅ	=	গেছিনঅ (স্থা)

+ছিনু	=	গেছিনু (স্থা)
+ল্	=	গেল্ (স্থা)
+লু	=	গেলু (স্থা)
+লো	=	গেলো (অভি)
+ছি	=	গেছি (অভি)
+লাম	=	গেলাম /গ্যালাম (অভি)
+ছে	=	গ্যাছে / গ্যাছেগা (অভি)

এছাড়া ধাতুর সঙ্গে বা মুক্ত রূপিম ওবদ্ধ রূপিমের সঙ্গে বো+নি যুক্ত হয়েও অস্ত্যর্থক ক্রিয়ার রূপ
গঠিত হতে পারে। তবে তা শুধুমাত্র অভিবাসিত অঞ্চলিক ভাষাতেই লক্ষ করা যায়। যেমন-

যা >জা	+বো+নি	=	জাবোনি
খা	+বো+নি	=	খাবোনি
কর্ > কোর	+বো+নি	=	কোরবোনি
ধর্ > ধোর	+বো+নি	=	ধোরবোনি
দেখ্	+বো+নি	=	দেখবোনি
শুন্	+বো+নি	=	শুনবোন

৭.নঞর্থক ক্রিয়া

এ অঞ্চলের উভয় বাচক-গোষ্ঠীর আঞ্চলিক ভাষায় নঞর্থক ক্রিয়া সাধারণত অস্ত্যর্থক ক্রিয়ার পর না, নাই, নি, ন - ইত্যাদি মুক্ত/বদ্ধ রূপিম যুক্ত করে গঠিত হয়। স্থানীয় কথ্যে অনেক সময় অস্ত্যর্থক ক্রিয়ার পূর্বে 'নহে' বা 'নোহয়' ইত্যাদি বসিয়ে নঞর্থক ভাব প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

আবার অস্ত্যর্থক ক্রিয়া ছাড়া শুধুমাত্র নঞর্থক 'ন'-এর রূপ বসিয়েও নঞর্থক ভাব প্রকাশ করা যায়। যেমন-

৭.১. অস্ত্যর্থক ক্রিয়ার পর না, নাই, নি, ন - ইত্যাদি মুক্ত/বদ্ধ রূপিম যুক্ত করে গঠিত নঞর্থক ক্রিয়া-

অস্তিবাচক ক্রিয়া	**বদ্ধরূপিম + বদ্ধরূপিম**	**= নঞর্থক ক্রিয়া**
আছিন (স্থা)	ন + আ	= আছিন না
ছিনু (স্থা)	ন + আ	=ছিনু না
আছিলু (স্থা)	ন + আ	=আছিলু না
আছিলো	ন + আ	=আছিলো না
আছলো	ন + আ	=আছলো না
আছল (অভি)	ন + আ	=আছল না
ছিলা (অভি)	ন + আ	=ছিল না
আছিলাম (অভি)	ন + আ	=আছিলাম না
থাকিম্ (স্থা)	ন + আ	=থাকিম না
থাকিমঅ (স্থা)	ন + আ	=থাকিমঅ না

অস্তিবাচক ক্রিয়া	বদ্ধরূপিম	+ বদ্ধরূপিম	= নঞর্থক ক্রিয়া
থাকবি	ন	+ আ	=থাকবি না
থাকবো / থাকপো / (অভি)	ন	+ আ	=থাকবো না
থাকবু (স্থা)	ন	+ আ	=থাকবো না
থাকলি	ন	+ আ	=থাকলি না
থাকিলি (স্থা)	ন	+ আ	=থাকিলি না
থাকিলু (স্থা)	ন	+ আ	=থাকিলু না
থাকলু (স্থা)	ন	+ আ	=থাকলু না
থাকনু (স্থা)	ন	+ আ	=থাকনু না
থাকিনু (স্থা)	ন	+ আ	=থাকিন না
থাকিনঅ (স্থা)	ন	+ আ	=থাকিনঅ না
থাকত	ন	+ আ	=থাকত না
থাকলাম (অভি)	ন	+ আ	=থাকলাম না
থাকেন	ন	+ আ	=থাকেন না
থাকিশ্	ন	+ আ	=থাকিশ না
থাকবা / থাকপা (অভি)	ন	+ আ	=থাকবা না
জাম্	ন	+ আ	=জাম্ না
জামঅ (স্থা)	ন	+ আ	=জামঅ না
জাবি	ন	+ আ	=জাবি না
জাবুং (স্থা)	ন	+ আ	=জাবু না
জাইঅ (স্থা)	ন	+ আ	=জাইঅ না
জাইও (অভি)	ন	+ আ	=জাইও না
জাতঅ (স্থা)	ন	+ আ	=জাতঅ না
জালে (স্থা)	ন	+ আ	=জালে না
জাইবো (অভি)	ন	+ আ	=জাইবো না
জাইতো (অভি)	ন	+ আ	=জাইতো না
জাবো (অভি)	ন	+ আ	=জাবো না
জাবা	ন	+ আ	=জাবা না
জামু	ন	+ আ	=জামু না
জাশ্(অভি)	ন	+ আ	=জাশ না
গেনু (স্থা)	ন	+ আ	=গেনু না

অস্তিবাচক ক্রিয়া	বদ্ধরূপিম	+ বদ্ধরূপিম	= নঞর্থক ক্রিয়া
গেনঅ (স্থা)	ন	+ আ	=গেনঅ না
গেতঅ (স্থা)	ন	+ আ	=গেতঅ না
গেল্ (স্থা)	ন	+ আ	=গেল্ না
গেলু (স্থা)	ন	+ আ	=গেলু না
গেলো (অভি)	ন	+ আ	=গেলো না

বাক্যে প্রয়োগ-

ক) হামরা আছিনঅ না। (আমরা ছিলামনা)
খ) মুই থাকিম না। (আমি থাকবোনা)
গ) তোমরা জাইঅ না। (তোমরা জাইঅ না)
ঘ) মুই থাকুমনা। (আমি থাকবোনা)
ঙ) অরা ক্যাহো জাবি না। (ওরা কেউ যাবে না)
চ) অয় থাকবিনা। (সে থাকবে না)
ছ) হামরা জামঅ না বো। (আমরা যাবো না গো)
জ)অ্যাঙকা খাওয়া জাবি না। (এখন খাওয়া যাবেনা)
ঝ) তুই ক্যানে গেলু না রে ? (তুমি কেন গেলে না)
ঞ) আমি জামু না। (আমি যাবো না)
ট) তুই আছল না। (তুই ছিলি না)
ঠ) হেরা খ্যালবে না। (তারা খেলবে না)
ড) অহন কাম করবো না। (এখন কাজ করবে না)
ঢ) এহিনে থাহুম না। (এখানে থাকবো না)
ণ) অহন খামু না। (এখন খাবো না)
ত) তুমি খাইবা না। (তুমি খাবে না)

৭.২. অনেক ক্ষেত্রে অস্তিবাচক ক্রিয়া ছাড়াই শুধু মাত্র না বসিয়ে নঞর্থক ভাব প্রকাশ করা যায়। বাক্যে প্রয়োগ দেখানো হল -
ক) অয় বুঝিন বাড়িত নাই। (ও সম্ভবত বাড়িতে নেই)
খ) পোখরৎ জল নাই। (পুকুরে জল নেই)
গ) প্যাটোৎ অ্যাকটা দানা পানি নাই। (পেটে একটুও দানা নেই)
ঘ) মোর দুকখ্যার শ্যাশ নাই ব্যাটা। (আমার দুঃখের অন্ত নেই বাবা)
ঙ) হাড়িৎ ভাত নাই। (হাড়িতে ভাত নেই)
চ) হে বুঝি বৎতে নাই। (সে বুঝি বাড়িতে নেই)
ছ) আইশা দেহি নাই কা। (এসে দেখি নেই)
ঝ) আমাগো ছারকেল নাইন কা। (আমাদের সাইকেল নেই)
ঞ) ক্ষ্যাতে দান নাই। (জমিতে ধান নেই)
ট) পোহিরে জল নাই। (পুকুরে জল নেই)

৮. প্রযোজক ক্রিয়া

চলিত বাংলার মত এই অঞ্চলের উভয় বাচক-গোষ্ঠীর আঞ্চলিক ভাষাতেও প্রযোজক ক্রিয়ার প্রয়োগ রয়েছে। স্থানীয় কথ্যভাষার ক্ষেত্রে মূল ধাতুর সঙ্গে আ, লা, এবং অভিবাসিত কথ্যবাংলায় আ, ওয়া বদ্ধ রূপিম যোগ করে এবং তার সঙ্গে ক্রিয়া বিভক্তি যুক্ত করে বিভিন্ন কালবাচক পূর্ণ প্রযোজক ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। প্রযোজক ক্রিয়ার গঠন দেখানো হল -

ধাতু +	বন্ধরূপিম	+ ক্রিয়াবিভক্তি	= প্রযোজক ক্রিয়া
দেখ্ >দ্যাখ্	-আ	-ছে	=দ্যাখাছে
	-আ	-ছিনু	=দ্যাখাছিনু
	-আ	-ছিন	=দ্যাখাছিন
	-আ	-ছিল	=দ্যাখাছিল
	-আ	-চ্ছে	=দ্যাখাচ্ছে
দেখ্ >দ্যাখ	-আ	+ইছিল	=দ্যাখাইছিল
	-আ	+ইতাছে	=দ্যাখাইতাছে
	-আ	+ইছিলাম	=দ্যাখাইছিলাম
	-আ	+ইছি	=দ্যাখাইছি
	-আ	+ইতেছিলাম	=দ্যাখাইতেছিলাম
	-আ	+ইতেছেন	=দ্যাখাইতেছেন
দেখ্ >দ্যাহ্	-আ	+ইতেছেন	=দ্যাহাইতেছেন
	-আ	+ইতেছিলেন	=দ্যাহাইতেছিলেন
খা > খি	-লা	+ছে	=খিলাছে
	-লা	+ছিন	=খিলাছিন
	-লা	+ছিনু	=খিলাছিনু
	-লা	+ছো	=খিলাছো
	-লা	+ছিল	=খিলাছিল
	-লা	+ছে	=খিলাছে
	-আ	+ইছু	=খিলাইছু
	-আ	+ইছ্যা	=খিলাইছ্যা
	-আ	+ইছিনু	=খিলাইছিনু
খা > খো	-ওয়া	+ছু	=খোয়াছু
	-ওয়া	+ছো	=খোয়াছো
	-ওয়া	+ছে	=খোয়াছে
খা	-ওয়া	+ইতাছে	=খাওআইতাছে
	-ওয়া	+ইলাম	=খাওয়াইলাম
	-ওয়া	+ইছি	=খাওয়াইছি
	-ওয়া	+ইবার-নাকসি	=খাওয়াইবার নাকসি
	-ওয়া	+ইতাছি	=খাওয়াইতাছি
কর্	-আ	+ছে	=করাছে
	-আ	+ছো	=করাছো

ধাতু +	বদ্ধরূপিম	+ ক্রিয়াবিভক্তি	= প্রযোজক ক্রিয়া
	-আ	+বা-হবে	=করাবা হবে
	-আ	+ইছু	=করাইছু
	-আ	+নু	=করানু
	-আ	+ম্	=করাম্
কর্	-আ	+ইতে -লাগবে	=করাইতে লাগবে
	-আ	+ইতেছি	=করাইতেছি
	-আ	+ইলাম্	=করাইলাম
	-আ	+বু	=করাবু
শুন্ >	-আ	+ছো	=শুনাছো
	-আ	+ইছি	=শুনাইছি

বাক্যে প্রয়োগ-

ক) মড়ল খারে থাকে শব দ্যাখাছে ।(মণ্ডল মহাশয় দাঁড়িয়ে থেকে সব দ্যাখাচ্ছে)
খ) ভায়াটাক অর মাও দুত খিলাচে । (শিশুটিকে ওর মা দুধ খাওয়াচ্ছে)
গ) অ্যাক দিয়ে কিংকরে করাবু রে ? (একে দিয়ে কেমন করে করাবে ?)
ঘ) চ্যাংড়া গিলাক মুই শুনাইছু । (ছেলেগুলিকে আমি শুনিয়েছি)
ঙ) আটার মানুশ দিয়াই করাম । (কাছের মানুষ দিয়েই করাবো)
চ) পঞ্চানন মাহাতোক দিয়ে অ্যাশ্টারী করাছু । (পঞ্চানণ মাহাতোকে দিয়ে রেষ্ট্রী করিয়েছি)
ছ) মোর বাপ হামাক ভগোবতী দ্যাখাছিল । (আমার বাবা আমাকে দুর্গা ঠাকুর দেখিয়ে ছিল)
জ) কেন পোখরের মাষ্টারোক দ্যাখাছিনু । (কেন পুকুরের মাষ্টারকে দেখিয়ে ছিলাম)
ঝ) উনি হগলডিই দ্যাখাইতাছেন । (উনি সমস্তই দেখাচ্ছেন)
ঞ) হে আমারে কতডি আট দ্যাহাইলো তেমু ট্যাহা দিলোনা। (সে আমাকে অনেক হাট ঘুরিয়েও টাকা দিল না)
ট) হের মায় হেরে খাওয়াইবার নোইছে । (ওর মা ওকে খাওয়াচ্ছে)
ঠ) অহন কোইলাম নিজে তো আর পারিনা কামলা দিয়া কাম করাইবার নোইছি। (এখন নিজে তো আর পারিনা মজুর দিয়ে কাজ করাচ্ছি)
ড) আমি মোদি পোহিরের ডাক্তাররে দ্যাহাইলাম। (আমি মুদিপুকুরের ডাক্তারকে দেখালাম)
ঢ) কাইলকাই আমি জাইলা দিয়া পোহিরের মাচ মারামু। (কালকেই আমি জেলে দিয়ে পুকুরের মাছ ধরাবো)
ণ) অ্যাকখান বালো মেশ্তরি দিয়া আমারে কাম করাইতে লাগবে। (একজন ভালো মিস্ত্রি দিয়ে আমাকে কাজ করাতে হবে)
ত) আলো বুনডি হক্কলেরে খাওয়াইলাম তার হ্যাশে খাইলাম। (আরে সবাইকে খাওয়ালাম তার পর আমি খেলাম)
থ) পোলাগো ঠাহুর দ্যাহাইতে নিয়া আইসি । (ছেলেদের ঠাকুর দ্যাখাতে নিয়ে এসেছি)
দ) মেয়াডা গরুরে গাশ খাওয়াইতাছে । (মেয়েটি গোরুকে ঘাস খাওয়াচ্ছে)

৯. নাম ধাতু

এই অঞ্চলের উভয় বাচক গোষ্ঠীর কথ্যবাংলা ভাষায় নাম ধাতুর যথেষ্ট প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। নাম পদের সঙ্গে বদ্ধ রূপিম ও ক্রিয়া বিভক্তি যোগে গঠিত নাম ধাতু গুলি হল।

নাম পদ + বদ্ধ রূপিম + ক্রিয়া বিভক্তি = নামধাতু

নিন>নিন্দ্	+	আ	+	ইছে	=	নিন্দাইছে
ঢ্যাল	+	আ	+	ছে	=	ঢ্যালাছে
কিল	+	আ	+	ছে	=	কিলাছে
চমক্	+	আ	+	ছে	=	চমকাছে
কাতর	+	আ	+	ছে	=	কাত্‌রাছে
অঙ	+	আ	+	ছে	=	অঙাছে
কামড়	+	আ	+	ছে	=	কামড়াছে
ধমক্	+	আ	+	ছে	=	ধমকাছে
ধমক	+	আই	+	তাছে	=	ধমকাইতাছে
বাহির>বাইঢ়	+	আ	+	ছে	=	বাইঢ়াছে
হাশ্	+	আ	+	ছে	=	হাশাছে
পাছ	+	আ	+	ছে	=	পাছাছে
পাছ>পাইছা	+	ই	+	তাছে	=	পাইছাইতাছে
গোন্ধ	+	আ	+	ছে	=	গোন্ধাছে
আলকুটা	+	আ	+	ছে	=	আলকুটাছে
গাল	+	আ	+	ছে	=	গালাছে
গাল>গাইল	+	আই	+	তাছে	=	গাইলাইতাছে
চিমঠা	+	আ	+	ছে	=	চিমঠাছে
চিমঠা	+	ই	+	তাছে	=	চিমঠাইতাছে
শুন	+	আ	+	ছে	=	শুনাছে
হুনা	+	ই	+	তাছে	=	হুনাইতাছে
ঘুম	+	আই	+	তাছে	=	ঘুমাইতাছে
ঘাম	+	তা	+	ছে	=	ঘামতাছে
হস্ত	+	আ	+	ছো	=	হাস্তাছো
জিজ্ঞাসা>জিগা	+	আই	+	তাছে	=	জিগাইতাছে
ছুট	+	তা	+	ছে	=	ছুটতাছে
জানা	+	ই	+	লাম	=	জানাইলাম
পড়>পঢ়	+	আ	+	ছে	=	পঢ়াছে
পড়া	+	ই	+	তাছে	=	পড়াইতাছে
ফল	+	আ	+	ছে	=	ফলাছে
ফল	+	আই	+	তাছে	=	ফলাইতাছে
বাঁদর>বান্দর	+	আ	+	মি	=	বান্দরামি

নাম পদ + বদ্ধ রূপিম + ক্রিয়া বিভক্তি = নামধাতু

ভাশা	+	আই	+	ছে	=	ভাশাইছে
জুতা	+	আই	+	লো	=	জুতাইলো
রাগ	+	আই	+	ছে	=	রাগাইছে
শোধ>শোদ	+	আই	+	ছে	=	শোদাইছে
শাজ	+	আই	+	ছে	=	শাজাইছে
হার	+	আই	+	ছে	=	হারাইছে
জুতা >জোতা			+	বা	=	জোতাবা+হোবি/হোত

বাক্যে প্রয়োগ

ক) কান্দুরু নিন্দাইছে। (কান্দুরু ঘুমিয়েছে)
খ) অয় ব্যাজাই আলকুটাছে। (ও ভীষণ চালাকির ভান করছে)
গ) হাবোল আর কালঠু ঢ্যালাইছ্যা। (হাবল আর কালু ঢিলিয়েছে)
ঘ) ছট ভায়াটা জাখে তাখে কামড়াছে। (ছোটো ছেলেটি যাকে তাকে কামড় দিচ্ছে)
ঙ) ঘট-গছা গুলাক অহে অঙাছে। (ঘট গুলিকে ওইই রাঙিয়েছে)
চ) অয় শোজায় ব্যাজায় হাশাছে ভাই। (ও একেবারে ভীষণ হাসিয়েছে)
ছ) মানুশক ক্যানে শুনাছিতে ভালা ? (অপরকে কেন শুনাচ্ছ ?)
জ) ওধান বেহুদ্দা মানুশক জোতাবা হোত। (ওরকম বেয়াদপ মানুষকে জুতাতে হত)
ঝ) অরে পাগলা কুত্তায় কামড়াইসে। (ওকে পাগলা কুকুরে কামড়েছে)
ঞ) পোলায় গরের মোইদ্দে ঘুমাইতাসে। (ছেলেটি ঘরে ঘুমোচ্ছে)
ট) আমি হ্যারে জিগাইতে ছিলাম। (আমি তাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম)
ঠ) তোমারে জানানোর কতা জানাইলাম। (তোমাকে জানানোর প্রয়োজন জানালাম)
ড) পোলাপানরে পড়াইলাম। (ছেলে-পেলেদের পড়ালাম)
ঢ) গুড়া-গাড়ায় ভারি বান্দোরামি হরতাছে। (ছেলে-পেলে ভীষণ বাঁদরামো করছে)
ণ) ওই রহম নিন্দুক মাইনশের মুহে জুতানু দরকার। (ওরকম নিন্দুক মানুষের মুখে জুতানো দরকার)
ত) আমারে হুদাহুদি গাইলায় ক্যান ? (আমাকে শুধু শুধু গালি দিচ্ছে কেন)
থ) আমাগো দুই গোলে হারাই সিলো। (আমাদের দুই গোলে হারিয়েছিল)
দ) আমিই তো হ্যারে জানাইলাম। (আমমিই তাকে জানালাম)
ধ) শেবারকা ব্যাদাম ধান ফলাইছিন বো। (সেবার প্রচুর ধান ফলিয়েছিলাম)
ন) হোনেন আমারে ধমকাইয়া কাম ওইবোনা। (শোনেন আমাকে ধমকিয়ে লাভ হবেনা)
প) হক্কালে বাড়িরতা বাইরাইসি। (সকালে বাড়ি থেকে বেরহয়েছি)
ফ) আমার মেয়ার দুক্কের কতা কারে হুনামু। (আমার মেয়ের দুঃখের কথা কাকে শোনাবো)
ব) মেয়ার বিয়ার দেনা অহনও হোদাইতে পারিনাই। (মেয়ের বিয়ের দেনা এখনও শোধ করতে পারিনি)

১০. কারক

চলিত বাংলার মতো এই অঞ্চলের স্থানীয় ও অভিবাসিত উভয় বাচক গোষ্ঠির উপভাষায় কতৃ, কর্ম, করণ, অপাদান, অধিকরণ, নিমিত্ত কারক ও সম্বন্ধ পদের ব্যবহার রয়েছে ।বিভিন্ন কারকের বিভক্তি ও অনুসর্গের চিহ্ন সারণীর সাহায্যে দেখান হল ।

কারক	**বাচক গোষ্ঠী**	**এক বচন**	**বহু বচন**
কতৃকারক	স্থানীয়	'0', 'ক', 'টা', 'রা'	'য়', 'খে', 'গুলা', 'গিলা', 'রা'
,,	অভিবাসিত	'0', 'য়', 'ক', ' ডা','য়ে', 'গায়',	'রা'
কর্মকারক	স্থানীয়	'0''ক', 'টা', 'রা'	'রা','0', 'ক'
,,	অভিবাসিত	'0', 'রে', 'ক', 'এ'	'গো'
করণকারক	স্থানীয়	'এ', 'দিয়া', 'য়', 'এই', 'ত'	'এ', 'দিয়া', 'য়', 'এই'
,,	অভিবাসিত	'এ', 'দিয়া', 'ইয়া', 'এ','তে', 'রে'	'দিয়া'
অপাদান কারক	স্থানীয়	'থাকি', 'ঠেনা', 'থাক্যে'	'থাকি', 'ঠেনা', 'থাক্যে'
,,	অভিবাসিত	'থিকা' ,'থাইকা,' ' গোনে,' ' ত্তা,' 'থোনে'	'থিকা' ,'থাইকা,' ' গোনে,' ' ত্তা,' 'থোনে'
অধিকরণ কারক	স্থানীয়	'0', 'ত', 'ৎ', 'ঠি'	'0', 'ত', 'ৎ', 'ঠি'
,,	অভিবাসিত	'0', 'ত', 'তে', 'য়'	'0', 'ত', 'তে', 'য়'
নিমিত্ত কারক	স্থানীয়	'তকনে', 'ঝনে', 'জনে', '0',	'তকনে', 'ঝনে', 'জনে', '0',
,,	অভিবাসিত	'লাইগা,' 'নাইগা', 'জইন্ন'	'লাইগা,' 'নাইগা', 'জইন্ন'
সম্বন্ধ পদ	স্থানীয়	'র', 'এর', 'ঘরে'	'র', 'এর', 'গালার', 'গিলার', 'লার'
,,	অভিবাসিত	'র','এর',	'গোর', 'গের', 'গুনার'

উভয় বাচক গোষ্ঠীর কথ্যবাংলায় ব্যবহৃত কারকের বিভিন্ন রূপ।

১০. ১ .কর্তৃকারক

স্থানীয় বাচক-গোষ্ঠীর উপভাষায় ব্যবহৃত কতৃকারকে এক বচনের বিভক্তি গুলি হল -'0', 'ক', 'টা', 'রা' এবং বহু বচনের বিভক্তি গুলি হল- 'য়', 'খে', 'গুলা', 'গিলা', 'রা' । আবার অভিবাসিত বাচক গোষ্ঠীর কর্তৃকারকের এক বচনে '0', 'য়', 'ক', ' ডা', ' য়ে', ' গায়' এবং বহু বচনে 'রা' বিভক্তি ব্যবহৃত হয় ।

ক) মজিন অ্যাখেলাই কাম করিল। (মজিন একাই কাজ করলো)
খ) দ্যাবেন হাল বাহেচে। (দেবেন হাল বাইছে)
গ) হামাক জাবা হবে। (আমাকে/আমাদের যেতে হবে)
ঘ) অরায় গাড়বা চাহিচে। (ওরাই রোপন করতে চেয়েছে)
ঙ) মোখে অলতোর জাবা হোলি। (আমাকেই অলতোর যেতে হল)
চ) বোকরিটা গামোচের গাচলা খাইয়ে ঠুটা কোরে দিলি।(ছাগলটি লঙ্কার গাছ খেয়ে ঠুটো করে দিলো)
ছ) শকলায় নাগি গেল্ ভাইরে । (সবাই মিলে গণ্ডগোল লেগে গেল ভাইরে)
জ) তোমরায় তালে মাটি কাটিছ্যান বো । (তোমরাই তাহলে মাটি কেটেছো)
ঝ) হামরায় তঙ্কা ফের হাটোৎ গেন । (আমিই তখন আবার হাটে গেলাম)
ঞ) ছোড়াটা ফের ভালোয় দৌড়াবা পারে । (ছেলেটি আবার ভালোই দৌড়োতে পারে)
ট) চ্যাংরা গুলা হিলে জল গোদ্ধা করে দিলি । (ছেলেগুলি সাঁতরে জল ঘোলা করে দিল)
ঠ) অরা হবিপুরে এষ্টারি কোরবি বুঝিন । (ওরা বুঝি হবিবপুরেই রেষ্ট্রী করবে)
ড) মায়ে বকা দিসিলো । (মা বকে ছিল)
ঢ) আমি আল বাইবার নোইছি । (অমি হাল বাইছি)
ণ) মেয়াডা পাসদিন দোইরা জরে মরবার নাকসে । (মেয়েটি পাঁচ দিন ধরে জ্বরে পড়ে আছে)
ত) হপোনগায় পরীককায় পাশ করসে । (স্বপন পরীক্ষায় পাশ করেছে)
থ) ছাগোলডা কান্দা দিয়া দান খাইয়া শ্যাশ কোইরাদিসে। (ছাগলটি ধার দিয়ে ধান খেয়ে শেষ করেদিয়েছে)
দ) কয় হে আগে আহুক । (বলছে সে আগে আসুক)
ধ) আমাক জাওয়া নাকবে । (আমাকে যেতে হবে)
ন) ম্যালাডি মানু আটপার নোইছে । (অনেক গুলি মানুষ হাটছে)
প) আইচকা এহিনে ভারি বৃষ্টি পড়বার নোইছে । (আজকে এখানে ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছে)
ফ) মোরা মাডে জাইতাছি । (আমরা মাঠে যাচ্ছি)
ব) হে অহনে ভ্যান চালায় । (সে এখন ভ্যান চালায়)
ভ) গোরু গুনা খ্যাড় খায়না ক্যানরে ? (গোরু গুলো খড় খাচ্ছেনা কেনরে ?)
ম) আমার সোডো হালায় বিয়া করলো । (আমার ছোটো শ্যালক বিয়ে করলো)

১০ . ২. কর্মকারক

স্থানীয় বাচক-গোষ্ঠীর উপভাষায় ব্যবহৃত কর্মকারকে এক বচনের বিভক্তি গুলি হল- '0''ক', 'টা', 'রা' এবং বহু বচনের বিভক্তি গুলি হল- 'রা','0', 'ক' । আবার অভিবাসিত বাচক গোষ্ঠীর কর্মকারকের এক বচনে '0', 'রে', 'ক', 'এ' এবং বহু বচনে 'গো' বিভক্তি ব্যবহৃত হয়।

ক) তোরা মার খাবেন কহচো কিন্তুক । (তোমরা মার খাবে বলছি কিন্তু)
খ) মোর হাতটাক চাপা দিয়েদিলি । (আমার হাতটাকে চাপা দিয়েদিল)
গ) অক হিন্দিত্যা কহেচে । (ওকে হিন্দিতে বলছে)
ঘ) অয় ভাত খাইনি উটি খাচে । (ও ভাত খায়নি রুটি খেয়েছে)
ঙ) ক্যারাচিন নিয়া আশেক । (কেরোসিন নিয়ে এসো)

চ) মাগী জদি কিছু কয় তালি মোক ডাকাশ । (মহিলাটি যদি কিছু বলে তাহলে আমাকে ডেকো)
ছ) অয় তংকা জামা নিয়্যে আলি । (ও তখন জামা নিয়ে এল)
জ) অ্যামাক খেদে দিবা হোবি । (এদের কে তাড়িয়ে দিতে হবে)
ঝ) হামরা চাহা বিশ্কুট খাম্অ । (আমরা চা বিস্কুট খাবো)
ঞ) কাচুয়াটাক ধরোতো বো (শিশুটিকে একটু ধরোতো)
ট) পাকুয়াহাটোৎ পান বিকাবা আহিচিন । (পাকুয়াহাটে পান বিক্রি করতে এসেছিলাম)
ঠ) আগে গামোচ দিয়্যে পোন্তা শাট্যে দিত । (আগের দিনে লঙ্কা দিয়ে পান্তাভাত পেটপুরে খেতাম)
ড) হালারে দেনা ঘিড়ি ধোইরা ঘুল্লা । (শালাকে দেনা ঘাড় ধরে পাক)
ঢ) টচ্ ফুটাতি ফুটাতি বাড়িৎ আল্যেম । (টর্চ জ্বালাতে জ্বালাতে বাড়িতে এলাম)
ণ) শারকেল কারে দিসো । (সাইকেল কাকে দিয়েছো)
ত) বাত খাইয়া গুণ করার নাপারলে হেয়াতে কি। (ভাত খেয়ে তাগদ বৃদ্ধি করতে নাপারলে কিলাভ)
থ) হ্যারে আমি হাডে জাইতে দেহিনাই । (তাকে আমি হাটে যেতে দেখিনি)
দ) ওবা আমি আউক খামু । (বাবা আমি আখ খাবো)
ধ) পোলাডারে খাইতে দ্যাও । (ছেলেটিকে খেতে দাও)
ন) মিশিং ইশ্টাট দে । (মেশিন স্টার্ট দাও)
প) ঠাহুর দ্যাকবার গেশিলাম ।(ঠাকুর দেখতে গিয়েছিলাম)
ফ) আদিনা গেলি পর হরিং দ্যাহা জায় । (আদিনা গেলে হরিন দেখতে পাওয়া যায়)
ব) শপনরে তুই চেনো । (স্বপনকে তুমি চেনো)
ভ) আকাশে কাইলা দ্যাওয়া দ্যাহা জায়। (আকাশে কালো মেঘ দেখা জাচ্ছে)
ম) জামাইরে এটটু সালোন দ্যাও ।

১০ . ৩ . করণ কারক

স্থানীয় বাচক-গোষ্ঠীর উপভাষায় ব্যবহৃত করণ কারকে এক বচনের বিভক্তি গুলি হল-'এ', 'দিয়া', 'য়', 'এই', 'ত' এবং বহু বচনের বিভক্তি গুলি হল- 'এ', 'দিয়া', 'য়', 'এই'। আবার অভিবাসিত বাচক গোষ্ঠীর করণ কারকের একবচনে'এ', 'দিয়া', 'ইয়া', 'এ', 'তে', 'রে' এবং বহুবচনে 'দিয়া' বিভক্তি ব্যবহৃত হয় ।

ক) গালের চোটে শয় পালান । (গালির চোটে পালিয়ে গেল)
খ) অয় শাকেলৎ করে আলমপুর জাবি । (ও সাইকেলে করে আলমপুর যাবে)
গ) নাঠি দিয়া শাপটাক মারি ফ্যালানু । (লাঠি দিয়ে সাপটিকে মেরে ফেললাম)
ঘ) হামরা ভ্যানোৎ কোরে কেন পোখর জাই । (আমরা ভ্যানে করে কেন্দপুকুর যাই)
ঙ) গামোচ আর পেচ দিয়ে পোন্তা খামঅ কিন্তুক । (লঙ্কা আর পেঁয়াজ দিয়ে পান্তা খাবো কিন্তু)
চ) থাকোক দিয়ে পাঠে দ্যান। (থাকোকে দিয়ে পাঠিয়ে দিও)
ছ) লাখে প্যাট ফাটে দিমু। (লাথি দিয়ে পেট ফাটিয়ে দেব)
জ) জাল্লা বাশের ঘিরা ভালো হোবিনা বো। (কচি বাঁশের বেড়া ভালো হবেনা)
ঝ) চওরে কান কাশি নড়ে দিম। (থাপড়ে কান ফাটিয়ে দেব)
ঞ) দ্যাওআর জলে ধান নাগাই। (আকাশের বৃষ্টিতে ধান চাষ করি)
ট) ওৎথাকে ওকুনা মোটোরোৎ জাবা হোবি। (ওখান থেকে ওটুকু গাড়িতে করে যেতে হবে)

ঠ) ফোনোতে তো শব খবর পায়া জাছি। (ফোনেই তো সব খবর পেয়ে যাচ্ছি)
ড) ফোড়ায় হামরা কাবু হোয়ে গেন বো। (ফোড়াতেই আমি কাবু হয়ে গেলাম)
ঢ) এধান কুদাল দিয়ে আল পাড়া হোবিনা। (এরকম কোদাল দিয়ে আল ছাটা হবেনা)
ণ) নাতি দিয়া এহানতা পাডাই দিমু। (লাথি দিয়ে এখান থেকে পাঠিয়ে দেব)
ত) কৈপটা দিয়া দেহিশ্নে ক্যা ? (বাতি দিয়ে দেখিসনা কেন ?)
থ) পোলাডার ওইত্তাচারে শ্যাশ হোইয়া গ্যালাম। (ছেলেটির অত্যাচারে শেষ হয়ে গেলাম)
দ) বুইড়াডা চোহে দ্যাহেনা, কানেও হোনেনা। (বুড়োটি চোখে দেখেনা, কানেও শোনেনা)
ধ) আমার কাচিতে দান বালো কাডা জায়না।(আমার কাস্তে দিয়ে ধান ভালো কাটা যায়না)
ন) দক্ষিণা বানে গাঙের জল বারবার নাকসে।(দক্ষিণা বন্যায় নদীর জল বারতে শুরু করেছে)
প) আমাগো গেরামে নালমাটির রাশ্তা হোইবার নাকসে। (আমাদের গ্রামে লালমাটির রাস্তা হচ্ছে)
ফ) জ্যামন ত্যামন বিশে বাগুনের পোহা মরেনা। (যেমন তেমন বিষে বেগুনের পোকা মরেনা)
ব) অহোন গোরুর হালে চাশ করে কেডা ! (এখন গোরুর হালে চাষ কে করে !)
ভ) মাশ্টারদা কেইচা হার দিয়া ফশঅল নাকি বালো অয়। (মাষ্টারমশায় কেঁচো সার দিয়ে ফসল নাকি ভালো হয়)
ম) বাতাশে দান পোইরা গ্যাসে গা। (বাতাসে ধান পরে গেছে)

১০. ৪. অপাদান কারক

স্থানীয় বাচক-গোষ্ঠীর উপভাষায় ব্যবহৃত অপাদান কারকে উভয় বচনের বিভক্তি গুলি হল- 'থাকি', 'ঠেনা', 'থাক্যে', 'থাকিনা', 'ঠে', 'তে'। আবার অভিবাসিত বাচক গোষ্ঠীর অপাদান কারকের উভয় বচনে 'থিকা', 'থাইকা,' 'গোনে,' 'ত্তা,' 'খোনে', 'তা', বিভক্তি ব্যবহৃত হয়।

ক) শাকেল থাকে পড়ে গেছিন বো। (সাইকেল থেকে পড়ে গিয়েছিলাম)
খ) তোরা তালে পছিম পাড় থাকে আলেন। (তোমরাই তাহলে পশ্চিম পাড় থেকে এলে)
গ) না কবা পারলি মুই বাফের জর্মা নোহয়। (না বলতে পারলে আমি বাপের জন্মা নই)
ঘ) বাড়িৎ থাকি দ্যাখা জায়। (বাড়ি থেকেই দেখা যায়)
ঙ) আকাশ থাকি পোড়লু বুঝিন। (আকাশ থেকে পড়লে মনেহয়)
চ) ডুবা থাকি উভি আনবা হবে। (ডুবা (বন্যায় ডোবে এমন ক্ষেত্র) থেকে বয়ে আনতে হবে)
ছ) হাটি মুক থাকি ক্যানেবা কথায় বাঢ়ায়না। (হ্যাগো মুখ থেকে কেন যেন কথাই বের হচ্ছেনা)
জ) মোর পাওনা থাকি মুই হোটিমনা। (আমার পাওনা থেকে হটবোনা)
ঝ) তোর ব্যাটার থাকি মোর বেটি ছোটো হোবি। (তোর ছেলের থেকে আমার মেয়ে ছোটো হবে)
ঞ) ছোটোতে বড়ো হোনু এধান কথা শোনোনাই। (ছোটো থেকে বড়ো হলাম এরকম কথা শুনিনি)
ট) হামার গাও থাকি তোমার গাওৎ ঢের কটা বেটির বিহা হোলি বো। (আমাদের গ্রাম থেকে তোমাদের গ্রামে বেশ কয়েকটি মেয়ের বিয়ে হল)
ঠ) এৎথাকি তোমার ওঠি জাওয়া ব্যাজাইকষ্ট বো। (এখান থেকে তোমাদের ওখানে যাওয়া বেশকষ্ট)
ড) গাছেরতা পাড়গা নিয়া চোলগা জাইতাম। (গাছ থেকে পেড়ে নিয়ে চলে যেতাম)
ঢ) শালুকা গোনে আইলাম। (শালুকা থেকে এলাম)
ণ) বাচ থাইকা নাইমা দেহি কি আদার। (বাস থেকে নেমে দেখি কি অন্ধকার)
ত) বিহানাৎতা ক্ষ্যাতে জল দিবার নোইছি। (সকাল থেকে জমিতে জল দিচ্ছি)

থ) উডান গোনে দ্যাহা জায় । (উঠোন থেকেই দেখা যায়)
দ) হেয়ার ডাক অনেক দূরেৎতা হোনা জায় । (তার ডাক অনেক দূর থেকে শোনা যায়)
ধ) আমার চাইতে তোমার দান বালো আসে । (আমার থেকে তোমার ধান ভালো আছে)
ন) গাঙে গোনে হিনান কোইরা আইলাম । (নদী থেকে স্নান করে এলাম)
প) তোমার ধারেৎতা কয়ডা ট্যাহা পাওয়া জাইতো । (তোমার কাছ থেকে কিছু টাকা পাওয়া যেত)
ফ) এহানতে তুই জাতি পারিশ । (এখান থেকে তুই যেতে পারিশ)
ব) নিজের মুহে কতি পারিশনা । (নিজের মুখেই বলতে পারিস না)
ভ) ফকেটেৎতে ফয়শা দিয়া দেলাম না । (পকেট থেকে পয়সা দিয়ে দিলাম না)
ম) কোৎথোনে আইচৎ । (কোথা থেকে এসেছিস)

১০ . ৫ . অধিকরণ কারক

স্থানীয় বাচক-গোষ্ঠীর উপভাষায় ব্যবহৃত অধিকরণ কারকে উভয় বচনের বিভক্তি গুলি হল- '0', 'ত', 'ঠি'। আবার অভিবাসিত বাচক গোষ্ঠীর অধিকরণ কারকের উভয় বচনে '0', 'ত', 'তে', 'য়' বিভক্তি ব্যবহৃত হয় ।

ক) একুনা ঘরোত্ কোতুলা জিনিশ আওতাইছে । (এটুকু ঘরে কতগুলো জিনিস গুছিয়ে রেখেছে)
খ) বিহাবাত্ ঠাণ্ডা নাগাইছ্যা অয় । (বিয়ে বাড়িতে ও ঠাণ্ডা লাগিয়েছে)
গ) ধপাং করি পোড়ি গিছে জলোত্ । (ধপ করে জলে পড়ে গেছে)
ঘ) চোল্যে গিছে মোদিপোখরোত্ । (মুদিপুকুরে চলে গেছে)
ঙ) ঘরোত্ বসি আছেন ক্যানে তে বো । (ঘরে কেন বসে আছোতো)
চ) হামরা অ্যাঙকা ভুইয়ত্ জামঅ । (আমি এখন জমিতে জাবো)
ছ) চলো বো দোকানত্ চাহা খাবা । (চলো দোকানে চা খেতে)
জ) শ্যামোল ঘরে ওন্না ভ্যাদেং জাবি । (শ্যামলদের ওখানে ভ্যাদেঙ যাবে)
ঝ) হামার বাড়িত্ মোনশা পূজা হয় । (আমাদের বাড়িতে মনষা পূজা হয়)
ঞ) মোর শতে ঘাটাত্ দ্যাখা । (আমার সাথে রাস্তায় দেখা)
ট) মঙ্গোলবার কোরি হামার পাকুয়া বড়ো হাট হয় । (মঙ্গলবার করে পাকুয়াতে বড় হাট হয়)
ঠ) একুনা ভুইয়ত্ ম্যালায় আলু হোইছ্যা বো । (এত টুকু জমিতে অনেক আলু হয়েছে তো)
ড) এঠিকোনা কোত্দিন আশিছ্যান বো ? (এখানে কবে এসেছো ?)
ঢ) বিহানা ক্ষ্যাতে জাই, বিহালে বাত্তে আহি । (সকালে জমিতে যাই , বিকেলে বাড়িতে আসি)
ণ) আইচ্কা এইনে ভারি বৃষ্টি পড়বার নোইছে । (আজকে এখানে ভীষণ বৃষ্টি পড়ছে)
ত) কাইল হক্কালে মাইভিডা জামু । (কাল সকালে মাইভিটা যাবো)
থ) তুলাভিডায় অহন কত্তো বালো বালো মানুশ আহে । (তুলাভিটায় এখন কতো ভালো ভালো মানুষ আসে) (তুলাভিটা - জগজীবন পুর , সাম্প্রতিক বৌদ্ধবিহার আবিষ্কৃত হয়েছে)
দ) চৈত্তির মাশে নীল পূজা অয় । (চৈত্রমাসে নীল পূজা হয়)
ধ) আগে পোহিরে চান করতাম । (আগে পুকুরে স্নান করতাম)
ন) আমার মনের মোদ্দি আশতিছেনা । (আমার মনের মধ্যে আসছেনা)
প) মেয়াডা দুইদিন ধোইরা জ্বরে মরবার নোইছে । (মেয়েটি দুই দিন ধরে জ্বরে ভূগছে)
ফ) নদীত্ ফালাই দিছি । (নদীতে ফেলে দিয়েছি)

ব) আমার ছোডো পোলার পড়ায় মাতা ভারি ভালো। (আমার ছোটো ছেলেটির পড়াশুনায় মাথা ভীষণ ভালো)

ভ) হাতনেয় বোশে রইছিশ ক্যান্ ? (বারান্দায় বসে আছিস কেন)

ম) রাত্তিরে ডাহে কেডারে ? (রাতে ডাকে কে রে ?)

১০ . ৬ . নিমিত্ত কারক

স্থানীয় বাচক-গোষ্ঠীর উপভাষায় নিমিত্ত কারকে উভয় বচনে ব্যবহৃত বিভক্তি গুলি হল-'তকনে', 'ঝনে', 'জনে', '0',। আবার অভিবাসিত বাচক গোষ্ঠীর নিমিত্ত কারকের উভয় বচনে 'লাইগা,' 'নাইগা', 'জইন্ন', 'তরে' বিভক্তি
ব্যবহৃত হয়।

ক) অয় খাতে বোশছে। (ও খেতে বসেছে)

খ) মুই বাজার কোরবার তকনে গেছিনু। (আমি বাজার করার জন্যে গিয়েছিলাম)

গ) গরিব মানুশের তকনে কেহ্ চ্যাশ্টা কোরবিনা। (গরিব মানুষের জন্য কেউ চেষ্টা করবেনা)

ঘ) তোর তকনে নয়া জামা নিয়্যে আহিচু। (তোর জন্য নোতুন জামা নিয়ে এসেছি)

ঙ) চ্যাংড়া চেংড়িগুলার তকনে ইশ্কুলত্ খাবার দ্যাছে। (ছেলে মেয়েগুলির জন্য স্কুলে খাওয়ার দিচ্ছে)

চ) মোর ব্যাটা বহুর তকনে বাৎ আগুন ধরিগ্যালো। (আমার বৌমার কারণে সংসারে অশান্তি শুরু হল)

ছ) কন্নি কোরবা জাবার তকনে শক্কালে ভাত চড়াইছু।(কাজ কগরতে যাবার জন্য সকালে রান্না চাপিয়েছে)

জ) গরমের তকনে নিন হয়না বো। (গরমের জন্য ঘুম হচ্ছেনা)

ঝ) কিকামে মালদো গিছিল্যান বো ? (কি কাজে মালদা গিয়েছিলে ?)

ঞ) মাটি কোনা এশ্টারি কোরবা হবিপুর জাবা হোবি। (জমি রেষ্ট্রি করতে হবিবপুর যেতে হবে)

ট) চ্যাটা খাবার তকনে কতো কশটো মানশের। (খাদ্যের জন্য মানুষকে কত কষ্টোই না করতে হয়)

ঠ) ওদ্দির তকনে কোন্নি কোরতি ভয় নাকছে। (রোদের জন্য কাজ করতে ভয় লাগছে)

ড) তোর ঝনেয় কামটা হোলনা। (তোর জন্যই কাজটি হলনা)

ঢ) তোমাক দেকবার তকনে আনঅ বো। (তোমাকে দেখবার জন্যই এলাম)

ণ) তোমার নাইগা বাত নিয়া আইসি। (তোমার জন্য ভাত নিয়ে এসেছি)

ত) পোলাগো ইশকুলে দুফার ব্যালা খাইতে দ্যায়। (ছেলেদের স্কুলে দুপুর বেলা খেতে দেয়)

থ) দুইডা বাতের জালায় বিদাশ খাটফার জাই। (দুটো ভাতের জন্য বাইরে কাজ করতে যাই)

দ) মিয়াডার জন্যি মনডা ক্যামুন কোরতিসে। (মেয়েটির জন্য মনটা কেমন করছে)

ধ) পোলাডারে দ্যাহার গেসিলাম। (ছেলেটাকে দেখতে গিয়েছিলাম)

ন) পূজার লাইগা কলা আনগা থুইসি। (পূজার জন্য কলা এনে রেখেছি)

প) আমাগো বুইড়ার থাকফার গড় ওইডা। (আমাদের বুড়োটির থাকবার জন্য ঘর ওইটি)

ফ) তোমাগো নাইগা বোড়োই নিয়া আইসি। (তোমাদের জন্য কুল নিয়ে এসেছি)

ব) মাইয়ার নাইগা জামাই দ্যাকবা। (মেয়ের বিয়ের জন্য ছেলে দেখতে হবে)

ভ) হোইশা ব্যাচপার জোইন্ন আডে আইসিলাম। (সর্ষে বিক্রির জন্য হাটে এসেছিলাম)

ম) পোলার তরে তিন তিনডা মাইয়া ওইলো। (ছেলের আশায় তিন তিনটে মেয়ে হল)

১০ .৭ . সম্বন্ধ পদ

স্থানীয় বাচক-গোষ্ঠীর উপভাষায় ব্যবহৃত সম্বন্ধ পদে এক বচনের বিভক্তি গুলি হল- 'র', 'এর', 'ঘরে'এবং বহু বচনের বিভক্তি গুলি হল-'র', 'এর', 'গালার', 'গিলার', 'লার'। আবার অভিবাসিত বাচক গোষ্ঠীর অপাদান কারকের এক বচনে 'র' এবং বহু বচনে 'গোর', 'গের', 'গুনার' বিভক্তি ব্যবহৃত হয়।

ক) প্যাটের ভাত হজোম হোয়ে জাবি বো। (পেটের ভাত হজম হয়ে যাবে)
খ) অর ভায়া নালাগোলা গিছ্যা। (ওর ভাই নালাগোলা গেছে)
গ) হামার পোখরের মাচ ব্যাজাই শোয়াত। (আমাদের পুকুরের মাছ খুব স্বাদ)
ঘ) কিবা ঘরের বাড়ির চালোৎ ম্যালায় কোতর বোশিছ্য।(ইয়েদের বাড়ির চালে অনেক পায়রা বসেছে)
ঙ) ম্যাজেন ঘরে ধান খুপ ভালো হোইছ্যা। (মেজেনদের ধান খুব ভালো হয়েছে)
চ) অর শাকেলটা নোতুন। (ওর সাইকেলটা নোতুন)
ছ) হামার বোকরিটা পাওয়া জায়না। (আমাদের ছাগোলটি পাওয়া যাচ্ছেনা)
জ) তোমার ছাগোল ধরণী ঘরে ধান খাচে। (তোমার ছাগোল ধরণীদের ধান খাচ্ছে)
ঝ) আমের ভাই নক্‌খোন কুত্তি ছিলু অ্যাতোখন। (রামের ভাই লক্ষ্মণ কোথায় ছিলি এতক্ষণ)
ঞ) পোখরের মাচ , গাইয়ের দুত নাহলে হয়। (পুকুরের মাছ ,গাইয়ের দুধ নাহলে হয়না)
ট) গাছের বাগন। (গাছের বেগুন)
ঠ) ভুইয়ের ঘাস। (জমির ঘাস)
ড) আমার কতা তো ওই রহমই হোনা জায়। (আমার কথা তো ওরকমই শোনা যায়)
ঢ) রমেশের পোলায় পাশ করসে। (রমেশের ছেলে পাস করেছে)
ণ) নরেনগার মাইজাডার বিয়া। (নরেনের মেয়েটির বিয়ে)
ত) মিয়াডার ইশকুলে বাত খাইতে দ্যায়। (মেয়েটির স্কুলে ভাত খেতে দেয়)
থ) পড়ার কতা হোনেনা। (পড়ার কথা শোনেনা)
দ) খ্যালার মাডে জামু। (খেলার মাঠে যাবো)
ধ) খ্যাতের দান ভারি বালো ওইসে। (জমির ধান বেশ ভালো হয়েছে)
ন) গাঙের জল বারতাসে। (নদীর জল বাড়ছে)
প) তোমার খ্যাতে নিরান দ্যাওনা ক্যান। (তোমার জমিতে নিড়ানি দাওনা কেন)
ফ) অর পোলায় অহোনে কলেজে জায়। (ওর ছেলে এখন কলেজে যায়)
ব) কতার মাতা মুণ্ডু কিস্যু বুজিনা। (কথার মাথা মুণ্ডু কিছু বুঝিনা)
ভ) নাওয়ের হাল দোইরা বোশিশ। (নৌকার হাল ধরে বসিস)
ম) হেয়ার খাওয়া অয়নাই। (তার খাওয়া হয়নি)

১১ . উপসর্গ

চলিত বাংলার মত এই অঞ্চলের কথ্যবাংলায় উপসর্গ যোগে রূপিম গঠিত হয়। চলিত বাংলার প্রভাবে তৎসম শব্দে অপ, উপ, নি, বি, প্র>পো প্রভৃতি উপসর্গের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন-

১১ . ১ . তৎসম শব্দ

ক) অপ - অপোমান (অপমান) , অপোরাত (অপরাধ) , অপকর্ম
খ) উপ - উপকার, উপ-পোরধান (উপ-প্রধান) , উপছি (উপছে ওঠা) , উপরাইয়া (উপরে তোলা)
গ) নি - নিদান (নিদেন), নিহাই (তর্ক) , নিশ্বা (খাটি) , নিশ্চোই(নিশ্চই)
ঘ) বি - বিকা(বিক্রি) , বিচচি (বীজ) , বিদাই (বিদায়), বিরুদ্ধ
ঙ) প্র >পো-পোধান, পোথোম, পোমান, পোকাশ, পোতিজ্ঞা,
প্র >পোর- পোরমথ, পোরমান, পোরধান, পোরতিজ্ঞা, পোরদিপ
চ) সম >শম্ -শমন্দ

১১ . ২ . তৎসম ভিন্ন শব্দে

ক) অ -অশবিদা (অশুবিধা), অচিনা (অচেনা), অতলা (এত গুলো), অননাই (অন্যায়)
খ) আ -আকাম (অপকর্ম), আক্কাল (আক্কেল), আকাল (অভাব), আকাড়ি (ন্যায়-অন্যায় বোধ হীন), আক্কোর (নিষ্ঠুর), আখোর (জমি চাষ), আখুড় (আঁকশি), আগিনা (উঠান), আগোৎ (অগ্রে)
গ) আন- আনাধুন (শুধুশুধু), আনজাতি (অনুমানে), আনজোর-পানজোর (আশে-পাশে),আনতাবিড়ি (অযৌক্তিক), আন্দোঘর (রান্নাঘর)
ঘ) আপ - আপোনকার (নিজেরমত), আপখোরাকি (শুধু অর্থের বিনিময়ে শ্রম), আপজো (ব্যথা), আপোৎ (আপদ), আপশোশ (আফশোস),
ঙ) কু - কুকাম (অপকর্ম), কুকিত্তি (কুকীর্তি), কুশভাব (কুস্বভাব), কুকথা , কুপি (বাতি),
চ) আল - আলন (মদত), আললাৎ (প্রশ্রয়), আল্লা (অলুনা), আলশা (অলশ), আলান্দু (ঝুল)
ছ) আম - আমপোৎতে (আপনমনে), আমালফ্যালা (অপ্রতুল),আমশুপারি (পেয়ারা), আমবোল আমবোল (টক)

১১ . ৩ . বিদেশি উপসর্গ

বিদেশি উপসর্গ হিসেবে ফারসি ও ইংরেজি উপসর্গের প্রয়োগ এঅঞ্চলের উভয় বাচক গোষ্ঠীর উপভাষায় লক্ষ করা যায় ।

১১ . ৩ . ১ . ফারসি উপসর্গ যোগে গঠিত শব্দ

ক) আ - আপশোশ (আফশোস), আবাদ, আশান (স্বস্তি), আরাম
খ) বদ - বজ্জাৎ , বদ্মাহিশ , বদ্রাগি , বদ্ম্যাজাজি (বদমেজাজি), বদ্হজম
গ) বে/ব্যা - বেইমান, বেহুদ্দা (খারাপ স্বভাবের), বেহুশ, বেকায়দা, বেইহা,ব্যাদাম (অনেক), ব্যালাজ, ব্যাআক্কেল , ব্যাজার
ঘ) তা - তামান , তাবোৎ (ততক্ষণ),

১১ . ৩ . ২ . ইংরেজি উপসর্গ যোগে গঠিত শব্দ

ক) ফুল - ফুলপ্যান (ফুলপ্যান্ট) , ফুলহাতা ,
খ) হাপ - হাপপ্যান (হাপপ্যান্ট) , হাপহাতা, হাপটাইম , হাপকেজি
গ) হেড - হেডমেশ্তরি / হেডমিশ্তিরি (হেডমিস্ত্রী), হেডমাশ্টার (হেডমাস্টার), হেডমুলবি

১২. অনুসর্গ

এই অঞ্চলের স্থানীয় এবং অভিবাসিত উভয় বাচক গোষ্ঠীর উপভাষায় অনুসর্গের যথেষ্ট ব্যবহার রয়েছে। অনুসর্গ নির্দেশক শব্দ গুলি হল-'দিয়া' > দিয়ে ,'কোরিয়া', 'কোরি', 'জনে' > জন্য , 'থাকিয়া','থাকি', 'থাক্যে', 'থাকিয়া'। এইঅঞ্চলে উভয় বাচক গোষ্ঠীর কথ্যবাংলায় কিছু বিশিষ্ট অনুসর্গের ব্যবহার লক্ষ করা যায়, যেগুলির ব্যবহার চলিত বাংলায় কখনোই দেখা যায়না। যেমন -'তকনে','ঠেনা/ ঠেনে', 'লাগে','ঘরে','গোনে','ত্তা', 'তরি', 'তামাত','নাইগা' 'লাইগা'।

অনুসর্গের ব্যবহার নিম্নরূপ (স্থানীয় বাচক গোষ্ঠির উপভাষায়)

ক) নাঠি দিয়া শাপটাক মারনু। (লাঠি দিয়ে সাপটিকে মারলাম)
খ) গামোচ দিয়্যে পোন্তা খামঅ কিন্তুক। (লঙ্কা দিয়ে পান্তাভাত খাবো কিন্তু)
গ) মোর তকনে বোশি থাকবা হবেনা। (আমার জন্য বসে থাকতে হবেনা)
ঘ) অসমার জনে বোশি থাকি থাকি পাও ব্যাদেনা হয়া গ্যালো। (ওদের জন্য অপেক্ষা করতে করতে পা ব্যথা হয়ে গেল)
ঙ) এৎ থাকি চলি জা। (এখান থেকে চলে যাও)
চ) কিধান কোরে ফোনোৎ কথা কহেতে ভাই। (কেমন করে ফোনে কথা বলে তো ভাই)
ছ) হাই ভাই এধান কোরে কথা কোহিচি ক্যানে। (এরকম করে কথা বলছ কেন)জ) এর্কম কোরিয়ায় তো ভাই ঝগোড়া নাগে। (এরকম করেই তো ভাই ঝগড়া লাগে)
ঝ) হেৎ তকনে মোক ভাল্ লাগেনা। (সেই জন্যই আমাকে ভালো লাগেনা)
ঞ) অরঠেনা মুই দুকুড়ি পাচ টাকা পাও। (ওর কাছে আমি পঁচিশ টাকা পাই)
ট) মোরঠেনা হোবিনা। (আমার দ্বারা হবেনা)
ঠ) কিবা ঘরে বাড়িৎ থাকে নিয়ায়। (ইয়েদের বাড়ি থেকে নিয়ে আয়)
ড) মোর ভাগিনা ঘরে বাৎ জিতুয়ার বও হোবি। (আমার ভাগ্নের বাড়িতে জিতুয়ার পূজা হবে)
ঢ) কার লাগে নিয়ে আহিচ্যান। (কার জন্য নিয়ে এসেছেন)

(অভিবাসিত বাচক গোষ্ঠির উপভাষায়)

ক) কোহান গোনে আইচৎ। (কোথা থেকে এলে)
খ) আমার নাইগা দুই শ্যার বাগুন আনবা। (আমার জন্য দু কেজি বেগুন এনো)
গ) এইডা ছ্যামরা আইলো কোহানতা রে ? (এই ছেলেটি এল কোথা থেকেরে ?)
ঘ) অহন তামাৎ হাইরা পারিনাই। (এখন অবধি গুছিয়ে উঠতে পারিনি)
ঙ) এমুন তরো মানুশ আমি জম্মের কালেও দেহিনাই। (এরকম মানুষ আমি এজন্মে দেখিনি)
চ) তোমার ধারেত্তা কয়ডা ট্যাহা পাইতাম। (তোমার কাছথেকে কিছু টাকা পেতাম)
ছ) শনঘাট গোনে আইসি। (শোন ঘাট থেকে এসেছি)
জ) এহান্দা হাইডা জাওন নাকবো। (এখান থেকে হেটে যেতে হবে)
ঝ) আমার পোলার থাইকা বিডিডার মাতা বালো। (আমার ছেলের থেকে মেয়েটির মাথা ভালো)
ঞ) এহান থিকা ভ্যানে জামুগা। (এখান থেকে ভ্যানে যাবো)

১৩. সর্বনাম

এইঅঞ্চলের স্থানীয় কথ্যবাংলায় সর্বনামের ব্যবহার বিশেষত্বপূর্ণ। বিশেষত পুরুষ বাচক সর্বনামের ব্যবহারে কয়েকটি ক্ষেত্রে সর্বনামের দ্বারা বচন নির্দেশ চলিত বাংলার থেকে পৃথক। যেমন চলিত বাংলায় 'আমরা' বহুবচনের নির্দেশ করে ; এইঅঞ্চলের স্থানীয় কথ্যবাংলায় 'আমরা'> 'হামরা'/ 'হারা' বলতে 'আমি' এবং 'আমরা' উভয়ই নির্দেশ করে। অনুরূপ 'তোমরা'/'তোরা' বলতে- তুমি / তোমরা আপনি / আপনারা , 'অরা' বলতে- ওরা / ও ইত্যাদি বোঝায়।

চলিতবাংলার পুরুষবাচক সর্বনামের প্রায় সমস্ত রূপই অভিবাসিত কথ্যে থাকলেও এইঅঞ্চলের স্থানীয় কথ্যবাংলায় 'আপনি' বাচক সর্বনামের রূপ পৃথক। এছাড়া 'সে' সর্বনাম পদের ব্যবহারও নেই । তছাড়া ক্রিয়াপদের রূপ নিয়ন্ত্রণেও স্থানীয় কথ্যবাংলায় সর্বনামের বিশেষ ভূমিকা আছে। নিম্নে উক্ত বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

১৩ . ১ . পুরুষ বাচক সর্বনাম

পুরুষ	জনগোষ্ঠী	এক বচন	বহু বচন
উত্তম পুরুষ	স্থানীয় বাচক গোষ্ঠী	মুই / মোক / মুহে / মোর / হারা / হামাক / হামরা / হামার	হারা / হামাক / হামরা / হামার
	অভিবাসিত বাচক গোষ্ঠী	আমি / মুই / মোর	আমরা / আমাগো / আমাগে / মোগো / আমাদের /
মধ্যম পুরুষ	স্থানীয় বাচক গোষ্ঠী	তুই / তোক / তোর / তোখে / তোমার / তোরা / তোমরা / তোমাক / তোমারে / তোমাখে	তোমার / তোরা / তোমরা / তোমাক / তোমারে / তোমাখে /
	অভিবাসিত বাচক গোষ্ঠী	তুই / তোরে / তোক / তোমার/ তোমারে / তুর / তুমার / তর/ আপনি /আপনে/আমনে/ আপনারে / আপনাগো	তোমরা / তোরা / তোমাগো / তোমাগে / আপনাগো / আপনারা / তুমরা /
প্রথম পুরুষ	স্থানীয় বাচক গোষ্ঠী	ওই / অর / অয় / অক / অরা / অশমার / অশমাক / অমরা /	অরা / অশমার / অশমাক / অমরা / অমার / অমারে / অশমারে
	অভিবাসিত বাচক গোষ্ঠী	ওই / হে / হেডা / সে	অরা / ওরা / হেরা / হেডারা / তারা / ওনারা / ওরা / অগো

চলিত বাংলার মতো এই অঞ্চলের স্থানীয় এবং অভিবাসিত উভয় গোষ্ঠীর উপভাষাতে ক্রিয়ার রূপ নিয়ন্ত্রণে পুরুষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। একটি সারণীতে উভয় বাচক গোষ্ঠীর কথ্যবাংলায় ব্যবহৃত পুরুষ বাচক সর্বনামের রূপ গুলি দেখান হল।

১৩.১.১. উত্তম পুরুষ বাচক সর্বনাম

বচন	বাচক গোষ্ঠী	বদ্ধরূপিম / মুক্তরূপিম (প্রাতিপাদিক)	+ বদ্ধরূপিম (বিভক্তি বাচক বিকরণ)	= পদ
একবচন	স্থানীয় বাচক গোষ্ঠী	মু	- ই	= মুই (আমি)
		মু	- হে	= মুহে (আমিই)
		মু > মো	- ক	= মোক (আমাকে)
		মু > মো	- র	= মোর (আমার)
		হাম্ > হামা	- র	= হামার (আমার)
		হাম্ > হামা	- ক	= হামাক (আমাকে)
		হাম্	- রা	= হামরা (আমি)
		হা	- রা	= হারা (আমি)
	অভি-বাসিত বাচক গোষ্ঠী	মু	- ই	= মুই
		আম্	- ই	= আমি
		আমা	- র	= আমার
			- ক	= আমাক
			- কে	= আমাকে
		মো	- র	= মোর
			- রে	= মোরে
বহুবচন	স্থানীয় বাচক গোষ্ঠী	হাম্	- রা	= হামরা
		হাম্ > হামা	- ক	= হামাক
		হাম্ > হামা	- ঘরে	= হামাঘরে
		হাম্ > হামা	- র	= হামার
		হা	- রা	= হারা
	অভি-বাসিত বাচক গোষ্ঠী	মো	- রা	= মোরা (আমরা)
			- গো	= মোগো (আমাদের)
		আমা	- গো	= আমাগো (আমাদের)
			- গে	= আমাগে (আমাদের)
			- গোর	= গোর (আমাদের)

১৩ . ১ . ২ . মধ্যম পুরুষ বাচক সর্বনাম

বচন	বাচক গোষ্ঠী	বদ্ধরূপিম / মুক্তরূপিম (প্রাতিপাদিক)	+ বদ্ধরূপিম (বিভক্তি বাচক বিকরণ)	= পদ
এ ক ব চ ন	স্থানীয় বাচক গোষ্ঠী	তু	- ই	= তুই (তুই)
		তু > তো	- ক	= তোক (তোকে)
			- র	= তোর (তোর)
			- রা	= তোরা (তুমি)
		তুম্ > তোম্	- রা	= তোমরা (তুমি)
			- অক	= তোমাক (তোমাকে)
			-আর	= তোমার (তোমার)
		তুম্	- আর	= তুমার (তোমার)
	অভি- বাসিত বাচক গোষ্ঠী	তু	- ই	= তুই (তুই)
		তু > তো	- র	= তোর (তোর)
			- ক	= তোক (তোকে)
		তুম্	- ই	= তুমি (তুমি)
		তুম্ >তোম	- আয়	= তোমায় (তোমাকে)
			- আরে	= তোমারে (তোমাকে)
		তুম্ > তোমা	- আক	= তোমাক (তোমাকে)
		আপ্	- নি	= আপনি (আপনি)
			- নে	= আপনে (আপনি)
ব হু ব চ ন	স্থানীয় বাচক গোষ্ঠী	তু > তো	- রা	= তোরা (তোমরা)
		তুম্ > তোম্	-রা	= তোমরা (তোমরা)
			- আর	= তোমার (তোমার)
			- আক	= তোমাক (তোমাকে)
			- আখে	= তোমাখে (তোমাকে)
			- আ+ঘরে	= তোমাঘরে (তোমাদের)
			- আরে	= তোমারে (তোমাদেরই)
	অভি- বাসিত বাচক গোষ্ঠী	তু	- রা	= তুরা (তোরা)
		তু > তো	- দের	= তোদের (তোদের)
			- গো	= তোগো (তোদের)
			- গে	= তোগে (তোদের)
		তুম্ > তোমা	- গো	= তোমাগো (তোমাদের)
			- গে	= তোমাগে (তোমাদের)
		আপ্	- না +গো	= আপনাগো (আপনাদের)

১৩ . ১ . ৩ . প্রথম পুরুষ বাচক সর্বনাম

স্থানীয় বাচক গোষ্ঠীর প্রথম পুরুষ বাচক সর্বনামের এক বচনে অ/ও/অম্ /অমা/অশমা এবং এগুলি ছাড়াও বহু বচনে তামা প্রাতিপাদিক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অভিবাসিত ক্ষেত্রে একবচনে -ও/সে/হে এবং বহু বচনে -ও/হে /তা/তে প্রাতিপাদিক এর সাথে বিভক্তি বাচক বিকিরণ যোগ করে পদ নিষ্পন্ন হয়। যেমন-

বচন	বাচক গোষ্ঠী	বদ্ধরূপিম / মুক্তরূপিম (প্রাতিপাদিক)	+ বদ্ধরূপিম (বিভক্তি বাচক বিকরণ)	= পদ
এক বচন	স্থানীয় বাচক গোষ্ঠী	অ	- র	= অর (ওর)
			- য়	= অয় (ও / সে)
			- হে	= অহে (সে)
		ও	- ই	= ওই (সেই)
		অ / অম্	- রা	= অরা / অমরা(সম্মানার্থে সে)
		অ / অম্ >অমা	- ক	= অক / অমাক (ওকে)
		অ / অম >অমা	- খে	= অখে / অমাখে (ওকে)
		অশমা / অমা	- র	= অশমার / অমার (ওদের)
	অভি- বাসিত বাচক গোষ্ঠী	ও	- ই	= ওই (ও)
		হে	- ০	= হে (সে)
			- ডা	= হেডা (সে)
		সে	- ০	= সে
বহু বচন	স্থানীয় বাচক গোষ্ঠী	অ	- রা	= অরা (ওরা)
			- রায়	= অরায় (ওরাই)
		অম্	- রা	= অমরা (ওরা)
		অম্ > অমা /	- র	= অমার (ওদের)
			- ক	= অমাক (ওদেরকে)
			- রে	= অমারে (ওদেরই)
			- খে	= অমাখে (ওদেরকেই)
		অশমা	- র	= অসমার (ওদের)
		তামা	- র	= তামার (তাদের)
			- রা	= তামরা (তারা)
	অভি- বাসিত বাচক গোষ্ঠী	ও	- রা	= ওরা
		হে	- রা	= হেরা (তারা)
			- ডারা	= হেডারা (তারা)
		তা	- রা	= তারা
			- গো	= তাগো (তাদের)
			- গে	= তাগে (তাদের)
		তা > তে	- নারা	= তেনারা (তারা)

১৩.১.৪. ক্রিয়ার রূপ নিয়ন্ত্রণে পুরুষের ভূমিকা

মান্য চলিত বাংলার মতো এই অঞ্চলের উভয় বাচক গোষ্ঠীর কথ্যবাংলায় ক্রিয়ার রূপ নিয়ন্ত্রণে পুরুষের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এখানে মুক্ত রূপিমের সঙ্গে পুরুষ ভেদে বদ্ধ রূপিম যুক্ত হয়ে মুক্ত রূপিমের গঠন প্রকৃতির রূপান্তর সাধন করে। পুরুষ ভেদে রূপের এই পরিবর্তন নিম্নরূপ -

পুরুষ	বাচক গোষ্ঠি	বচন	মুক্ত রূপিম +	বদ্ধ রূপিম	= পদ
উত্তম পুরুষ	স্থানীয়	এক বচন	কর্	-ও -ইম্	= করো (করি) = কোরিম্ (করবো)
		বহু বচন		-ই -ইমঅ	= কোরি (করি) = কোরিমঅ (কোরবো)
	অভিবাসিত			- ই	= কোরি (করি)
মধ্যম পুরুষ	স্থানীয়	এক বচন	কর্	-ইশ্ - এন - ও -ইয় - ইবু	= কোরিশ্ (করিস) = করেন (কোরো) = করো (করো) = কোরিয় (কোরো) = কোরিবু (করবি)
		বহু বচন		- এন - ও	= করেন (কোরো / করবেন) = করো (করো)
	অভিবাসিত			- বি - বা - ইশ	= করবি (করবি) = কোরবা (কোরো) = কোরিশ
প্রথম পুরুষ	স্থানীয়		কর্	- বি - ইবে - ব্যা	= কোরবি (করবে) = কোরিবে (করবে) = কোরব্যা (করবে)
	অভিবাসিত			- বে - বেন	= করবে (করবে) = করবেন (করবেন)

এই অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষায় শুধুমাত্র পুরুষই ক্রিয়া পদের রূপ নিয়ন্ত্রণ করেনা বচন ভেদেও ক্রিয়া পদের রূপের পরিবর্তন হয়। বিশেষত উত্তম পুরুষ এবং মধ্যম পুরুষে এই পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।কিন্তু প্রথম পুরুষের ক্ষেত্রে এপরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। তবে শুধুমাত্র স্থানীয় কথ্যবাংলার ক্ষেত্রেই বচন ভেদে ক্রিয়া পদের এমন পরিবর্তন হয়ে থাকে। উপরোক্ত সারণীতে তাই স্থানীয় বাচক গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে একই পুরুষে বচনের পৃথকীকরণ করে ক্রিয়া পদের রূপ দেখানো হল।

১৩.১.৫. কারক ও বচন-ভেদেও সর্বনামের রূপভেদ হয়। যেমন-

পুরুষ	বাচক গোষ্ঠি	কর্তা	কর্ম	করণ	অপাদান	সম্বন্ধ পদ
উত্তম পুরুষ	স্থানীয়	মুই হামরা হারা	মোক হামাক	মোক দিয়া / দিয়্যে হামাক দিয়া/দিয়্যে হামাট্ঠেনা মোট্ঠেনা	মোরঠে মোট্ঠেনে হামাট্ঠেনা মোট্ঠেনা	মোর হামার
	অভিবাসিত	মুই আমি মোরা আঁই	মোরে আমারে আমাক মোগো আমাগো	মোরে দিয়া আমারে দিয়া আমাক দিয়া আমাগো দিয়া আমাগোর দিয়া	মোর ধারেত্তা আমার ধারেত্তা আমাগো ধারেত্তা মোগো ধারেত্তা	মোর আমার আমাগোর মোগোর
মধ্যম পুরুষ	স্থানীয়	তুই তোমরা তোরা তোমার তোর	তোক তোমাক	তোক দিয়া তোমাক দিয়া তোমাক দিয়্যে	তোরঠে / তোরঠেনে/ ঠেনা তোমারঠে তোমারঠেনে /ঠেনা	তোর তোমার
	অভিবাসিত	তুমি তুই আপনি আপনে আমনে	তোরে তোমারে আপনারে তোমাক আপনেরে	তোরে দিয়া তোমারে দিয়া আপনারে দিয়া আপনেরে দিয়া আপনাদের দিয়া	তোর ধারে /ধারেত্তা তোমার ধারে/ধারেত্তা তোমারতা আপনারতা / ধারেত্তা আপনাগোরতা	তোর তোমার তোমাগোর আপনার আপনাগোর
প্রথম পুরুষ	স্থানীয়	অয় ওই অরা অশমায়	অমাক অক অশমাক	অমাক দিয়া/ দিয়্যে অক দিয়া / দিয়্যে অর দ্বারা	অরঠে / অরঠেনে / অরঠেনা অমারঠেনা / অমারঠেনে অশমারঠে অশমারঠেনা	অর অমার অশমার অমাঘরে
	অভিবাসিত	হে উনি ওই হেডা	হ্যারে উনারে হ্যাডারে	হ্যারে দিয়া হ্যার দ্বারা হেয়ার কামে উনারে দিয়া	হেয়ার ধারেত্তা হেডারত্তা উনারতা	হেয়ার হ্যাডার উনার

১৩.২. নির্দেশক সর্বনাম

স্থানীয় এবং অভিবাসিত উভয় বাচক গোষ্ঠীর কথ্যবাংলায় ব্যবহৃত দূরত্ববাচক ও সামীপ্য বাচক সর্বনাম পদ গুলি হল-

নির্দেশক সর্বনাম	বাচক গোষ্ঠি	এক বচন	বহু বচন
দূরত্ব বাচক	স্থানীয়	ওটা, ওঠি, অক, ওন্না, অতে, অথে, ওত্তি, ওঠিকোনা, ওঠক্যের, ওঠিকার, ওন্নাকার, ওপাকে, অমাঘরে, ওটাক, ওটার, ওদিগির ,	ওলা, অমাক, অমার, ওগলা, ওলাৎ, ওলার, ওলাদিয়া
	অভিবাসিত	ওইডা, ওহিনে, ওইআনে, ওইহানে, ওইজাগা, ওইডায়, ওইহানকার, ওইদিষ্টে, ওমুড়া	ওইগুনা, অগোর, অগোরে, ওইগুলায়, ওইগুলার, ওইগুনার, ওইগুনাদিয়া, হেয়াদিয়া, অগো, অগে
সামীপ্য বাচক	স্থানীয়	এটা, এঠি, এঠিকার,এঠিকোনা,অ্যাক, এন্না, এন্নাকোনা, এত্তি, এঠিক্যার, এপাকে, এটাক, এটার, অ্যার,	এলা, এলার, এলাদিয়া ,এলাৎ, এগিলা, অ্যামার, অ্যামাক,
	অভিবাসিত	এইডা , এহিনে, এহিনকার, এইহানকার, এইজাগা, এহিনতা, এইডার, এমুড়া, এইদিষ্টে, অ্যারে,	এইগুনা, এইগুলা, এগুলাদিয়া, এই-গুলাতে , অ্যাদের, অ্যাগো

নির্দেশক সর্বনাম গুলির সঙ্গে বদ্ধরূপিম বা বিভক্তি বাচক বিকরণ যুক্ত হয়ে বিভিন্ন কারক সম্পর্কিত সর্বনাম পদ গঠিত হয় । যেমন -

স্থানীয় বচক গোষ্ঠীর কথ্যবাংলায়-

মুক্ত রূপিম বা প্রাতিপাদিক	+বদ্ধরূপিম বা বিভক্তি বাচক বিকরণ	=পদ
ওটা	- র	= ওটার
	- ত	= ওটাত
	- ক	= ওটাক
	- খে	= ওটাখে
	- য়	= ওটায়

মুক্ত রূপিম বা প্রাতিপাদিক	+বদ্ধরূপিম বা বিভক্তি বাচক বিকরণ	= পদ
ওঠি	- 0	= ওঠি
	- ক্যার	= ওঠি ক্যার
	- কোনা	= ওঠি কোনা
	- কার	= ওঠি কার
	- অ্যা	= ওঠিঅ্যা
ওলা	- ক	= ওলাক
	- ত	= ওলাত
	- য়	= ওলায়
	- তে	= ওলাতে
এটা	- ক	= এটাক
	- য়	= এটায়
	- তে	= এটাতে
	- রে	= এটারে
এঠি	- কোনা	= এঠিকোনা
	- ক্যার	= এঠিক্যার
	- অ্যা	= এঠিঅ্যা
	- ই	= এঠিই
এলা	- ত	= এলাত
	- য়	= এলায়
	-ক	= এলাক
	- র	= এলার
	- দিয়া	= এলা দিয়া
অ্যা	- র	= অ্যার
	- ক	= অ্যাক

অভিবাসিত বাচক গোষ্ঠীর কথ্যবংলায়

ওই	- ডারে	= ওইডারে
	- ডি	= ওইডি
	- হানে	= ওইহানে
	- হানতা	= ওইহানতা
ওই	- হিনে	= ওইহিনে
	- ডায়	= ওইডায়
	- হানকার	= ওইহানকার
	- দিষ্টে	= ওইদিষ্টে

মুক্ত রূপিম বা প্রাতিপাদিক	+বদ্ধরূপিম বা বিভক্তি বাচক বিকরণ	=পদ
ওই	- গুনার	= ওইগানার
ও	- মুড়া	= ওমুড়া
	- হিনে	= ওহিনে
	- গুলা	= ওগুলা
এই	- ডা	= এইডা
	- হিনে	= এইহিনে
	- হিনকার	= এইহিনকার
	- হানকার	= এইহানকার
	- জাগা	= এইজাগা
	- হিনতা	= এইহিনতা
	- ডার	= এইডার
	- মুড়া	= এইমুড়া
	- দিষ্টে	= এই দিষ্টে
অ্যা	- রে	= অ্যারে
	- গো	= অ্যাগো

১৩.৩. অনির্দেশক সর্বনাম

কোনকিছুকে সরাসরি নির্দিষ্ট করে দেয় না এরকম ভাব বোঝাতে স্থানীয় বাচক গোষ্ঠির উপভাষায় হোকো , কাখো , কুঠিকোনা , কুনঠেও, কুনপাকে , ক্যাহো , কিবা , ইয়া, ফাল্লা , কিয়া , কক্‌খোনো ইত্যাদি এবং অভিবাসিত কথ্যে কোহানে , কাউরে , কখুন , কুনদিষ্টে , কুনমুড়া, ইশে , কখুনু , কহন ইত্যাদি অনিশ্চয় বাচক সর্বনামের ব্যবহার রয়েছে।

অনির্দেশক সর্বনামের ব্যবহার নিম্ন রূপ -

ক) ক্যাহোকো জাবা কোহুবুনা দ্যা । (কাউকে বলবেনা হ্যাঁ)
খ) কাখো দ্যাখা পালি দিয়াদেশ দ্যা। (কাউকে দেখতে পেলে দিয়ে দিও হ্যাঁ)
গ) কিবা বুঝি চোলি গেইছে নোহয়। (ইয়ে মনেহয় চলে গেছে তাইনা)
ঘ) কুঠি জি গেল্ ভাই ক্যাজানে । (কোথায় যে গেল ভাই কিজানি)
ঙ) কুনঠেও পাবেন না । (কোথাও পাবে না)
চ) কুন পাকে জি জামঅ ক্যাজানে । (কোন দিকে যে যাবো কিজানি)
ছ) ক্যাহো খালে দ্যাখা পালেই হোলি । (কেউ শুধু দেখতে পেলেই হল)
জ) ফাল্লা বুজি নিয়া গেইছে । (ওমুকে হয়তো নিয়ে গেছে)
ঝ) কোহানে জে গেলো হেয়া তো কইতে পারিনা । (কোথায় যে গেল তা বলতে পারিনা)

ঞ) কাউরে কবানা কিন্তু । (কাউকে বলবেনা কিন্তু বল)
ট) হে কখুন গ্যালোরে ভাই । (সে কখন গেলরে ভাই)
ঠ) কুন দিশ্‌টে গেলি পর তারে পামু হেয়া কবে কেডা। (কোন দিকে গেলে তাকে পাবো তা বলবে কে)
ড) কুন মুড়া গোনে আইলিরে ? (কোন দিক থেকে এলিরে ?)
ঢ) ক্যাম্বালে গেলোগা কইতে পারিনা । (কিভাবে গেল বলতে পারবোনা)
ণ) একাম অন্য কাউরে দিয়া হবেনা হেয়া আমি জানতাম। (অন্য কাউকে দিয়ে একাজ হবেনা সে আমি জানতাম)
ত) কুনু হানে জাবানা কলাম । (কোনো দিকে যেয়োনা বললাম)

১৩.৪. প্রশ্নবাচক সর্বনাম

প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা বোঝাতে চলিত বাংলার মতো সর্বনাম পদের ব্যবহার এ অঞ্চলের উপভাষাতেও রয়েছে। তবে প্রশ্নবোধক সর্বনাম গুলির আঞ্চলিক রূপ রয়েছে। যেমন স্থানীয় কথ্যে প্রশ্নবোধক সর্বনাম গুলি হল -ক্যা , ক্যাক , ক্যার , কায় . কারঠে , কার তকনে, কুনা , কুনঠি, কুত্তি , কোতুলা, কতোলা, কুনশমে , কয়দিন, কোৎদিন, কুলা ইত্যাদি এবং অভিবাসিত কথ্যবাংলায় ক্যাডা , ক্যারা , কহোন , কুন , কোতায় , কডা , কুনদিষ্টে ইত্যাদি ।

একটি ছকে উভয় উপভাষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রসঙ্গের প্রশ্নবাচক সর্বনাম গুলি একটি ছকে পৃথক ভাবে দেখানো হল ।

বাচক গোষ্ঠী	সময়	দিন	স্থান	কারণ	পরিমান
স্থানীয়	কখোন , কুনশমে , কুনব্যালা , কটাৎ , কৎখোন ,	কুনদিন , কোদ্দিন , কদিন , কয়দিন ,	কুঠি , কুনঠি , কুনা, ত্তি, কুন্না , কুৎথাকি , কুঠিকোনা , কুনপাকে ,	ক্যানে , কিত্যা , ক্যাক , ক্যার , কারঠে , কারঠেনে , কিধান , কিংকরে , কেংকোরি, কাক , ক্যানে , কায় ,	কঝোনা, কটা , কতোলা , কোতুলা, কুলা , কত্তোকোনা, কতোটা, কতোবোড়ি ,
অভিবাসিত	কহোন , কুনব্যালা , কুনশমে , কডায় , কৎখুন ,	কুনদিন , কোদ্দিন , কদিন , কয়দিন ,	কুনধারে, কোতায়, কুনদিষ্টে , কহানে , কুনমুড়া,	ক্যান , কারধারে , ক্যাম্বালে , কারে , কুনপিলে , ক্যাডা , ক্যারা ,	কয়জোনা , কডা , কত্তোডি , কয়ডা কত্তোগুলান ,

১৩ . ৫. আত্মবোধক সর্বনাম

আত্মবোধক সর্বনাম হিসেবে উভয় উপভাষাতে ব্যবহৃত সর্বনাম গুলি হল-নিজে, আপোনকার, দি। এছাড়া পুরুষ বাচক সর্বনামন গুলির দ্বিত্ব প্রয়োগেও আত্মবাচক সর্বনিমের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।এক্ষেত্রে সর্বনামটির দুটি রূপের মধ্যে দ্বিতীয়টির রূপের কিছু পরির্তন ঘটে । বাক্যে ব্যাবহৃত আত্মবাচক সর্বনাম গুলির রূপ নিম্নরূপ -

ক) মুই কিন্তুক অ্যাখেলাই অ্যাখেলার কাম কোরুম । (আমি কিন্তু নিজেই নিজের কাজ করবো)
খ) হার‍্যা নিজেরায় তো নিজ্যার ভুইটা গাড়বা পাতেন র‍্যা। (হ্যারে নিজেরাই তো নিজের জমিটা করতে পারতিস)
গ) অয় আপোনকার খায়্যে শুত্যে পোড়বি । (ও নিজেই খেয়ে শুয়ে পড়বে)
ঘ) মুই নিজে জাতে চাহিচু । (আমি নিজেই যেতে চেয়েছি)
ঙ) অরা অরায় নাগে গিচ্যে । (ওরা ওরাই লেগে পড়েছে)
চ) হামরা হামরায় কোহিচি । (আমরা নিজেরাই বলছি)
ছ) তোরা তোরায় বেলে জাবেন । (তোমরা তোমরাই নাকি যাবে)
জ) আমি কোইলাম নিজেরডি নিজেই কাডগা আনবো। (আমি বললাম নিজের টুকু নিজেই কেটে নিয়ে আসবো)
ঝ) আমরা আমরাই চোলগা জামু গা। (আমরা আমরাই চলে যাবো)
ঞ) আপনা আপনিই কোইরা নিবি । (আপনা আপনি করে নিবি)
ট) ওইটুক পোলা আপনা আপনি খাইবার পারে ? (ওই টুকু ছেলে নিজে নিজে খেতে পারে ?)
ঠ) আমি অ্যাকলাই জাইতে পারবো আনে । (আমি একাই যেতে পারবো)
ড) হ্যারা হ্যারাই তো করবে কোইলো । (ওরা ওরাই তো করবে বললো)
ঢ) তোরা তোরাই খ্যাল আমরা আর খেলুমনা আনে । (তোরা তোরাই খেল আমরা আর খেলবো না)
ণ) আপনে নিজেই কলাম জাইবেন । (আপনি নিজেই আসবেন কিন্তু)

১৩.৬. সর্বনাম মূলক আরও কিছু পদের উদাহরণ -

ক) সময় নির্দেশক - (উভয়)- জেই , সেই, তখোন।

(স্থা)অ্যাখোনকায়, অ্যাখোনে, অ্যাখোন, অ্যাঙ্কা, তঙ্কা, জঙ্কা, জখোনকা,জখোনকায়,তখোনকায়, এত্তি-লে, এইঘোরি।

(অভি)-অ্যাহোন , অ্যাহোনি , এখঅন , অহন , অহোনি , জখঅন , তখঅন , জহোন , জহোনি, তহোন , তহোনি ।

খ) স্থান নির্দেশক - (স্থা)-এঠি , এঠিকোনা , এঠিনা , এন্না , এন্নায় , এন্নাকোনা , ওন্নায় , জেঠি, শেঠি ,জেঠিকোনা , শঠিকোনা , জেঠিনা , শেঠিনা , জেন্না , শেন্না ওলাৎ ।

(অভি)-এহানে , এহিনে , এহানতা , জেহানে , শেহানে , ওহানে , উইহান , ওমুরা ,

গ) সাকল্য বাচক সর্বনাম - (স্থা) -শকলায়, শবাই, শবায়, তামাললায়, ব্যাবা, শবগুলায়, তামান।
(অভি)-ব্যাবাক, ব্যবাকটি, তামানডি, হগলে, হক্কলে, হগলডি, ব্যায়াকটি।

ঘ) প্রতিনির্দেশক / সাপেক্ষ / সমুচ্চয়ী / সংযোগ বা সঙ্গতি বাচক সর্বনাম (স্থা)- জখোন - তখোন , জেঠি-শেঠি,জার-তার, জেই-শেই, জাই-তাই, জেন্না-শেন্না, জেত্তি-শেত্তি, জেতুলা-শেতুলা, জেধান-শেধান , ছ্যাচেৎ- ম্যাচেৎ।

(অভি)- জহোন-তহোন, জেইহানে-শেইহানে, জে-শে , জতোডি-শেতোডি ।

১৪. সর্বনাম জাত বিশেষণ

মান্যচলিত বাংলার মতো এই অঞ্চলের উভয় গোষ্ঠীর কথ্যবাংলায় সর্বনাম জাত বিশেষণের ব্যবহার রয়েছে । দেশ বাচক , কাল বাচক , পরিমাণ বাচক এবং সাদৃশ্য বাচক সর্বনাম জাত বিশেষণের তালিকা দেওয়া হল । স্থানীয় এবং অভিবাসিত উপভাষার পৃথক সারণী দেওয়া হল ।

	দেশ বাচক	কাল বাচক	পরিমাণ বাচক	বাদৃশ্যবাচক
স্থানীয়	এঠি,এঠিকোনা,ওঠি, ওন্না,ওকরে,ওঠিনা, ওকরে,ওঠিকোনা, এঠিনা, জেঠি, জেঠিনা,জেঠিকোনা, শেঠি, শেঠিকোনা, শেঠিনা, এত্তি, এত্তিকোনা, এন্না, একরে, এপাকে, ওপাকে	অ্যাখোন, অ্যাখোনে, অ্যাঙ্কা,অ্যাখোনকায়, জখোন, জঙ্কা,জখোনে, জখোনকা, জখোনকায়, তখোন, তঙ্কা, তখোনে, তখোনকা, কখোন, কখোনকা,এত্তিলে, হ্যানশমে, জেইশমে, শেইশমে	অ্যাতোলা, এতুলা, অ্যাত্তোলা, কতলা, এলা, জেলা, ওলা, শেলা, কোতুলা, জোতুলা, শোতুলা, এগ্‌লা,	এধান, জেধান, শেধান, কিধান , এলায়, জেলায়, এরকম, কিরকম্, এরকমে,
অভিবাসিত	এহিনে, এইনে, এইজাগা, ওহিনে, ওইনে, ওইজাগা, জেহিনে, জেইনে,জিহানে, জেইহানে, এইহানগোনে, এমুড়া, ওমুড়া, এমাতা, ওমাতা, এইদিষ্টে, ওইদিষ্টে, ওইহানগোনে, এহিনতা,	অহোন, অ্যাহোন, জহন, জহুনি, জেইশোমায়, তহন, কহন,অ্যাহুনি,তহুনি, কুনশোমায়, হেইশোমায়, এত্তিকালে	অ্যাতোডি, কতোতডি, অ্যাতোগুলান, এইগুলান, জেইগুলান, শেইগুলটান, ওইডি, এইডি,	এইরহম, জেরহম, জ্যামন, ত্যামন, কিরহম, এইডিই, এইরহমই, জেমঅন, তেমঅন,

১৫. ক্রিয়া বিশেষণ

মান্যচলিত বাংলায় যে ক্রিয়া বিশেষণপদগুলির পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলি ছাড়াও উত্তর-পূর্ব মালদহ জেলায় বসবাসকারী উভয় বাচক গোষ্ঠীর কথ্যবাংলায় কিছু নতুন ক্রিয়া বিশেষণ পাওয়া যায়। যেগুলি একেবারেই আঞ্চলিক বৈশিষ্টে স্বতন্ত্র। স্থানীয় এবং অভিবাসিত বাচক গোষ্ঠীর কথ্যবাংলায় ব্যবহৃত সেই ক্রিয়া বিশেষণগুলি হল-

স্থানীয় বাচক গোষ্ঠীর কথ্যে -

পদ	অর্থ	বাক্যে ব্যবহার
ক) অ্যাকঘোরি	দ্রুত	অ্যাকঘোরি আশিম
খ) টপকোরি	,,	টপকোরি খায়ানি
গ) ফোকফোকিয়া	বাচাল	অয় জেধান ফোকফোকিয়া কহে দিবি
ঘ) ভোকভোগিয়া	,,	তুই ভাই ব্যাজাই ভোকভোগিয়া
ঙ) হাকাবাকা	তাড়তাড়ি	হাকাবাকা কোরি কাম করেন নাবো
চ) ধর্‌ধর্‌	ঝটপট	অ্যানা ধর্‌ধর্‌ কোরি আগিনা শানটো গ্যা
ছ) হাতাবাতি	মিলেমিশে কাজ করা	হাতাবাতি কন্নি গিলা করো গ্যা
জ) ধৎপৎ	চঞ্চল হয়ে কিছু করা	ধৎপৎ কোরি কুঠি জাছেন বো
ঝ) তড়ুতড়ু	,,	ধীরে শুশ্‌তে কাম কর্‌ তড়ুতড় কোরছি ক্যানে
ঞ) আলকুটানি	মিথ্যা ভান	বেচ্ছল মানশের অত আলকুটানি ভালো নোহয়

অভিবাসিত বাচক গোষ্ঠীর কথ্যে -

পদ	অর্থ	বাক্যে ব্যবহার
ক) শিগগীর	শীঘ্র	তুমি শিগগীর আহো
খ) আকাবাকা	তাড়াতাড়ি	অতো আকা বাকা কোইরো না
গ) তড়ুতড়ু	চঞ্চল	অত তড়ুতড়াইগা মানুশ বালা না
ঘ) হাইডা	দ্রুত	আলো হাইডা আহো
ঙ) বালো কোইরা	সাবধানে	বালো কোইরা জাবা কলাম
চ) উঙ্গি	উকিমারা	উঙ্গিদিয়া কারে দ্যাহো
ছ) ভ্যাঙ্‌গা	ব্যাঙ্গাত্মক অনুকরণ	এই ছ্যামরা তুই ভ্যাঙ্‌গাশ ক্যা

১৬. লিঙ্গ

এই অঞ্চলের উভয় গোষ্ঠীর কথ্যবাংলায় পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, উভয়লিঙ্গ-এই তিন প্রকার লিঙ্গেরই ব্যবহার লক্ষ করা যায়। মান্য চলিত বাংলার মতো এই অঞ্চলের উপভাষাতেও লিঙ্গ অর্থ নির্ভর। লিঙ্গ ভেদে বিশেষ্যের রূপ ভেদ রয়েছে। এক্ষেত্রে বিশেষ্যমূলক রূপিমের সঙ্গে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের পৃথক

পৃথক প্রত্যয় যোগ হয় ফলে তাদের পৃথক পৃথক রূপের সৃষ্টি হয়। তবে লিঙ্গ ভেদে সর্বনামের রূপের পরিবর্তন হয়না । অর্থাৎ পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত সর্বনামের রূপ অভিন্ন । আবার ক্রিয়ার রূপ নিয়ন্ত্রণেও লিঙ্গের কোন প্রভাব এই অঞ্চলের উপভাষায় দেখা যায়না ।

১৬.১. পুংলিঙ্গ

১৬.১.১. পুরুষ বাচক প্রত্যয় হিসেবে 'আ' -এর ব্যবহার উভয় বাচক গোষ্ঠীর উপভাষায় সর্বাধিক লক্ষ করা যায় । যেমন -

ব্যাটা(পুত্র), ছোড়া (ছেলে), চ্যাংড়া (ছেলে), পিশা (পিসেমশায়), মাশা (মেসো), মাশুয়া (মেসো) এভাগিনা (ভাগ্নে), ভাতিজা (ভাস্তে), কান্দুরা (ছিঁচকাঁদুনে), শুটকা (ক্ষীণকায়), খোলটা (রোগা),মোটকা (মোটা পুরুষ), ঠশা (বধির), চ্যমঠা (রোগা), ভোটকা (মোটা পুরুষ), শোংড়া (মিতা), শালা (শ্যালক), ট্যাপা (নাম), ভায়রা, মিতা , কাকা , মামা, পোলা (ছেলে), মাউশা (মেশো),ভাগিন, ভাইশ্তা (ভাস্তে) , হালা (শ্যালক) , কাহা (কাকা) , জ্যাডা (জ্যাঠামশায়) , বয়ড়া (বধির)।

১৬.১.২. পুরুষ বাচক বিশেষ্য অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দ , বিশেষ্য অথবা বিশেষণের সঙ্গে যুক্ত হয়েও পুংলিঙ্গ গঠিত হয় । যেমন -

জাওই / জামাই যোগে - ভাগ্নি জাওই / ভাগ্নি জামোই / ভাগ্নি জামাই, ভাতিজি জাওই / ভাতিজি জামাই / ভাতিজি জামোই / ভাশ্তি জামাই, নাতি জাওই / নাতি জামাই / নাত জামোই / নাত জামাই

(জাওই বা জামোই শব্দ স্থানীয় এবং জামাই শব্দটি অভিবাসিত বাচক গোষ্ঠী ব্যবহার করে থাকেন)

বাপ / বা ছটো বাপ / ছটো বা / ছোটো বাপ / ছোটো বা (কাকা),
বড়ো বাপ / বড়ো বা (জ্যাঠামশায়)
ঠাকু বাপ / ঠাকু বা / ঠাকুর বাপ / ঠাকুর বা (ঠাকুর দা)
মিত বাপ / মিতা বাপ (মিত বাবা)
ধোকোর বাপ (ধর্ম পিতা)

(বাপ যোগে পুংলিঙ্গ শুধুমাত্র স্থানীয় বাচক গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়)

১৬.২. স্ত্রীলিঙ্গ

স্ত্রীলিঙ্গ বাচক প্রত্যয় গুলি হল -ই, নি,ইন,আন ।

১৬.২.১. 'ই'- প্রত্যয় যোগে গঠিত স্ত্রীলিঙ্গ ।

বেটি, বিড়ি, চেঙড়ি, দাদি, ছোড়ি, মাশি, মামি, কাকি, কাহি, পিশি, ঠশি, খুল্টি, মুটকি, চেমঠি, শুটকি, ভুটকি, কান্দুরি, ভাতিজি, ভাগিনি, শালি, টেপি, ধোলি, ছুকড়ি, কামালি, পোয়াতি ।

১৬.২.২. 'নি'- প্রত্যয় যোগে গঠিত স্ত্রীলিঙ্গ

মাশ্টারনি, দাক্তারনি, মল্লানি, গিৎথানি, বিহানি, দিদিমনি, কামান্নি, চামান্নি, ডুমনি, জালানি, পোলানি, কুচুনি, বোড়াগিনি, বামনি, শাতান্নি, বেশ্যানি, নাপতানি, নাউয়ানি, চুন্নি, কামচুন্নি, কুড়ানি।

১৬.২.৩. 'ইন'- প্রত্যয় যোগে গঠিত স্ত্রীলিঙ্গ

নাতিন, শোতিন, বোহিন, বোয়াশিন, বোইন, বেয়াইন, মিতিন,

১৬.২.৪. 'আন' - প্রত্যয় যোগে গঠিত স্ত্রীলিঙ্গ।

ব্যাহান, মল্লান, গিৎথান,

১৬.২.৫. স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দ যোগে গঠিত স্ত্রীলিঙ্গ।

বোহু / বোউ -

ছটো বহু / ছটো বোউ / ছোটো বোউ / ছোডো বোউ,ভাই বোহু / ভাই বোউ, বড়ো বোহু / বড়ো বোউ, ভাগিনা বোহু / ভাগিনা বোউ / ভাইগ্না বোউ, ভাতিজা বোহু / ভাতিজা বোউ / ভাইশ্তা বোউ, মাঝা- বোহু/ মাঝাবোউ / মাইজা বোউ , নাতি বহু / নাত বোউ , হালা বোউ ইত্যাদি।

মা / মাও -

ছটো মাও / ছটো মা / ছোটো মাও / ছোটো মা (কাকি) , বড়ো মাও / বড়ো মা (জ্যাঠিমা) , ঠাকু-মাও / ঠাকু মা / ঠাকুর মাও / ঠাকুর মা (ঠাকুমা) , মিত মাও / মিত মা (মিতমা) , ধোকোর মাও (ধর্ম মা , পাতানো মা)

১৬.২.৬. ভিন্ন শব্দ যোগে গঠিত স্ত্রীলিঙ্গ।

বাপ - মাও, ভাতার - মাগ, মরৎ-মাগি, জাওই-বেটি, ব্যাটা-বেটি, তাহোই-মাহোই, শোমোন্দি-জেশোই, মরৎ-মাইয়া, মর্দা-মাগি।

১৬.৩. বিশেষ্য মূলক রূপিমের লিঙ্গান্তর করণ -

১৬.৩.১. অন্ত্য প্রত্যয় যোগে

অন্ত্য প্রত্যয়	**মুক্ত রূপিম**	**লিঙ্গান্তর**
ক) / '-ই' /	ব্যাটা	বেটি
	দাদা	দাদি
	মামা	মামি
	কাকা	কাকি
	মাশা	মাশি
	পিশা	পিশি
	ছোড়া	ছোড়ি
	ট্যাপা	টেপি
	চ্যাঙড়া	চেঙড়ি

অন্ত্য প্রত্যয়	মুক্ত রূপিম	লিঙ্গান্তর
/ '-ই' /	কানা	কানি
	ভাগিনা	ভাগিনি
	ভাতিজা	ভাতিজি
/ '-ই' /	ভাইশ্‌তা	ভাশ্‌তি
	কান্দুরা	কান্দুরি
	শুটকা	শুটকি
	খোল্টা	খুল্টি
	মোটকা	মুটকি
	ঠশা	ঠশি
	চ্যমঠা	চেমঠি
	ভোটকা	ভুটকি
	শোংড়া	শুংড়ি
	শালা	শালি
	বেডা	বিডি
	বলদা	বোলদি
	ঢ্যামনা	ঢেমনা
	ধলা	ধোলি
খ) / '-নি')	মাশ্‌টার	মাশটারনি
	গিরশ্‌ত	গিৎথানি
	দাক্তার	দাক্তারনি
	মড়ল	মল্লানি
	বিহাই	বিহানি
	কামার	কামান্নি
	ডোম	ডুমনি
	জালা	জালানি
	পোলা	পোলানি
	কোচ	কুচুনি
	বোড়াগি	বোড়াগিনি
	বামন	বামনি
	শাতাল	শাতান্নি
	চামার	চামন্নি
	নাউয়া	নাউয়ানি
	মোছোমান	মোছোমানি

অন্ত্য প্রত্যয়	মুক্ত রূপিম	লিঙ্গান্তর
গ) / '-ইন' /	নাতি	নাতিন
	ভায়া	বোহিন
ঘ) / '-আন')	ব্যাহাই	ব্যাহান
	মড়ল	মল্লান
	গিরশ্‌ত	গিৎথান

১৬.৩.২. মুক্ত রূপিম যোগে লিঙ্গান্তর

মুক্ত রূপিম গুলি মূল রূপিমের সঙ্গে অন্ত্যে যোগ হয়েও অনেক সময় লিঙ্গান্তর ঘটে

মূল মুক্ত রূপিম	+ মুক্ত রূপিম	= লিঙ্গান্তর
নাতি	বহু / বোউ	নাতি বহু / নাত বোউ
ভাগিনা	,,	ভাগিনা বহু / বোউ
ভাতিজা	,,	ভাতিজা বোহু / বোউ
ভাইশ্‌তা	,,	ভাইশ্‌তা বোউ
ভাই	,,	ভাই বহু / বোউ
ছোটো	,,	ছোটো বোহু / বোউ
ছটো	,,	ছটো বহু / বোউ
সোডো	,,	সোডো বোউ
বড়ো	,,	বড়ো বহু / বোউ
মাঝা	,,	মাঝা বহু / বোউ
মাইজা	,,	মাইজা বোউ
ছটো	মাও / মা	ছটো মাও /মা
ছোটো	,,	ছোটো মাও / মা
বড়ো	,,	বড়ো মাও / মা
ঠাকু	মাও / মা	ঠাকু মাও / ঠাকুমা
মাঝা	,,	মাঝা মাও / মা
মিতা	,,	মিতা মাও / মিত মাও / মা
ঠাকু	বাপ / বা	ঠাকু বাপ / ঠাকুবা
ঠাকুর	,,	ঠাকুর বাপ
মিতা	,,	মিতা বাপ / মিত বাপ / বা
ছটো	,,	ছটো বাপ / বা
ছোটো	,,	ছোটো বাপ / বা
বড়ো	,,	বড়ো বাপ / বা

১৬.৪. উভয় লিঙ্গ

শাগাই, (আত্মীয় / বৌদি বা ভগ্নিপতির ভাই বা বোন), কুটুম (আত্মীয়) , পাট (জনমজুর) , বেরামি (রুগি), ভায়া (সন্তান), কাচনি (শিশু) , কাচুয়া (শিশু), ছোয়াল (সন্তান) ছোল-পোল (কচিকাচা) , গুড়াগাড়া (কচিকাচা) কড়ুম (আত্মীয়) ।

১৭. বচন

এই অঞ্চলের উভয় উপভাষাতে মান্য চলিতের মতো একবচন ও বহুবচনের ব্যবহার রয়েছে । তবে স্থানীয় বাচকগোষ্ঠীর কথ্যে সর্বনামের ক্ষেত্রে বচন ব্যবহারের একটি বিশেষ বিশেষত্ব রয়েছে । যা চলিত বাংলায় কখনও পরিলক্ষিত হয়না । যেমন 'তোমরা' সর্বনামটির দ্বারা মান্য চলিতে বহুবচন বোঝায় ; কিন্তু এই অঞ্চলের স্থানীয় কথ্যে এর দ্বারা একবচন এবং বহুবচন উভয়ই বোঝায় । এক্ষেত্রে ক্রিয়া পদের উত্তর 'এন' সম্মানার্থক প্রত্যয় যুক্ত হয় । এই রকম উভয় বচনে ব্যবহৃত সর্বনাম গুলি হল 'হামরা','তোমরা', 'তোরা', 'অরা', ইত্যাদি । তবে অন্যান্য সর্বনামের ক্ষেত্রে একবচনের পৃথক রূপ রয়েছে । যেমন- মুই, তুই , অয়, সবসময়েই এক বচন ।

এই অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষায় বচন ভেদে ক্রিয়া পদের রূপের পরিবর্তন হয় । বিশেষত উত্তম পুরুষ এবং মধ্যম পুরুষে এই পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।কিন্তু অনুজ্ঞা এবং প্রথম পুরুষের ক্ষেত্রে এপরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। তবে শুধুমাত্র স্থানীয় কথ্যবাংলার ক্ষেত্রেই বচন ভেদে ক্রিয়া পদের এমন পরিবর্তন হয়ে থাকে । মান্য চলিত বাংলায় 'আমি করি' এখানে একবচন বাচক সর্বনাম এবং ক্রিয়াপদের একটি রূপ রয়েছে । স্থানীয় কথ্যবাংলায় বচন ভেদে ক্রিয়াপদটির রূপের পরিবর্তন লক্ষণীয় । যেমন -

একবচনে	**বহুবচনে**	**একবচনে**	**উভয় বচনে**	**উভয়বচনে**
মুই করো	হামরা কোরি	তুই কর	তোরা করো	তোমরা করো / করেন
কোরিম	কোরিমঅ	কোরিশ	করেন	কোরিয় / করেন
কোরিনু	কোরিনঅ	কোরলু	কোরল্যান	কোরল্যান / কোরল্যান

উপরের সারণীতে সর্বনাম পদের এক বচন বহুবচন এবং উভয় বচনে তিনটি কালে ক্রিয়া পদের রূপের পরিবর্তনটি দেখানো হল ।

একবচন ও বহুবচনের ক্ষেত্রে বিশেষ্যের পৃথক পৃথক রূপই সাধারণত ব্যবহার হয়ে থাকে। একবচনে মানুশটা বহুবচনে মানুশগুলা। তবে বচন নির্দেশকটি যদি বিশেষ্য পদটির পূর্বে অবস্থান করে সে ক্ষেত্রে বিশেষ্যটির রূপের কোনও পরিবর্তন হয়না। যেমন একবচনে অ্যাকটা ব্যাল বহুবচনে ম্যালায় ব্যাল। অর্থাৎ'বেল' এই বিশেষ্যটির উভয় বচনে একই রূপ বর্তমান থাকে ।

১৭.১.একবচন

একবচন নির্দেশক বিভক্তি গুলি হল - অ্যাকেনা , টা , ডা ,অ্যাট্টা , কোনা , ইত্যাদি । এগুলি প্রত্যয়ের মতো পদান্তে বসে । প্রাণী বা বস্তুবাচক উভয় ক্ষেত্রেই 'টা' বিভক্তি যুক্ত হয় ।

১৭.১.১. নির্দেশক সর্বনাম

চলিত বাংলার মতো এটা , ওটা ছাড়াও এইডা , ওইডা ইত্যাদি বিভক্তি প্রয়োগের প্রভাব এই অঞ্চলের কথ্যবাংলার নির্দেশক সর্বনামের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় ।

১৭.১.২. অ্যাক , অ্যাক্খে , অ্যাকেনা , অ্যাট্টা , কোনা - বিশেষণ যোগে একবচনের রূপ গঠিত হয় । যেমন-

ক) অ্যাকেনা আম কুরি পানু । (একটি আম কুড়িয়ে পেলাম)
খ) অ্যাকঝোনায় এটা কাম কোরবা পারত । (একাই একাজটি করতে পারে)
গ) অ্যাখেলাই বোঝা উঠা যায়না । (একাই বোঝা তোলা যায়না)
ঘ) অ্যাকটা মানুশ আহিচিল । (একটি মানুষ এসেছিল)
ঙ) অ্যাট্টা বেডা তোমারে জাতি কলো । (একটি লোক তোমাকে যেতে বলল)
চ) তোমার বাবায় অ্যাক খান মানুশ সিলো।(তোমার বাবা একজন ভালো মানুষ ছিল)
ছ) আমার ওইলো গিয়া অ্যাট্টাই পোলা। (আমার একটি মাত্র ছেলে)
জ) আমাগো অ্যাকখান পোহির আসে। (আমাদের একটি পুকুর আছে)
ঝ) ছোয়াল কোনা ফের ভালোয় হোচ্যে।

১৭.২.বহুবচন

১৭.২.১.বহুবচন নির্দেশক বিভক্তি

বহুবচন নির্দেশক বিভক্তি গুলি হল স্থানীয় কথ্যে- গুলা , লা , গিলা এবং অভিবাসিত কথ্যে - গুনা , গুলান, । বহুবচন নির্দেশক এই বিভক্তি গুলি প্রাণী বাচক এবং বস্তুবাচক উভয় ক্ষেত্রেই সমান ভাবে ব্যবহৃত হয় । যেমন-

চ্যাঙড়া গুলা , ছোড়ি গিলা , বোকড়ি গুলা , গোরুলা , মানুশ গিলা , মাস্টার গুনা , বাগুন গুলান , ছেমরি গুনা , ছ্যামরা গুনা ।

বহুবচন নির্দেশক সর্বনাম পদের প্রয়োগেও বহুবচন পদ গঠিত হয়। যেমন - এলা, জেলা, এগিলা, এগুলান, জেগুলান নির্দেশক সর্বনাম গুলি বিশেষ্য পদের পূর্বে বসে বহুবচনের পদ গঠিত হতে পারে ।

১৭.২.২. বহুত্ব বোধক বিশেষণ বিশেষ্যের আগে বসিয়েও বহুবচনের রূপ গঠিত হয় । যেমন - স্থানীয় কথ্যে -

ঢাল্লা মানুশ , ম্যালায় চ্যঙড়া ,ব্যাদাম ধান , অগন্তি উকুন । অতিরিক্ততা বোঝাতে ব্যাজাই বিশেষণটি ব্যবহৃত হয় । যেমন - ব্যাজাই ওদ্দি , ব্যাজাই জর (জ্বর) , ব্যাজাই হিয়াল (ভীষণ ঠাণ্ডা) ।

১৭.২.৩. দ্বিত্ব ও যুগ্ম শব্দের প্রয়োগে গঠিত বহুবচন মূলক পদ ।

ছোল- পোল , বড্চ- বড্চ আলু , গিদিনি- গিদিনি আলু , গিদিরি -গিদিরি চান্দা মাচ , চ্যাঙড়া - প্যাঙড়া , জুয়ান -জুয়ান মাগি , জুয়ান -জুয়ান মরৎ , ছটো-ছটো ছোয়াল ,

১৭.২.৪. সমষ্টি বাচক বিভিন্ন শব্দ বসিয়েও বহুবচনের পদ গঠিত হয়।

যেমন- ব্যাবাক , তামান , শকলায় , শোবায় , শবাই , চোপ্পর দিন , গোটারাত , গোটায় বছোর , গোটাদিন, গোটায় মাশ , গোটায় আত , বেয়াকটি , তামানডি ।

১৭.২.৫.সর্বনাম পদের বহুবচনের রূপগুলি দিয়েও বহুবচন গঠিত হয়।

+ রা - তোমরা, হামরা, অমরা, তুমরা, তোরা, তুরা, আপনেরা, উনারা, তেনারা। (তবে ইতি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে স্থানীয় কথ্যে তোমরা, হামরা, অরা, তোর - উভয় বচনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে) / কোটা / বস্তুবাচক মাছকোটা , একুটা ধান । / কোনারা / ছোল কোনারা , গোরু কোনারা ।

১৭.২.৬ . সর্বনাম পদ দিরুক্ত করেও বহুবচন পদ বোঝায়। যেমন-

স্থানীয় কথ্যে - ক্যা ক্যা, কায় কায়, জায় জায়, তায় তায়, অরা অরায়, তোরা তোরায়, এঠি ওঠি, হামরা হামরায়, তোমরা তোমরায়। (ইতি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে স্থানীয় কথ্যে তোমরা, হামরা, অরা , তোরা - উভয় বচনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । তবে দ্বিরুক্ত ব্যবহার হলে সেক্ষেত্রে শুধু মাত্র বহুবচন হিসেবেই প্রয়োগ হয় ।)

অভিবাসিত কথ্যে - ক্যারা ক্যারা , কেডা কেডা , জে জে , হে হে ,

১৭.৩. একবচনের পদ গঠন

১৭.৩.১. অন্ত্য প্রত্যয় যোগে

	মুক্ত রূপিম	+	বদ্ধরূপিম	= পদ
ক)	বুড়া		/ -টা / (স্থা)	= বুড়াটা
	মানুশ			= মানুশটা
	চ্যাঙড়া			= চ্যাঙড়াটা
	ছোড়ি			= ছোড়িটা
	ছোড়া			= ছোড়াটা
	ছাগোল			= ছাগোলটা
	বকড়ি			= বকড়িটা
	বাগন			= বাগনটা
	মাগি			= মাগিটা
	ছোল			= ছোলটা
	বোউ			= বোউটা
	বেচ্ছল			= বেচ্ছলটা
	বুড়গা		/ -ডা /(অভি)	= বুড়গাডা

	মুক্ত রূপিম	+ বদ্ধরূপিম	= পদ
	বুইড়া	/ -ডা /(অভি)	= বুইড়াডা
	মাইয়া		= মাইয়াডা
	মেয়া		= মেয়াডা
	পোলা		= পোলাডা
	বিডি		= বিডিডা
	ছ্যামড়া		= ছ্যামড়াডা
খ)	ছোল	/ -কোনা / (স্থা)	= ছোলকোনা
	চেঙড়ি		= চেঙড়িকোনা
	জাওই		= জাওইকোনা
	ভায়া		= ভায়াকোনা
	বুড়া		= বুড়াকোনা
	বোউ		= বোউকোনা
	ঘর		= ঘরকোনা
	জামা		= জামাকোনা
	বেটি		= বেটিকোনা
	ভুই		= ভুইকোনা
	প্যান		= প্যানকোনা

১৭.৩.২. মুক্তরূপিম + মুক্তরূপিম সহযোগে

মূল রূপিমের পূর্বে একবচন বাচক মুক্ত রূপিম সহযোগেও এক বচনের পদ গঠন করা হয় ।

মুক্ত রূপিম +	শব্দ	+ মূল রূপিম	= পদ
অ্যাক	দিনের	ঘাটা	= অ্যাক দিনের ঘাটা
,,	ব্যালার	কাম	= অ্যাক ব্যালার কাম
,,	ঝোনার	ব্যাতোন	=অ্যাকঝোনার ব্যাতোন
,,	ঝুনিয়া	চোখি	= অ্যাক ঝুনিয়া চোখি

মুক্ত রূপিম +	মূল রূপিম	= পদ
অ্যাকেনা	নুঙ্গি	= অ্যাকেনা নুঙ্গি
,,	গাই	= অ্যাকেনা গাই
,,	ব্যাটা	= অ্যাকেনা ব্যাটা
,,	পোখর	= অ্যাকেনা পোখর
,,	নাতি	= অ্যাকেনা নাতি
,,	ঠেটি	= অ্যাকেনা ঠেটি
,,	গাঞ্জি	= অ্যাকেনা গাঞ্জি
,,	বোহিন	= অ্যাকেনা বোহিন
,,	বোহুনু	= অ্যাকেনা বোহিন

১৭.৪. বহুবচনের পদগঠন

১৭.৪.১. অন্ত্য প্রত্যয় যোগে

মুক্ত রূপিম	+	**বদ্ধরূপিম**	= পদ
মানুশ		গুলা	=মানুশগুলা
মানুশ		লা	= মানুশ লা
পোক্‌খি		গুলা	= পোক্‌খিগুলা
চ্যাঙড়া		গিলা	= চ্যাঙগিলা
ছোড়ি		গিলা	= ছোড়ি গিলা
শোঙ্গি		গুলা	= শোঙ্গি গুলা
গামোচ		গুলা	= গামোচ গুলা
ম্যালা		গুলা	= ম্যালা গুলা
ব্যাবাক		লা	= ব্যাবাক লা
তামান		লা	= তামানলা
শব		গুলা	= শব গুলা

১৭.৪.২. বহুবচন বাচক মুক্তরূপিম সহযোগে

মূল রূপিমের পূর্বে বহুবচন বাচক মুক্ত রূপিম সহযোগে বহুবচন পদ গঠন করা হয়।

বহুবচন বাচক

মুক্ত রূপিম	+	**মূলরূপিম**	= পদ
ম্যালায়		ধান	= ম্যালায় ধান
ব্যাদাম		গোহোম	=ব্যাদামগোহোম
ব্যাজাই		হিয়াল	= ব্যাজাই হিয়াল

বহুবচন বাচক

মুক্ত রূপিম	+	**মূলরূপিম**	= পদ
গোটায়		বাশ্‌শ	= গোটায় বাশ্‌শা
ব্যাবাক		পাটা	= ব্যাবাক পাটা
তামান		বোউবেটি	=তামান বোউবেটি
চোপ্পর		দিন	= চোপ্পর দিন
হাইরে		ওদ্দি	= হাইরে ওদ্দি
কোঠিন		জল	= কোঠিন জল
ঢেল্‌লা		শোইশা	=ঢেল্‌লাশোইশা

অভিবাসিত কথ্য বাংলায়-

বহুবচন বাচক

মুক্ত রূপিম	+	**মূলরূপিম**	= **পদ**
ব্যায়াকটি		হোশকা	= ব্যায়াকটি হোশকা
ম্যালাডি		মানু	= ম্যালাডি মানু
তামানডি		টমাটম	= তামানডি টমাটম

১৮. বিশেষ্য মূলক রূপিম

বিশেষ্য মূলক রূপিমের সঙ্গে প্রত্যয় বা বিভক্তি মূলক বদ্ধ রূপিম সংযুক্ত হয়ে বিশেষ্য মূলক রূপিম গঠিত হয়। উভয় বাচক গোষ্ঠীর কথ্যবাংলায় বিশেষ্যমূলক মুক্তরুপিমের সঙ্গে র, এর, বার, ইবার, ইত্যাদি বদ্ধরূপিম সংযুক্ত হয়ে পদ গঠিত হয়।

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বিশেষ্য পদকে মোট পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন, যথা- সামান্যবাচক, সংগাবাচক, গুণ বা ভাববাচক, সমষ্টিবাচক এবং ক্রিয়াবাচক। আমরাও আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত বিশেষ্যের শ্রেণি বিভাগকে অনুসরণ করে এই অঞ্চলের উভয় বাচক গোষ্ঠীর উপভাষায় বিভিন্ন শ্রেণির বিশেষ্যমূলক মুক্তরূপিমের সঙ্গে বদ্ধরূপিম সংযুক্ত হয়ে যেভাবে পদ গঠিত হয়, তার উদাহরণ দেওয়া হল।

১৮.১. সামান্য বাচক বিশেষ্য

মুক্ত রূপিম	+	**বদ্ধরূপিম**	= **পদ**
মোছোমান		- এর	= মোছোমানের
পোলা		- র	= পোলার
জালা		- র	= জালার
হেন্দু		- র	= হেন্দুর
ভোশ		- এর	= ভোশের
কোচ		- এর	= কোচের
মাইয়া		- র	= মাইয়ার
পোলা		- র	= পোলার
চামার		- এর	= চামারের
কামার		- এর	= কামারের
শাতাল		- এর	= শাতালের
ঝাঙ্গোর		- এর	= ঝাঙ্গোরের

১৮.২. সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য

মুক্ত রূপিম	+	বদ্ধরূপিম	= পদ
হাড়ি		- র	= হাড়ির
মালদো		- র	= মালদোর
গাজোল		- এর	= গাজোলের
কেনপোখর		- এর	= কেনপোখরের
মোদিপোখর		-এর	=মোদিপোখরের
আমকেলি		- র	= আমকেলির
তুলাভিডা		- র	= তুলাভিডার
বটতলি		- র	= বটতলির
দোকলা		- র	= দোকলার
আমবাবু		- র	= আমবাবুর
আধাকিশন		- এর	= আধাকিশনের
ঝাপরু		- র	= ঝাপরুর
গাঙ		- এর	= গাঙের
পোহির		- এর	= পোহিরের
পোরধান		- এর	= পোরধানের
পঞ্চাৎ		- এর	= পঞ্চাতের
নোইদা		- র	= নোইদার

১৮.৩. গুণ বা ভাব বাচক বিশেষ্য

মুক্ত রূপিম	+	বদ্ধরূপিম	= পদ
জৈবন		-এর	= জৈবনের
দুক্খ		-এর	= দুক্খের
কশ্ট		-ওর	= কশ্টোর
ব্যারাম		-এর	= ব্যারামের
শাউৎ		-এর	= শাউতের
আগ		-এর	= আগের
কান্দুরা		-র	= কান্দুরার
শরম		-এর	= শরমের
নোজ্জা		-র	= নোজ্জার
দুক্কু		-র	= দুক্কুর
হুক		-এর	= হুকের

১৮.৪. সমষ্টি বাচক বিশেষ্য

মুক্ত রূপিম	+	বদ্ধরূপিম	= পদ
ঝাক		-এর	= ঝাকের
দল		- এর	= দলের
কেলাপ		- এর	= কেলাপের
গুশটি		- র	= গুশটির
কোমোটি		- র	= কোমোটির
গুমতি		- র	= গুমতির
ছোল-পোল		- এর	= ছোল-পোলের
পোলা-পান		- এর	= পোলা-পানের
গুড়াগাড়া		- র	= গুড়াগাড়ার
হালি		- র	= হালির
পাটি		- র	= পাটির

১৮.৫.ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য

মুক্ত রূপিম	+	বদ্ধরূপিম	= পদ
কহ > ক		- বার	= কবার
কহ > কহা		-র	= কহার
কহ > কই		-বার	= কইবার
খা		-বার	= খাবার
খাই		-বার	= খাইবার
জা		-বার	= জাবার
জাই		-বার	= জাইবার
আশ		-আর	= আশার
আশ		- পার	= আশপার
থাক		- পার	= থাকপার
দেখ		-বার	= দেখবার
দ্যাখা		-র	= দ্যাখার
দ্যাহা		-র	= দ্যাহার
মরণ		-এর	= মরণের
চলন		-এর	= চলনের

১৯.বিশেষ্যমূলক পদ গঠন

১৯.১.১. আদি প্রত্যয় যোগে

	আদি প্রত্যয়	মুক্তরূপিম	পদ
ক.	/ অ - /	ন্যায় >ন্যাই	অন্যাই (স্থা)
		শন্দ	অশন্দ (স্থা)
		ধর্ম	অধর্ম
		শুবিদা	অশুবিদা
		চিনা	অচিনা (স্থা)
		পচোন্দো	অপচোন্দো (স্থা)
		মানুশ	অমানুশ
		বোদ্ধা > বোদ্দা > বোদা	অবোদা (স্থা)
খ.	/ আ - /	কাম	আকাম
		কাল	আকাল (স্থা), আহাল (অভি)
		দ্যাখা	আদ্যাখা (অভি)
		নুনা >লুনা > লুলা > ললা	আল্লা (স্থা)
		বাঙ্গাল	আবাঙ্গাল (অভি)
		বোদ্ধা > বোদ্দা > বোদা	আবোদা (অভি)
		ধোয়া	আধোয়া
গ.	/ বে - /	হুদ্দা	বেহুদ্দা
		শরম	বেশরম
		আক্কাল	বেআক্কাল
		ইমান	বেইমান
	/ বে- / > ব্যা-	দম > দাম	ব্যাদাম
		লাজ	ব্যালাজ
ঘ.	/ বদ - / > বৎ	রাগি	বতরাগি
		ম্যাজাৎ	বতম্যাজাতি
		লোক	বৎলোক
ঙ.	/ নি - /	নেংঠিয়া	নিনেংঠিয়া
		পাত্তা	নিপাত্তা
		বংশ	নিবংশ
		খোচ	নিখোচ
		শাধিন	নিশ্‌শাধিন
		ধান্দা	নিধান্দায়
		ঢল	নিঢল

	আদি প্রত্যয়	মুক্তরূপিম	পদ
চ.	/ না -/	শিকার	নাশিকার
		রাজি	নারাজি
ছ.	/ কু - /	কাম	কুকাম
		খাটিয়া	কুখাটিয়া
		শাদ	কুশাদ
		মতলব	কুমতলব
		কথা	কুকথা
		পরামর্শ	কুপরামর্শ
		বুদ্ধি	কুবুদ্ধি
		জাত	কুজাত
		শভাপ	কুশভাপ
		চলন	কুচলন
		শমন্দ	কুশমন্দ
		নজর	কুনজর
জ.	/ হা - /	ভাত > বাত + ইয়া	হাবাতিয়া
		বংশ	হাবংশ
		ঘর	হাঘর

১৯.১.২. অন্ত্য প্রত্যয় যোগে

ক.	/ - আ /	হাত	হাতা
		দেহ >দ্যাহ	দ্যাহা
		কপাল	কপালা
		ব্যাতাল	ব্যাতালা
		প্যাচাল	প্যাচালা
		ভ্যাজাল	ভ্যাজালা
		গোয়াল	গোয়ালা
খ.	/ - ও /	ঘা	ঘাও
		পা	পাও
		মা	মাও
		ছা	ছাও
		দা	দাও
		কাদা	কাদো
		জ্যাঠা	জ্যাঠো

	অন্ত্য প্রত্যয়	মুক্তরূপিম	পদ
গ.	/ - আল /- আলা /	বাশি	বাশিআলা
		দুধ	দুধালা
		জোর	জোরাল
		বরফ	বরফআলা
		ফেরি	ফেরিআলা
		ভ্যান	ভ্যানআলা
		শাইক্যাল	শাইক্যালআলা
		জমি	জমিআলা
		মিষ্টি	মিষ্টিআলা
		খানা	খানেআলা
		মার	মারনেআলা
		কহন	কহনেআলা
		হোলদি	হোলদিআলা
		বান্দর	বান্দরআলা
		ভাল্লুক	ভাল্লুকআলা
ঘ.	/ - আনি / -উনি /	কুড়িয়া	কুড়ানি
		ব্যাড়া	ব্যাড়ানি
		মড়ল	মল্লানি
		চামার	চামান্নি
	/ - আনি / -উনি /	জালা	জালানি
		ডোম	ডুমনি
		কোচ	কুচুনি
ঙ.	/ - তালি /	কুটুম	কুটুমতালি
		বন্ধু	বন্ধুতালি
		শত্রু	শত্রুতালি
চ.	/ -ই /	দোকান	দোকানি
		শইতান	শইতানি
		মাশ্‌টার	মাশ্‌টারি
		দাক্তার	দাক্তারি
		ডাইভার	ডাইভারি
		গিৎথান	গিৎথানি
		বামন	বামনি
		হাল	হালি
		কপাল	কপালি

	অন্ত্য প্রত্যয়	মুক্তরূপিম	পদ
ছ.	/ - ওন /	বাজা	বাজোন
		নাচ	নাচোন
		গাহা	গাহোন
		কোদ্ধা	কোদ্ধোন
		খাটা	খাটোন
		ঘোক	ঘোকোন
		ঢাক	ঢাকোন
		ঠোকা	ঠোকোন
		কান্দা	কান্দোন
		বান্দা	বান্দোন
জ.	/ - নি /	বেশ্যা	বেশ্যানি
		বেইহা	বেইহানি
		বাহা	বাহানি
		শোতা	শোতানি
		বাজা	বাজানি
		ঘোকা	ঘোকানি
		দ্যাখা	দ্যাখানি
		চাহা	চাহানি
ঝ.	/ - আই /	পিশি	পিশাই
		জ্যাঠা	জ্যাঠাই
		মিঠা	মিঠাই
ঞ.	/ - না /	ঢাক	ঢাকনা
		বাজ	বাজনা
		ঠ্যাকা	ঠ্যাকনা
ট.	/ - মি / -আমি /	ঢিলা	ঢিলামি
		বান্দর	বান্দারামি
		চ্যাঙড়া	চ্যাঙড়ামি
		ফাজিল	ফাজিলামি
		ত্যান্দোর	ত্যান্দরামি
		পাকা	পাকামি
ঠ.	/ - আলি /	বাড়ি	বাড়িআলি
		জমি	জমিআলি
		ছাগোল	ছাগোলআলি

	অন্ত্য প্রত্যয়	মুক্তরূপিম	পদ
		গোরু	গোরুআলি
		কাম	কামালি
		বাবু	বাবুআলি
ড.	/ - উয়া /	মাচ	মাছুয়া (ব্যঞ্জনান্ত 'ছ'>'চ')
		পান	পানুয়া
		হাল	হালুয়া
		খাটা	খাটুয়া
		প্যাঁচ	প্যাঁচুয়া
		ঢাক	ঢাকুয়া
ঢ.	/ - আর /	চাম	চামার
		ভাত	ভাতার
ণ.	/ - দার /	বাজোন	বাজোনদার
		ভাগ	ভাগীদার
		গাহোন	গাহোনদার
		অংশি	অংশিদার
ত.	/ - খানা /-খানি /	চিড়িয়া	চিড়িয়াখানা
		বোঠক	বোঠকখানা
		নঙ্গোর	নঙ্গোরখানা
		নাৎথি	নাৎথিখানি
		চ্যাড়া	চ্যাড়াখানি
থ.	/ - খাকা /-খাকি /	পর	পরখাকা
		টাউকা	টাউকাখাকা
		ঘোকোন	ঘোগোনখকা
		মানুশ	মানুশখাকা
		ভাতার	ভাতারখাকি
		মাথা	মাথাখাকি
		পর	পরখাকি
দ.	/ - গিরি /	বাবু	বাবুগিরি
		মালিক	মালিকগিরি
		ম্যাকারি	ম্যাকারিগিরি
		চালাকি	চালাকিগিরি
		শাদু	শাদুগিরি
		ঘটোক	ঘটোকগিরি
		কত্তা	কত্তাগিরি
		গুরু	গুরুগিরি

১৯.২. বিশেষণমূলক পদ

	অন্ত্য প্রত্যয়	মুক্তরূপিম	পদ
ক)	/ -ই /	দেশ > দ্যাশ	দেশি
		বিদাশ	বিদাশি
		হিশাব	হিশাবি
		শোইতান	শোইতানি
		ঝগড়া	ঝোগুড়া
		কান্দন	কান্দুরি
খ)	/ - আ /	মাটি	মাটিয়া
		হোলদা	হোলদিয়া
		খয়ের	খয়রা
		ধলো	ধলা
	/ - আ /	ঢিল	ঢিলা
		চোর	চোরা
গ)	/ - উক /	প্যাট	পেটুক
		মিথ্যা	মিথ্যুক
		নিন্দা	নিন্দুক
		প্যাচা	পেচুক
ঘ)	/ - আই /	কাম	কামাই
		চোর	চোরাই
ঙ)	/ - কা /	মোটা	মোটকা
		শুট	**শুটকা**
চ)	**/ - উয়া /**	**কাল**	**কলুয়া**
		হাল	**হালুয়া**
		পান	**পানুয়া**
		ধান	ধানুয়া
		জর	জরুয়া
		হাট	হাটুয়া
		গাচ	গাছুয়া (ব্যঞ্জনান্ত 'ছ'>'চ')
ছ)	/ - আলি /	প্যাট	পেটালি
		শাতাল	শাতালি
জ)	/ - চা /	নুন	নুনচা
		কাল	কালচা

	অন্ত্য প্রত্যয়	মুক্তরূপিম	পদ
		নাল	নালচা
ঝ)	/ - চিয়া /	কালো	কালচিয়া
		লালা > নাল	নেলচিয়া
ঞ)	/ - ঠিয়া /	লাল > নাল	নালঠিয়া
		কালো	কালঠিয়ার
ট)	/ - ইয়া /	কালো	কাইলা
		বালি	বাইলা
		মাটি	মাইটা
		হলুদ	হোইলদা
		ক্যাঞ্জাল	ক্যাঞ্জাইলা
		ভ্যাজাল	ভ্যাজালিয়া
		গাছ	গাইছা
ঠ)	/ - কা /	বালু	বালকা
		ত্যাল	তেলকা

২০. পদাশ্রিত নির্দেশক বা বিশেষ বিশেষ্য

মান্যচলিত বাংলায় যে সমস্ত পদাশ্রিত নির্দেশক প্রচলিত এই অঞ্চলের উভয় বাচক গোষ্ঠীর কথ্যে সেগুলির অধিকাংশই বর্তমান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর টি, টা, খানা, খানি, গাছা, গাছি , টুকু ইত্যাদি নির্দেশককে ' বিশেষ বিশেষ্য' বলেছেন। এই অঞ্চলের উভয় বাচক গোষ্ঠীর উপভাষায় 'টি', 'খানা', 'গাছা', 'গাছি' ইত্যাদি নির্দেশকের ব্যবহার নেই। 'টা' এই নির্দেশকটির বহুল ব্যবহার রয়েছে। তবে অভিবাসিত বাচক গোষ্ঠী বাক্ ব্যবহারে সাধারণত 'টা' >'ডা', 'টুকু' >'টুক' , 'খানি' >'খান'- এ রূপান্তরিত।

এছাড়া এই অঞ্চলের বাক্ ব্যবহারে স্বতন্ত্র কিছু নির্দেশক রয়েছে । সেগুলি হল - 'কোনা' , কোটা', 'চ্যাটা' ইত্যাদি ।

ক) বিশেষ্যের অবস্থান নির্দেশক যেমন-

মানুশটা , বহুটা , ভুইটা , ছোলটা , চ্যাঙড়াটা , বকড়িটা , পোলাডা , মাইয়াডা , বুইড়াডা ,

খ) সংখ্যা বাচক বিশেষণ বিশেষণ যোগে বিশেষ্যের অবস্থান নির্দেশক যেমন-

তিনটা দিন , দুটা ভায়া , দুঝোনা পাট , দশালি কাম , চাইরডা পোলা , অ্যাট্টা পোহির , দুইডা ট্যাহা ।

গ)পরিমান বাচক বিশেষণ যোগে বিশেষ্যের অবস্থান নির্দেশক

অ্যাতোটা ব্যালা , অথাই জল , অ্যাতোলা ধান , অ্যাতোলা টাকা , অ্যাত্তোকোনা ভুই , অ্যাত্তোকোটা-চাউল, ব্যাববাক মাটি, ম্যালায় গোহোম, অ্যাতোলা পাটা, অ্যাতোডি আনাজ , অ্যাতোগুনা বাগুন , অ্যাতোগুলান পাট , অ্যাতোটুক ক্ষ্যাৎ ,

ঘ) পরিমাণে অল্পার্থে ও আদরে নির্দেশক

অ্যাৎতোকোনা বুড়ি।
পাও আছে আঠারো কুড়ি। (ধাঁধা)

অ্যাৎতোকোনা পোখর মাছ থক্‌বক্‌ করে।
কারও বাফের সাধ্য নাই জাল খেওয়াবা পারে। (ধাঁধা)

অ্যাৎতোকোনা বুড়ি।
শাতটা ধোকড়া উড়ি।(ধাঁধা)

অ্যাৎতোকোনা পক্ষী বিশফল খায়।
লোহার ঝিঞ্জিরি নিয়া জুদ্ধ কোরবা জায়। (ধাঁধা)

অ্যাৎতোকোনা মানুশ, ড্যাড়বুড়ি মানুশ, অ্যাৎতোকোটা চাউল, একুনা কুদাল, মিচ্ছায় অ্যানা কুদাল, অ্যানা গামোচ, চ্যাটা নান, ইত্তুকুনা কাদা (কাস্তে) ইত্যাদি।

২১. যৌগিক শব্দ

২১.১.সমাস বদ্ধ পদ

এই অঞ্চলের উভয় বাচকগোষ্ঠির কথ্যবাংলায় সমাসবদ্ধ পদের প্রয়োগ রয়েছে। চলিত বাংলার মতো এই অঞ্চলের উভয় বাচক গোষ্ঠীর কথ্যে সমাসবদ্ধ পদ সাধারণত দ্বিপদময় । বহুপদময় সমাসের ব্যবহার সামান্য দুএকটি ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

সমাসবদ্ধ পদ	বিশ্লেষণ	অর্থ	মন্তব্য
ছোড়া-ছোড়ি	ছোড়া ও ছোড়ি	ছেলে ও মেয়ে	দ্বন্দ্ব সমাস
ছোল-পোল	ছোল ও পোল	ছেলে ও মেয়ে	,, ,,
পোলা-পান	পোলা ও পান	ছেলে ও মেয়ে	,, ,,
ডাহিনি - জুগিনি	ডাহিনি ও জুগিনি	ডাকিনী - জুগিনী	,, ,,
চ্যাঙড়া - চেঙড়ি	চ্যাঙড়া ও চেঙড়ি	ছেলে ও মেয়ে	,, ,,
নাঠি - নাধেনা	নাঠি ও নাধেনা	লাঠি সোঁটা	,, ,,
মাচ - মংশ	মাছ ও মাংস	মাছ মাংস	,, ,,
কথা - বাত্রা	কথা ও বর্তা	কথা বার্তা	,, ,,
চুরি - চামারি	চুরি ও চামারি	চুরি চামারি	,, ,,
চোর - ছ্যাচ্চোর	চোর ও ছ্যাচ্চোর	চোর ছ্যাচ্চোর	,, ,,
নোজ্জা - শরম	নোজ্জা ও শরম	লজ্জা শরম	,, ,,
টাকা - পাইশা	টাকা ও পাইশা	টাকা পয়সা	,, ,,
মাগি - মরোৎ	মাগি ও মরোৎ	স্ত্রী-পুরুষ	,, ,,
মাগ - ভাতার	মাগ ও ভাতার	স্বামী-স্ত্রী	,, ,,
মোশা - মাচ্ছি	মোশা ও মাচ্ছি	মশা-মাছি	,, ,,
মোশানকালী	মোশানে থাকে যে কালী	শ্মশান কালী	অধিকরণ তৎপুরুষ সমাস

সমাসবদ্ধ পদ	বিশ্লেষণ	অর্থ	মন্তব্য
আকাম	নয় কাম	ক্ষতি	নঞতৎপুরুষ সমাস
আকাল	নয় কাল	অসময়	,, ,, ,,
মিতবাপ	মিতার বাপ বা বাবার মিতা	মিতবাবা	সমন্ধ তৎপুরুষ সমাস
ঠাকুবাপ	বাপের ঠাকুর (পিতৃ স্থানীয়)	ঠাকুরদা	,, ,, ,,
কোতরেরছাও	কোতর (পায়রা) -এর ছা	পায়রারবাচ্চা	,, ,, ,,
ঠাকুমাও	বাবার ঠাকুর (মাতৃ স্থানীয়)	ঠাকুমা	,, ,, ,,
ভাৎআন্দা	ভাতকে রাঁধা	ভাত রাঁধা	কর্ম তৎপুরুষ সমাস
মদারু	মদকে খায় যে	নেশাখোর	,, ,, ,,
ভয়কাতুরা	ভয়ে কাতর যে	ভিতু	করণ ,, ,,
শানবান্দাঘাট	শান (সিমেন্ট) দিয়ে বাঁধা ঘাট	বাঁধানো ঘাট	,, ,, ,,
শোতানিয়া ঘর	শুয়ে থাকবার ঘর	শোয়ার ঘর	অধিকরণ ,, ,,
আঠোরা	আট দিন অতিক্রম কার	দ্বিরাগমন	কর্মধারয় সমাস
অষ্টঘুল্ল	,,	,,	,, ,,
গোচোরপোন	গোচ(ধানের চারা গুচ্ছ) কে রোপন করার আচার	ধান রোপনের পূজা	কর্মধারয় সমাস
নবান	নব (নতুন) অন্নের উৎসব	নবান্ন	,, ,,
নাটশাহেপ	যিনি নাট (লাট) তিনিই শ শাহেপ (সাহেব)	লর্ডসাহেব	,, ,,
কুকাম	কু যে কাম (কাজ)	খারাপ কাজ	,, ,,
মাহাজোন	মাহান (মহৎ) যে জন	মালিক	,, ,,
নাংচুন্নি	নাং (পরপুরুষ)এরসঙ্গে চুরি করে দেখা করে যে	দুশ্চিরিত্রা	,, ,,
কাজিয়া জঞ্জাল	যা কাজিয়া তাই জঞ্জাল	ঝগড়া	,, ,,
দ্যায়-দ্যাবতা	যা দ্যায় তাই দ্যাবতা	দেব-দেবী	,, ,,
ঠায়-ঠাকুর	যা ঠায় (থান) তাই ঠাকুর	,, ,,	,, ,,
ঠ্যাং -পাও	যা ঠ্যাং (পা) তাই পাও	পা	,, ,,
কালমুশুনি	মশানের মতো কালো	মিশকালো	উপমান কর্মধারয় সমাস
কালডুমনি	ডুমনির মতো কাল	,,	,, ,, ,,
খোলটানিপরা	খোলটা (হাড়) -র মতো	পাতলা	,, ,, ,,
চ্যাঙড়ামানুশ	চ্যাঙড়া স্বভাবের মানুষ	বাচ্চামো	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস
অশন্দ	যা সন্দেহ জনক	সন্দেহ করা	,, ,,
ছোলপোয়াতি	ছোল (সন্তান) প্রসব করেছে যা মাতা	প্রসূতি মা	,, ,,
ছোটোবাপ	বাপের সম্পর্কে ছোটো	কাকা	,, ,,
বড়োবাপ	বাপের সম্পর্কে বড়ো	জ্যাঠামশায়	,, ,,
ছুটিমুহা	ছোট মুহা (মুখ) যার	মুখচোরা	বহুব্রীহি সমাস
ছুচ্চলমুখা	ছুচ্চল (ছুচলো)মুখ যার	গালি বিশেষ	,, ,,

সমাসবদ্ধ পদ	বিশ্লেষণ	অর্থ	মন্তব্য
কালুয়াহাড়ি	কালো হাড়ির	কালো বর্ণ	বহুব্রীহি সমাস
বারোভাতারি	বারোভাতার যার	চরিত্রহীনা	,, ,,
ভাতছোয়ানি	মুখে ভাত ছোয়ায় যে অনুষ্ঠানে	অন্নপ্রাশন	,, ,,
বেইমান	নেই ইমান যার	বেইমান	,, ,,
বেইহা	নাই হায়া যার	নির্লজ্জ	,, ,,
হাবাতিয়া	হা (নঞর্থক) স্বভাব যার	নাই ভাত স্বভাবগত দোষ	,, ,,
নিনেংঠিয়া	নি (নেই) নেংটি যার	নিঃস্ব, অতিদরিদ্র	,, ,,
নিপাত্তা	নি (নেই) পাত্তা যার,সে	নিখোঁজ	,, ,,
খোচরমুখি	খোচর (খইজাত) এর মতো মুখের কথা ফোটে যে মহিলার	ঝগরাটে মহিলা	,, ,,
বিলাইচোখা	বিলাই (বিড়াল) -এর চোখের মতো চোখ যার	গালিবিশেষ	,, ,,
পুইয়াচোখা	পুইয়া মাছের চেখের মতো চোখ	,,	,, ,,
পোচকোটামুখি	পোচকা (কুৎসিত) মুখ ভঙ্গি যার সে	বিকৃত মুখ	,, ,,
মাহাজোন	মাহান (মহৎ) যে জন	শুদ খোর	
ব্যাতাল	নাই তাল যার	ঝামেলার মানুষ	,, ,,
ত্যালেং ত্যালেং	ত্যালেং (তেলেরমতো) হাল্কা স্ভাব যার	গুরুত্ব সহকারে কাজ না করা	,, ,,
শাতাও	শাত (সাত) দিন ধরে চলা ঝড় বৃষ্টি	লাগাতার বৃষ্টি বাদল	দ্বিগু সমাস
হপ্তা	সাত দিনের সমাহার	সপ্তাহ	,, ,,
তিরিভুবন	ত্রি ভুবনের সমাহার	ত্রিভুবন	,, ,,
পোৎদিন	দিন প্রতি	প্রতিদিন	অব্যয়ীভাব সমাস

২১.২. শব্দদ্বৈত

মান্য চলিত বাংলার মতো এই অঞ্চলের উভয় বাচক গোষ্ঠীর কথ্যে শব্দদ্বৈতের ব্যবহার রয়েছে। বিভিন্ন অভিব্যক্তি ও অর্থ প্রকাশে ব্যবহৃত শব্দ দ্বৈত গুলি অধিকাংশেরই আঞ্চলিক বিশেষত্ব রয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে চলিত বাংলার প্রভাব রয়েছে ; কিন্তু সে ক্ষেত্রেও আঞ্চলিক উচ্চারণ রীতি বর্তমান। যেমন

-

আঞ্চলিক কথ্যে ব্যবহৃত শব্দদ্বৈত	মান্য চলিতে অর্থ	বাক্যে ব্যবহার
অগিন-অগিন	ঘৃণ্য	- অগিন-অগিন এয়া খায় কেলো !
ওদ্দেওদ্দে	রোদে-রোদে	- ওদ্দে ওদ্দে ঘুরে হানে ওদ নাগি গিচে।
গিঞ্জিগিঞ্জি	অতিরিক্ত গাদানো	- খড়ির মাচাঙোৎ গিঞ্জিগিঞ্জি খড়ি থুচিনু।
গুদ্‌গুদ্‌	নরম	- ভুই কোনারা গুদ্‌গুদ্‌ কাদো হোইচে ।
গুল্‌গুল্‌	অতি বৃদ্ধ	- বুড়াকোনা খালি গুল্‌গুল্‌ ।
ঘ্যাক্‌ঘ্যাক্‌	লাথিমারা	- ঘ্যাক্‌ঘ্যাক্‌ কোরি নাৎথি মারলি শয় ।
ঘ্যাল্‌ঘ্যাল্‌	কাদার মত নরম	-ঘ্যাল্‌ঘ্যাল্‌কোরি আটার উটিহোবিনা।
চড়ুচড়	সবেগে গাছে ওঠা	- চড়ুচড় কোরি গাছোৎ উঠে জাছে বো
চন্‌চন্‌	চড়া	- মংশোর তকারিৎ চন্‌চন্‌ ঝাল দিবা হয় ।
চ্যাল্‌চ্যাল্‌	পাতলা ভাবে ছড়ানো	- চ্যাল্‌চ্যাল্‌ কোরি ধান শুকাবা দিবাহোবি।
ছল্‌ছল্‌	মসৃন	- বাশটা ছল্‌ছল্‌ কোরি মাঠেন বো ।
টপ্‌টপ্‌	তাড়াতাড়ি করে	-টপ্‌টপ্‌ কোরে কন্নিগিলা কোরা হানেভুইয়ৎ জামো।
টল্‌টল্‌	পরিষ্কার	- হামার পোখরের জল টল্‌টল্‌ ।
টিংটিঙি	মগডাল	- হায়বাপ ! টিংটিঙিৎ উঠিচি ক্যানেরে ।
টুপ্‌টুপ্‌	পরিপূর্ণ	- ডোবা খারি ভোরে টুপ্‌টুপ্‌ হোয়ে গিচে।
ট্যাল্‌ট্যাল্‌	পাতলা তরল	- খালি ট্যাল্‌ট্যাল্‌ ঝোল আন্দিছে ।
ঠর্‌ঠর	শক্ত	- ভাত গিলা খালি ঠর্‌ঠর হোয়্যে আছে।
ডাংডাং	খোলামেলা	- দুয়ার গুলা খালি ডাংডাং কোরি থোচে।
ডিংডিং	পেট ভুর্তি করে খাওয়া	- বলগিলা খায়ে প্যাট ডিংডিং কোরদিছ্যা।
ড্যাংড্যাং	ফেটে চৌচির	- ভুইগুলা ফাটি ড্যাংড্যাং হয়া গিছ্যা ।
ঢক্‌ঢক্‌	জল পানের শব্দ	- ঢক্‌ঢক্‌ কোরে অ্যাক ঘোটি জল খায়েনিনু।
ঢোঙোলোশ ঢোঙোলোশ	হ্যাংলাপোনা	-ঢোঙোলোশ ঢোঙোলোশ চলন দ্যাখাইনা
তুল্‌তুল্‌	নরম	- ছোলটার হাত পাও কোনারা তুল্‌তুল্‌।
থ্যাক্‌থ্যাক্‌	কাদাকাদা	- থ্যাক্‌থ্যাক্‌ কোরে মুছিঅনা।
দুমকুড়া দুমকুড়া	সুঠাম	- দুমকুড়া দুমকুড়া হাতপাও ।
ধর্‌ধর্‌	জোরে হাটা	-ধর্‌ধর্‌ কোরে হাটো ব্যালা ডুব্যা আহেচে।
ধপ্‌ধপ্‌	হাটার শব্দ	- ধপ্‌ধপ্‌ কোরি ক্যা হাটি গ্যালোরে ?
ধ্যার্‌ধ্যার্‌	টেনে হিঁচড়ে	- ধ্যার্‌ধ্যার্‌ কোরি টানি নিয়্যা জাম্‌অ ।
ন্যাল্‌ন্যাল্‌	হালকা	- দ্যাহাটা খালি ন্যাল্‌ন্যাল্‌ হয়া গেইছে।
নোইনোই	মিহি করে বাটা	- নোইনোই কোরি বাটবা হবে।
পক্‌পক্‌	তাড়াতাড়ি খাওয়া	- পক্‌পক্‌ কোরি খায়া ন্যাও।
পর্‌পর্‌	স্বেচ্ছায়	- পর্‌পর্‌ কোরি দিয়া জাতি দিশা পাবুনা।
প্যাৎপ্যাৎ	ভীষণ হালকা	- শিংগা গুলা অ্যাখেবারে প্যাৎপ্যাৎ।
ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌	ভীষণ পাতলা	- কাপড়া কোনা ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌।
ফক্‌ফক্‌	বেশি কথা বলা	- তোমার জাওইটা ব্যাজাই ফক্‌ফক্‌ করে।

আঞ্চলিক কথ্যে ব্যবহৃত শব্দদ্বৈত	মান্য চলিতে অর্থ	বাক্যে ব্যবহার
বর্বর্	মারের চিহ্ন	- হাইরে মারছ্যা অ্যাখেবারে বর্বর হয়াগিছে।
বাংবাং	ছেঁড়া	- জামাটা খালি বাংবাং হয়য়া গেইছে।
ভগ্ভগ্	উত্তম রূপে সেদ্ধ হওয়া	- ডাল গুলা ভগ্ভগ্ হয়য়া শিদ্দ হোইচ্যা।
ভদর্ ভদর্	বেশি কথা বলা	- তুই ব্যাজাই ভদর্ ভদর্ কোরবা পারিশ।
ভর্ভর	শুকনো জমি চষা	-হাল বাহিয়া মাটিকোনা ভর্ভর কোরিথুইচু।
ভল্ভল্	উজ্জ্বল বর্ণ / সুপক্ক	- অমার ছোয়ালটা ফের্ ভল্ভল্ হোইচ্যা।
ভদ্ ভদ্	আবোল-তাবোল বকা	- তুই ভাইব্যাজাই ভদ্ ভদ্ কোরবা পারিশ।
মক্মক্	ভাত মাখা	- মক্মক্ কোরি ভাত মাখি খিলানু।
মল্মল্	সুগন্ধ	- শোজায় মল্মল্ বাশেনা বাঢ়াইছ্যা।
ম্যাড়্ম্যাড়্	মড়মড় শব্দ	- ম্যাড়্ম্যাড়্ কোরি গাচটা ভাঙ্গি পোরিল।
শট্শট্	সোজা	- শট্শট্ হয়া খারে থাকবু না কাম ধোরবু।
শর্শর্	বেগে চলে যাওয়া	-কি ব্যালেশাপভাই,শর্শর্ কোরি চলিগেল্।
শল্শল্	লম্বা	- হামার বেটিটা ফের শল্শল্ নম্ভা হচে।
শ্যাল্শ্যাল	পানসে	- তকারির ঝোলটা শ্যাল্শ্যাল হোইচ্যা।

এগুলি ছাড়াও চলিত ভাষার প্রভাবে বেশকিছু শব্দদ্বৈত এই অঞ্চলের উভয় উপভাষায়এসেছে সেগুলোকে নিম্নলিখিত ভাবে ব্যাখ্যা করাযায় ।

ক) সংযোগ বাচক-

আঞ্চলিক কথ্যে ব্যবহৃত শব্দদ্বৈত	মান্য চলিতে অর্থ	বাক্যে ব্যবহার
কথায় কথায়	কথায়-কথায়	- কথায় কথায় তুই মোক কম গাল দিলু।
কতায় কতায়	,, ,,	- কতায় কতায় ব্যাবাক ভুইলা গেসিগা।
ঘরে ঘরে	ঘরে ঘরে	- ঘরে ঘরে বিহা নাগিছে।
চোক্খ্যে চোক্খ্যে	চোখে-চোখে	-চোক্খ্যেচোক্খ্যে দ্যাখা হোল্যাও কথা কহেনা।
চোহে চোহে	,, ,,	- চোহে চোহে দ্যাহা ।
ঝনে ঝনে	জনে জনে	- ঝনে ঝনে দিবা হোবি নাকিত্যা।
গায়ে গায়ে	গ্রামে গ্রামে	- গায়ে গায়ে হাট, কোলির বরোবাট।
গেরামে গেরামে	,, ,,	- গেরামে গেরামে জামুআনে।
দ্যাশে দ্যাশে	দেশে দেশে	- দ্যাশে দ্যাশে ঘুইরা ব্যারাই রে বাই।
পাছে পাছে	পেছনে পেছনে	- অর পাছে পাছে ঘুরে বেরে কি হোবি।
প্যাডে প্যাডে	পেটে পেটে	- বেডাগো প্যাডে প্যাডে বুদ্দি থাহে।
মনে মনে	মনে মনে	- মুই মনে মনে জেটা কোহুনু শেটায় হোলি।
মাইনশে মাইনশে	মানুষে মানুষে	- মাইনশে মাইনশে ঝগড়া নাগলে ক্যান জাবা।
মান্শে মান্শে	,, ,,	- মান্শে মান্শে কথা জায় কোরুক হামার কি?
মুক্খে মুক্খে	মুখে মুখে	- তুই ব্যাজাই মুক্খেমুক্খে নিহাই কোরিশ।
মুহে মুহে	,, ,,	- মুহে মুহে কতা কবা না।
হাতে হাতে	হাতে হাতে	- হাতে হাতে ট্যার পালি।

খ) দীর্ঘ কালীনতা বাচক-

আঞ্চলিক কথ্যে ব্যবহৃত শব্দদ্বৈত	মান্য চলিতে অর্থ	বাক্যে ব্যবহার
কাইন্দা কাইন্দা	কেঁদে কেঁদে	- তুমি কাইন্দা কাইন্দা কোইলেই ওইলো নাকি।
কান্দি কান্দি	,, ,,	- কান্দি কান্দি বুক ভাশে দিলি শয়।
খাতি খাতি	খেতে খেতে	- খাতি খাতি কথা কোহিবা হয় না।
খাইতে খাইতে	,, ,,	-খাইতে খাইতে ব্যাবাকখাইয়া হ্যালাইলাম।
জাতি জাতি	যেতে যেতে	- জাতি জাতি ঢেৎদূর গেলি শয়।
জাইতে জাইতে	,, ,,	- জাইতে জাইতে শোন্দা হোইয়া গ্যালো।
দেখি দেখি	দেখে দেখে	- এলার শবাপ দেখি দেখি বুড়া হয়া গেনু।
দেইখা দেইখা	,, ,,	- দেইখা দেইখা আর বাল ঠ্যাহায় না।
নিন্দি নিন্দি	,, ,,	- নিন্দি নিন্দি চোক গুলা ফুলি গ্যালো।
বোশি বোশি	বসে বসে	- বোশি বোশি ভাবিলি হোবিনা কাম ধরেক।
বোইশা বোইশা	,, ,,	- বোইশা বোইশা কি ভাবতাছো।
শুইতা শুইতা	শুয়ে শুয়ে	- শুইতা শুইতা হপন দ্যাকলে হোইবো না।
শুতি শুতি	,, ,,	- শুতিশুতি গাও-পাও ব্যাদেনা হোয়ে গেলি।
হাটি হাটি	হেটে হেটে	- হাটি হাটি জাবা হোবি।
হাশি হাশি	হেসে হেসে	- হাশি হাশি দোম বন্দো হয়া গেল্।

গ) দ্বিধা , অসম্পূর্ণ তার ভাব-

আঞ্চলিক কথ্যে ব্যবহৃত শব্দদ্বৈত	মান্য চলিতে অর্থ	বাক্যে ব্যবহার
উঠি উঠি	উঠে উঠে	-শোইশা উঠি উঠিহাতব্যাদেনা হয়া গেইছে।
কোইতে কোইতে	বলতে বলতে	- কোইতে কোইতে আর ভালো ঠ্যাহায় না।
কোতি কোতি	,, ,,	- কোতি কোতি মুক ব্যাদেনা হোয়ে গেলি।
কোরি কোরি	করে করে	- কাম কোরি কোরি হুরিয়া পোরি গেনু।
কোইরা কোইরা	,, ,,	- জামু কোইরা কোইরা বছর ঘুইরা আইলো।
চাতি চাতি	চেয়ে চেয়ে	- চাতি চাতি হিপি গেনু তাহো তো দিলু না।
জাম্জাম্	যাবো যাবো	- জাম্জাম্ কোরি ব্যালা চোলি গ্যালো।
জামু জামু	,, ,,	- জামু জামু কবানা আগে জাবা।
পাতি পাতি	পেতে পেতে	- টাকা পাতি পাতি বিকাল হয়া গ্যালো।
পোড়তি পোড়ডি	পড়তে পোড়	- চ্যাঙড়াটা পোড়তি পোড়তি নিন্দে জাছে।
হোতি হোতি	,, ,,	- ধান হোতি হোতি শোইশা ফ্যালাবা হোবি।

ঘ) অন্যান্য

আঞ্চলিক কথ্যে ব্যবহৃত শব্দদ্বৈত	মান্য চলিতে অর্থ	বাক্যে ব্যবহার
কন্‌কন্‌	কন্‌কনে	- কন্‌কন্‌ হেয়াল করেছে।
ক্যাটের ক্যাটের	সর্বদা গাল মন্দ করা	- শোক শমাই ক্যাটের ক্যাটের করে বো।
ঘিন ঘিন	বিরক্তি	- এলা কাম দেখি ঘিন ঘিন নাগিজাছে ।
ঘ্যানের ঘ্যানের	ঘ্যান ঘ্যান	- ঘ্যানের ঘ্যানের কোন্নাতো পালা এৎথাকি।
চাকলা চাকলা	গোল গোল	- চাকলা চাকলা দাক উঠে গেল।
চাটি চাটি	চেটেচেটে	- কুকুরটা গোটায় আগিনা চাটি চাটি ব্যারাছে।
চাতি চাতি	চেয়েচেয়ে	- অট্‌ঠেনে চাতি চাতি আর চাবা মনায়না।
ধলো ধলো	সাদা সাদা	- ধলো ধলো গোরু কোনারা কার তে ?
ধিপা ধিপ	জোরে পড়ার শব্দ	- ধিপা ধিপ কোরি আচ্ছার খালি।
নম্বা নম্বা	লম্বা লম্বা	- ওঠিক্যার চ্যাঙড়া গুলা শয় নম্বা নম্বা।
নাল নাল	লাল লাল	- ধান গুলা কিধান জ্যানে নাল নাল নাকছে।
পাছে পাছে	পেছনে পেছনে	- অর পাছে পাছে ঘুরে তোর কি হোবিতে ভালা।
ফটা ফোট	শীঘ্র	- ফটা ফোট কোরি জাবু আর চোলি আশবু।
ফতরফতর	বেশি কথা বলা	- অতো ফতরফতর কোরি না তো ভাই।
ভটা ভোট	শীঘ্র	- ভটা ভোট ভুই গিলা গাড়ি ঠ্যাকানু।
ভিটা ভিট	জোরে প্রহার	- বোউটাক খালি ভিটা ভিট মার দিলি ভাই।
ম্যাক্‌ ম্যাক্‌	মেঘ মেঘ	- দ্যাওয়াটা ক্যানে বেলে ম্যাক্‌ ম্যাক্‌ নাগালি।
হাতে হাতে	হাতে হাতে	- হাতে হাতে চোদোন পালি।
শতে শতে	সাথে সাথে	- কওয়ার শতে শতে জবাহোবি।

২১.২.২. মান্য চলিত বাংলার মতো আরও একপ্রকার শব্দদ্বৈত উভয় বাচক গোষ্ঠীর কথ্যে পাওয়া যায় । সমার্থক রূপিম যোগ করে এই শ্রেণির শব্দদ্বৈত গঠিত হয় । এই শব্দ গুলিকে অনুকার বা অনুগামী শব্দ বলা হয়ে থাকে । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এগুলিকে 'প্রভৃতিবাচক' শব্দ বলেছেন ।এই শ্রেণির শব্দ গুলিকে ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকে নিম্ন উপায়ে বিশ্লেষণ করা যায় ।

আঞ্চলিক কথ্যে ব্যবহৃত শব্দদ্বৈত	মান্য চলিতে অর্থ	ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
অকরবকর	চঞ্চলতা	- শব্দের দ্বিতীয়াংশে স্বরধ্বনির পরিবর্তে ব্যাঞ্জনধ্বনি এসেছে।
আউর কাউর	অস্থির হয়ে যাওয়া	- পূর্বোক্ত পরিবর্তন।
আগেজোগে	আগেভাগে	- শব্দের প্রথমাংশের স্বরধ্বনি দ্বিতীয়াংশে 'ও'- ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে ব্যাঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।
আগোড়োম-বাগোড়োম	আজেবাজে	- শব্দের দ্বিতীয়াংশে স্বরধ্বনির পরিবর্তে ব্যাঞ্জনধ্বনি এসেছে।
আঞ্জোর-পাঞ্জোর	আশেপাশে	- পূর্বোক্ত পরিবর্তন।

আঞ্চলিক কথ্যে ব্যবহৃত শব্দদ্বৈত	মান্য চলিতে অর্থ	ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
আটোন-বাটোন	অভাব-অনটন	- পূর্বোক্ত পরিবর্তন।
উকোট-পাকোট	বমি-বমি ভাব	- পূর্বোক্ত পরিবর্তন।
এত্তি ওত্তি	এদিকে ওদিকে	- শব্দের প্রথমাংশের স্বরধ্বনি দ্বিতীয়াংশে পরিবর্তিত হয়েছে।
এশি-খেশি	আত্মীয়- স্বজন	- শব্দের প্রথম অংশের স্বরধ্বনি দ্বিতীয় অংশে পরিবর্তিত হয়ে ব্যাঞ্জনধ্বনি হয়েছে।
কাইমাই	ঝগড়া	- শুধুমাত্র শব্দের প্রথমাংশের আদ্য ব্যঞ্জন দ্বিতীয়াংশে পরিবর্তন হয়েছে।
কাউর বাউর	গণ্ডগোল	- পূর্বোক্ত পরিবর্তন।
কাউ মাউ	কাকুতি মিনতি	- পূর্বোক্ত পরিবর্তন।
কাগা-বাগা	কাকুতি মিনতি	- পূর্বোক্ত পরিবর্তন।
কেরামেরা	আঁকাবাঁকা	- পূর্বোক্ত পরিবর্তন।
কোচর মোচর	সঙ্কোচ	- পূর্বোক্ত পরিবর্তন।
ক্যাকের ম্যাকের	কোচকানো	- পূর্বোক্ত পরিবর্তন।
ক্যাল্টা কেল্টি	ইয়ার্কি	- দ্বিতীয় অংশে স্বরধ্বনির পরিবর্তন হয়েছে।
খাপ দাপ	খাওয়া দাওয়া	- শুধুমাত্র শব্দের প্রথমাংশের আদ্য ব্যঞ্জন দ্বিতীয়াংশে পরিবর্তন হয়েছে।
খুজলা খুজলি	খুনশুটি	- দ্বিতীয় শব্দের স্বরধ্বনির পরিবর্তন হয়েছে।
খেন খেনিয়া	ঠোঁটে কান্না লেগে থাকে এমন	- দ্বিতীয় অংশে 'ইয়া' প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে।
খ্যাটের ম্যাটের	কলহ	- দ্বিতীয় শব্দের আদ্য ব্যাঞ্জনের পরিবর্তন।
খ্যাদের ম্যাদের	এবড়ো খেবড়ো	- পূর্বোক্ত পরিবর্তন ।
গুড়া গাড়া	ছেলেপেলে	- শুধুমাত্র শব্দের প্রথমাংশের আদ্য ব্যঞ্জনের সঙ্গ যুক্ত স্বরধ্বনি দ্বিতীয় অংশে পরিবর্তিত।
ঘেল ঘেলিয়া	পচে যাওয়া	- দ্বিতীয় অংশে 'ইয়া' প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে।
চাদ্দটাদ্দ	শ্রাদ্ধ ট্রাদ্ধ	- শুধুমাত্র শব্দের প্রথমাংশের আদ্য ব্যঞ্জন দ্বিতীয়াংশে পরিবর্তন হয়েছে।
চিখরা চিখিরি	চেচা মেচি	- দ্বিতীয় অংশে স্বরসঙ্গতি হয়েছে।
চিপা চিপি	কার্পণ্য	- দ্বিতীয় অংশে স্বরসঙ্গতি হয়েছে।
চ্যাচাডোকড়া	চ্যাচামেচি	- সমার্থক দুটি শব্দ একত্রে যুক্ত হয়েছে।
চ্যাকেন্দা ম্যাকেন্দা	এবড়ো খেবড়ো	- শুধুমাত্র শব্দের প্রথমাংশের আদ্য ব্যঞ্জন দ্বিতীয়াংশে পরিবর্তন হয়েছে।
চ্যাটের প্যাটের	অপরিচ্ছন্ন	- পূর্বোক্ত পরিবর্তন।
চ্যাপকা ডোপকা	হাড়ি-পাতিলের চাপা যাওয়ার দাগ	- পূর্বোক্ত পরিবর্তন।
ছিড়াছুট্টা	ছেঁড়া	- সমার্থক দুটি শব্দ একত্রে যুক্ত হয়েছে।

আঞ্চলিক কথ্যে ব্যবহৃত শব্দদ্বৈত	মান্য চলিতে অর্থ	ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
ছোল ছোলিয়া	মসৃণ	- দ্বিতীয় অংশে 'ইয়া' প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে।
ছোলপোল	ছেলেপেলে	- শুধুমাত্র শব্দের প্রথমাংশের আদ্য ব্যঞ্জন দ্বিতীয়াংশে পরিবর্তন হয়েছে।
জেত্তি-শেত্তি	যেদিকে সেদিকে	- পূর্বোক্ত পরিবর্তন।
ঝিক্কা ঝিক্কি	ছুড়ে ফেলা	- সমার্থক দুটি শব্দ একত্রে যুক্ত হয়েছে।
টাল্‌টি বাল্‌টি	তাল বাহানা	- দ্বিতীয়াংশে আদ্যব্যঞ্জনের পরিবর্তন।
ঢাকিঢুকি	ঢেকেঢুকে	- শুধুমাত্র শব্দের প্রথমাংশের আদ্য ব্যঞ্জনের সঙ্গ যুক্ত স্বরধ্বনি দ্বিতীয় অংশে পরিবর্তিত।
ডাহিন বাও	আশেপাশে	-বিপরীতার্থকশব্দের মিশ্রনে গঠিত শব্দদ্বৈত।
ধলো কালো	সাদা কালো	- শুধুমাত্র শব্দের প্রথমাংশের আদ্য ব্যঞ্জন দ্বিতীয়াংশে পরিবর্তন হয়েছে।
নাচ্চা-কোদ্ধা	নাচানাচি (চঞ্চলতা)	- সমার্থক দুটি শব্দ একত্রে যুক্ত হয়েছে।
নাপ্‌ফা-ঝাপ্‌পা	লাফঝাঁপ	- পূর্বোক্ত পরিবর্তন।
পোলাপান	ছেলেপেলে	- পূর্বোক্ত পরিবর্তন।
ফেল ফেলিয়া	পাতলা	-দ্বিতীয় অংশে 'ইয়া' প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে।
বিদিখিচি	ঝামেলা	- পূর্বোক্ত পরিবর্তন।
বিহাটিহা	বিয়ে টিয়ে	- শুধুমাত্র শব্দের প্রথমাংশের আদ্য ব্যঞ্জন দ্বিতীয়াংশে পরিবর্তন হয়েছে।
ভুকুর-ভাকুর	মোটাশোটা (বাচ্চা)	- শুধুমাত্র শব্দের প্রথমাংশের আদ্য ব্যঞ্জনের সঙ্গ যুক্ত স্বরধ্বনি দ্বিতীয় অংশে পরিবর্তিত।
ল্যাটর খ্যাটর	এলোমেলো	- শুধুমাত্র শব্দের প্রথমাংশের আদ্য ব্যঞ্জন দ্বিতীয়াংশে পরিবর্তিত হয়েছে।
শোড়া-শামটা	ঝাড় দেওয়া	-শব্দের প্রথম অংশের ব্যঞ্জনের সঙ্গে যে স্বরবর্ণ রয়েছে তার পরিবর্তন ও পরের ব্যঞ্জন লুপ্ত হয়ে ভিন্ন দুটি ব্যঞ্জনের আগমন ঘটেছে।
হকর-বকর	চঞ্চল ভাবে কাজ করা	- শুধুমাত্র শব্দের প্রথমাংশের আদ্য ব্যঞ্জন দ্বিতীয়াংশে পরিবর্তিত হয়েছে।
হাকর খাকর	খাই খাই ভাব	- পূর্বোক্ত পরিবর্তন।
হাকাবাকা	তাড়াতাড়ি	- পূর্বোক্ত পরিবর্তন।
হাটকুড়া বাটকুড়া	হত দরিদ্রের মতো ভাব	- পূর্বোক্ত পরিবর্তন।
হ্যাক্কাব্যাক্কা	আকা বাকা	- পূর্বোক্ত পরিবর্তন।

২১.৩. ধ্বন্যাত্মক শব্দ

এই অঞ্চলের উভয় বাচক গোষ্ঠীর কথ্যভাষাতেই ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার রয়েছে। অধিকাংশ ধ্বন্যাত্মক শব্দই মান্য চলিত বাংলার ন্যায় অথবা উভয় উপভাষার নিজস্ব বৈশিষ্টে উচ্চারিত হয়।

যেমন-

আইঢাই ,
কটর্‌মটর, কোট্‌কোটি, কটাশ্‌ কটাশ্‌,কটাশ-কুটুশ, কিচির-মিচির, কাইকাই, কেচ্‌কেচি,কচাৎকচাৎ,
কটর্‌কটর্‌, খচ্‌খচানি , খট্‌মট্‌ , খটাংখটাং , খর্‌খর্‌, খুশুর-মুশুর, খল্‌খল্‌,
গড়ুগড়ু , গব্‌গব্‌ , গুদুর্‌ গুদুর্‌ , গুদুর্‌ মুদুর ,
ঘটর্‌ ঘটর্‌ , ঘটর্‌ মটর , ঘটাং ঘটাং , ঘোট্‌ঘোটি , ঘ্যানোর ঘ্যানোর , ঘ্যার্‌ঘ্যার , ঘেরঘেরু
চড়াৎচড়াৎ , চ্যাডাংচ্যাডাং , চ্যান্‌চ্যান্‌, চিন্‌চিন্‌, চ্যাট্‌টাপ্যাটের, চটাংচটাং, চড়ুমড়ু, চড়ুচড়ু,
ছড়ুছড়ু , ঝনঝন , ঝম্‌ঝম্‌ , ঝর্‌ঝর্‌ , টিপ্‌টিপ , টপাশ্‌-টপাশ্‌, টিক্‌টিক্‌, টিপিরটিপির,
ঢক্‌ঢক্‌ , ঢ্যাং ঢ্যাং , ঢিকাঢিক্‌ ,ঢিংঢিং, ঢিম্‌ঢিম্‌ , থ্যর্‌থ্যার, দর্‌দর্‌ , দিদ্দির , দিরিম দিরিম ,
ধপাং ধপাং , ধাপুশ ধুপুশ , ধিপাধিপ্‌ , ধিমাধিম , ধুকপুক , ধুপাধুপ্‌ , ধ্যর্‌ধ্যার্‌ ,
পচ্‌পচ্‌, প্যাচ্‌প্যাচ্‌, পক্‌পক্‌, পুটুরপাটুর,
ফচ্‌ফচানি , ফতর্‌ -ফতর্‌, ফুশুর্‌ফাশুর , ফটাশ্‌ফটাশ্‌, ফটাম্‌ফটাম্‌, ফ্যাক্‌ফ্যাক্‌,
ভটাম্‌ ভটাম ,ভোট ভোটি , ভোঁভোঁ , ভডভডি , মচ্‌মচ্‌ , মড়মড়, মট্‌মট্‌, মুড়মুড়,
শড়ুমড়ু , শপাৎশপাৎ , শুড়ুৎশুড়ুৎ ,শোশো, শাইশাই,
হর্‌হর্‌ , হরাম্‌ হরাম্‌ , হাপুশ্‌-হুপুশ্‌